Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সময়োপযোগী

মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ

সম্পাদিত

বিষয়

	পৃষ্ঠা
সাধনার পথে	৬২৫
সংস্কার ও সাধনা—মেদিনীপুরের হত্যা—গান্ধি-মুক্তি—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—বাঙ্গলার ভাবনা	
পল্লী-প্রসঙ্গ ...	৬২৯
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘটক	
অমৃতবচন ...	৬৩৫
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন বি এ, সি-ই,	
কবীরের দোঁহা	৬৩৬
—শিবপ্রসাদ	
প্রশ্নোত্তরী	৬৩৬
—স্বামী মহাদেবানন্দজি	
বিবাহপদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্য	৬৩৮
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ	
অস্পৃশ্যতা	৬৪৩
—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী	
বর্ত্তমানযুগ ও ধর্ম্ম-বিদ্রোহ	৬৪৯
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	
হিন্দু সমাজ—সেকাল ও একাল	৬৫৫
—শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু, বি-এস-সি	
এযুগের সভ্যতা	৬৫৬
দিগ্‌দর্শন	
পাশ্চাত্যের পরিস্থিতি ...	৬৫৭
বিশ্বজোড়া দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা	৬৫৮
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ কাব্যতীর্থ	
বাঙ্গালী কোথায় গেল	৬৬২
স্যর, পি, সি, রায়।	
আলোচনা	
পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচার্য্য	৬৬৩
মাস-পঞ্জি—ভাদ্র, ১৩৪০	৬৭১

চতুর্থ বর্ষ] ভাদ্র—১৩৪০ [১১শ সংখ্যা

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভারতের সাধনা—সাধারণ নিয়ম

প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়—কার্ত্তিক মাস হইতে বৎসর গণনা হইয়া থাকে; গ্রাহকগণ বৎসরের যে কোনও সময় হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারেন—মূল্য বার্ষিক ৪৲, ষান্মাষিক ২॥০, প্রতিসংখ্যা ।৶০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে ডাক খরচ লাগে না। ।০ আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরূপ ১ সংখ্যা পাঠান হয়।

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা—এবং জাগতিক কল্যাণ, দেশের প্রকৃতি ও লোকের প্রয়োজনাদির লক্ষ্যে ইহার মর্ম্ম ও প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-ব্যবহার সম্পাদকের সহিত করিবেন; টাকাকড়ি, ও কার্য্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দ্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়।

কার্য্যালয়
৮৪নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতের সাধনা

য়্যাণ্টি-থার্ম্মোলিন

নিউমোনিয়া

প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস্ ও অন্যান্য ফুলায় একান্ত ব্যবহার্য্য।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস

১নং, বনফিল্ড লেন,
কলিকাতা

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

চতুর্থ বর্ষ] ভাদ্র—১৩৪০ [১১শ সংখ্যা

সাধনার পথে

সংস্কার ও সাধনা

সংস্কার ও সাধনা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত। দুইই পৌরুষার্থ বাচক—জীবনের কোন লক্ষ্য, উৎকর্ষ বা কৃতকৃত্যতা বুঝায়। কিন্তু সংস্কার এই কথার মধ্যে এমন একটা বিপরীত ভাব ও অর্থ আছে যে উহাকে কেবল পুরুষকারের অর্থবোধক না বলিয়া অদৃষ্টের অর্থজ্ঞাপক বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে; এবং ভারতের সাধনার দৃষ্টিতে ইহার যে একটা বিশেষ মর্ম্ম আছে, তাহা সকলেই জানে। সংস্কার বলিতে আমরা এক্ষণে বুঝি—জীর্ণসংস্কার বা জীর্ণোদ্ধার (মেরামত), শোধন বা শুদ্ধীকরণ, মার্জ্জন, প্রোক্ষণ, পরিষ্করণ, নির্ম্মলীকরণ ইত্যাদি; এই ভাবেই গৃহ-সংস্কার, সমাজের-সংস্কার, রাষ্ট্র-সংস্কার প্রভৃতি কথার বহুল প্রচলন। প্রাচীনেরা বাহ্যিক ব্যাপারে মনঃসংযোগ না করিয়া আত্ম-জীবনের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতেন, এজন্য জীবন-সংস্কার বা আত্মার শুদ্ধীকরণের বিবিধ বিধান করিয়া গিয়াছিলেন—ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের দশবিধ সংস্কার সুপ্রসিদ্ধ:—গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম নামকরণ নিষ্ক্রামণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন বিবাহ—এ সমুদয়ই দ্বিজত্বের লক্ষণ বা দ্বিজ জাতির অবশ্য করণীয়; জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে এ সমুদয় বৈজ্ঞানিক বা সাইন্টিফিক শুদ্ধীকরণ। যাহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক বল লাভ এবং সংসার সুখময় হইতে পারে। এই দ্বিজত্ব আর্য্য জাতিরই স্বকীয়—আর্য্য বলিতে মানবতার এক প্রকার উৎকর্ষকেই প্রধানতঃ বুঝায়, সংস্কার বা দ্বিজত্ব তাহার নির্দ্দেশক। ভারতের সমাজবিধানে ইহার চরম উন্নতি লাভ হইয়াছিল।

আর একদিকে সংস্কার কিন্তু, অন্ততঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে, ইহার বিপরীত অর্থই বোধ করায়।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

উহা একটী স্থিতিস্থাপক গুণ, স্মৃতিহেতু মনোবৃত্তি, পূর্ব্বজন্মবাসনা—ইত্যাদি অদৃষ্ট ব্যাপার। হিন্দু সাধনার বহু বিষয় এই দৃষ্টিতে নিবদ্ধ। একজন প্রসিদ্ধ বৈদেশিক লেখক ইহাতে চমৎকৃত হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"হিন্দুর বিশ্বাস, মনের শূন্যাবস্থা লইয়া কোন মানব জন্ম গ্রহণ করে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসংখ্য জন্মের অতীত অভিজ্ঞতার বহু ইতিহাস মনের ভিতর যে ভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে মন সেই সকলকে সঙ্গে সঙ্গেই লইয়া আসে। তৎসমস্তকে সংস্কার বলে।" সংস্কার অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি গঠন করে। সংস্কার যেমন ব্যক্তিগত তেমনিই জাতিগত। এই সংস্কারকে মানবের বীজ বলা যাইতে পারে। ইহার উৎপত্তি জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম ও ভাব রাশির মধ্যে, আর গতি সেইরূপই অদৃষ্ট ভবিষ্যতে।

ভারতীয় সাধনার ধারা ও প্রণালীতে এই বৈপরীত্যের সমাধান রহিয়াছে। এবং এই সংস্কারের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ভারতের সাধনার বিশালতাই নির্দ্দেশ করে। বৈপরীত্যের সমীকরণ এক হিন্দু সাধনাতেই সম্ভবপর হইয়াছে—খণ্ড জগতে অখণ্ডের সন্ধান লাভ, নানা ভেদের মধ্যে অভেদের দৃষ্টি, সান্ত সৃষ্টিরাজ্যে অনন্তের উপলব্ধি ইহারই ঘটিয়াছে। ভাষায় এই সংস্কার শব্দ যেমন পূর্ব্বাবর, ভূত ভবিষ্যত এবং জাতি ও ব্যক্তিগত মানব জীবনের এক সমগ্র বা সমষ্টির ভাব নির্দ্দেশ করে, বিভিন্নের মধ্যে এক অভিন্ন বস্তুকে দেখায়, দ্বৈত্যের মধ্যে অদ্বৈতের সন্ধান দেয়, তেমনই হিন্দু সাধনার প্রকৃতি, লক্ষ্য ও লক্ষণ কি, বাস্তবব্যাপারে উহার তাৎপর্য্য কি—প্রভৃতি বিষয় ও এই সংস্কার হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তাই বলা হইয়াছে যে, সংস্কার 'অতীতের বহু বিশেষত্বের সার এবং ভবিষ্যতে তাহাই আবার সেইরূপ বিশেষত্ব উৎপাদন করে'। এই বিশেষত্বই মানবজীবনের উৎকর্ষ এবং সাধনার লক্ষ্য। হিন্দু সাধনায় কেন সংস্কারের এত উচ্চ স্থান তাহা বিশেষ করিয়াই অনুধাবনযোগ্য।

সাধনা সকল জাতিরই আছে, কিন্তু সংস্কার একমাত্র হিন্দুরই! এবং এই সংস্কার তাহাকে চিরজীবি করিয়া রাখিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানও অনেক দেশই স্মরণাতীত কাল হইতে এক একভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু কোনও দেশেই একই জাতি বা একই শ্রেণীর লোক একই প্রকারের সংস্কার লইয়া বিদ্যমান কেউ নাই। ইহারা সকলেই মরিয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র ভারতেই হিন্দুজাতি অতীতকাল হইতে একই প্রকারে বিদ্যমান। সংস্কার তাহার এই সঞ্জীবনী শক্তির দাতা। আধুনিক পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভারতের সমাজচিত্র ও লোকচরিত্রে বাহ্যতঃ অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেলেও, মূলতঃ উহা একই প্রকার আছে, এবং আপন শক্তিবলেই পুনঃ ইহা বাহিরের ক্ষণিক প্রভাব প্রতিহত করিয়া স্বস্থ থাকিতে পারিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সংস্কার স্থিতিস্থাপকত্বজ্ঞাপক আবার সংস্কার পরিষ্করণ ও প্রোক্ষণাদি পরিবর্ত্তন বোধক। বীজরূপে সংস্কার স্থির আবার উৎকর্ষ লাভে উহার বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন। ভারতের স্বভাবসিদ্ধ সমগ্র দৃষ্টিতে ইহাতে কোনও পার্থক্য নাই—আধুনিক পাশ্চাত্যভাবে প্রভাবিত পর-মনোবৃত্তির লোকেরা আজ সংস্কারকে বীজ ও স্থিতিরূপে দেখিতে চাহে না, পরিবর্ত্তনরূপেই ইহারা উহার অপব্যবহার করিতেছে; কাজেই সংস্কার ধ্বংসেতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ সংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি নামে সর্ব্বত্র ভাঙ্গন লাগিয়াছে। প্রকৃত ভারতীয় দৃষ্টিতে সংস্কার কেবলই গড়ন (গঠনমূলক)! চরম সত্তার সহিত উহার সংযোগ। দৃষ্টির এতই পার্থক্য!

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

সংস্কার কেবল মানসিক ধারণা, বৃত্তি বা প্রবৃত্তি নহে। উহা জীবনের সত্তা—বীজ যেমন জীবশক্তির আদি নিদান ও আধার। এই জীবসত্তা ভারতের সাধনার দ্বারাই লভনীয়। কারণ সাধনা (culture) এখানে সত্যেরই প্রাপ্তি ও সত্যের উপলব্ধি এবং ব্যক্তি ও জাতির জীবনে তাহার প্রয়োগ। শিক্ষা তাহার সাধন, সভ্যতা তাহার ফল। অন্যান্য উন্নতদেশের এবং প্রধান ব্যক্তিদিগেরও সাধনার দৃষ্টি ভিন্নরূপ †; ভারতীয় দৃষ্টিতে সাধনার চরম ফল সেই সত্যেরই সম্প্রাপ্তি—তাহাতে লীন হওয়াও লীন থাকা। সৃষ্ট জীব নানা ক্লেদ পাপ ও অসম্পূর্ণতা লইয়া আইসে; সংস্কার তাহারই সম্মার্জ্জন বা শুদ্ধীকরণ। পদে পদে জন্ম জন্মান্তর জীব এই সম্মার্জ্জনের বিরাট প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া যাইতেছে; পদে পদে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; উহাই তাহার সংস্কার। এ তার নিজেরই জীব সত্তার অবস্থা—অতীতের পরিণাম, ভবিষ্যতের জনক। কর্ম্ম ইহার নিয়ামক।

মেদিনীপুরের হত্যা।—

মেদিনীপুরে আর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও রাজশক্তির প্রধান প্রতিভূ আততায়ীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মিঃ বার্জ্জ নিতান্ত নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তেই খেলার মাঠে গিয়া, বিকালবেলা, এ দেশীয় ফুটবল খেলোয়ার দিগের সহিতই মিলিয়া খেলিতে গিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের মত উত্যক্ত ও উত্তপ্ত স্থানেও শান্তির আবহাওয়া দেখা দিয়াছে, দেশ হইতে সন্ত্রাসের বিভীষিকা বিদূরিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সকল স্থানেই রাজপুরুষগণ ব্যক্ত করিতেছিলেন। মাত্র দুইদিন পূর্ব্বেও স্বয়ং বড়লাট সিমলার ব্যবস্থা পরিষদে প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, 'বাঙ্গালার সংন্ত্রাসবাদীরা সংযত হইয়া আসিতেছে; ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আর আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গা লইয়া বিরোধ চলিবে না, যাহা কিছু বিরোধ রাষ্ট্রনীতির অদল বদল নিয়া হইতে পারে,' ইত্যাদি। কিন্তু এই অভাবনীয় নৃশংস কাণ্ডে সকলেরই মনে হইবে যে প্রকৃত শান্তি শৃঙ্খলার বিধান এদেশে এখনও কিছু হয় নাই। একজন পদস্থ লোক সকলের সহিত অবাধে মিশিবেন, প্রাণ খুলিয়া খেলা করিবেন, এমন সময় তাহারই মধ্য হইতে তিনজন তরুণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে হত্যা করিল! আর নিজেরা কেহ হত, কেহ আহত ও কেহ অম্লানভাবে বিচারের কঠোরতা বরণ করিয়া লইল! মিঃ বার্জ্জের জন্য দুঃখ ও শোক সার্ব্বজনীন, তাহার পত্নী ও পুত্রগণের দুঃখ ভাবিলে মর্ম্মপীড়ায় দগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু এই হতভাগ্যদিগের নিবারুণ অধঃপতন ও কর্ম্ম সামান্যদুঃখ করিবারও কেহ নাই। যে নাস্তিকতার বীজ অদ্যকার শিক্ষা পদ্ধতি ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বত্র অবাধে ছড়াইতেছে, ভারতের মহান্ সাধনা ও চিরন্তনী ভাবে আজ পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা যে অপঘাত পৌঁছিয়াছে, তাহাতেই এরূপ ভীরুতা ও নৃশংসতার কার্য্য সম্ভপর হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু সাধনাতে কাপুরুষতার অপরাধ যত হেয়, এমন আর কিছুরই নহে।

গান্ধী-মুক্তি।

মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যকলাপ সমুদয়ই রহস্যময়। দেশের লোক তাহা ভেদ করিয়া কখনও

---

* শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনূদিত—'ভারত কি সভ্য'—Is India civilised, by S. J. Woodroff.

† ভারতের সাধনা ১ম খণ্ড ১০ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

উঠিতে পারে নাই; কারণ তাহাদের তেমন কোন দৃঢ় দৃষ্টি নাই। মহাত্মার নিজেরও তাহা আছে কিনা, সন্দেহের বিষয়; কারণ নিজের চক্ষুকে কেহই দেখিতে পায় না। সরকার বাহাদুরের অবশ্যই একটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আছে—তাহা রাজনৈতিক দৃষ্টি; ভারতের পক্ষে তাহা ব্রিটিশরাষ্ট্রপরিচালকগণের পলিসি। এই পলিসির খেলা ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে নানা ভঙ্গীতে দেখা যায়। গান্ধীসমস্যায় সেই ভঙ্গীতেও সময় সময় রস ভঙ্গ হয়—পূর্ণ রাজনৈতিক গুন রক্ষা পায় না। এই অল্প কয়দিনের মধ্যে মহাত্মাকে আটক, মুক্তি, পুনঃ গ্রেপ্তার, বিচার, দণ্ড ও ফের মুক্তি—ইহাতে পলিসির স্থিরতা কোথায়? মহাত্মার মুক্তিতে আমরা অবশ্যই সুখী এবং তাঁহার কার্য্যক্রম জয় যুক্ত হউক ইহাই প্রার্থনা করি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবেই। হাজার 'অর্থনীতিবিদ্' হউক ভারতবাসী বাণিজ্যনীতি ও ধনবিজ্ঞান কিছু বুঝে না, ইহাই আমাদের ধারণা। কখনও বুঝিবে কিনা তাহাও সন্দেহ। যে দু চার জন লোক ধনী ও যশস্বী হইয়াছেন, তাহা বিদ্যার জোরে নহে, অন্য কারণে। ইতিপূর্ব্বে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কথা উঠিয়াছিল, তখন যে আন্দোলন হয় তাহাতে ত একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ইংরেজ সচিবকেও হটিয়া যাইতে হয়; তারপর আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন কথাই শুনা যাইতেছে না। যেন কাহারও কিছুই লাগিতেছে না—অজ্ঞতার এরূপই অভিব্যক্তি। অথবা স্থষ্টারের যশভাগ্য ব্যাঙ্কের দুরদৃষ্ট—ভাগ্যের খেলা সকল জাতি ও সকল দেশেই আছে।

বাঙ্গলার ভাবনা।—

বাঙ্গলায় সঙ্কটকাল উপস্থিত এজন্য অনেকেরই ভাবনা দেখা যায়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গলাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টা চলিতেছে; ভিন্ন প্রদেশীয় লোকেরা, যে কারণেই হউক, বাঙ্গলাকে ঈর্ষা করিত; এ দুঃসময়ে ইহারা বাঙ্গলার দিকে চাহিবে না। বাঙ্গলা অর্থে ক্লিষ্ট, শ্রমে কাতর, সম্প্রদায় বিশেষের হাতে প্রপীড়িত ও তাহাদের লইয়া বিড়ম্বিত। অথচ বাঙ্গলার ভাব আছে, অনুভব শক্তি অনেকের অপেক্ষা অধিক, আদর্শ ও পরিকল্পনায় সকলের অগ্রণী, ত্যাগ ও ঔদার্য্যে অসাধারণ। এজন্য বাঙ্গলা আপন ও অপরের দুঃখ বোধ করিতেছেও সকলের চেয়ে বেশী।

আমরা জানি বাঙ্গলা এ সকল সঙ্কটই উত্তীর্ণ হইতে পারিত, আপন স্বকীয় গুণে। কিন্তু একটা আপদ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, সকলের আগে ও সকলের চেয়ে অধিক। তাহা আত্ম-বিক্রয় ও পরপদে বিলীন হওয়া—পাশ্চাত্যের প্রভাবের কাছে শরীর মন ও ধন বিলাইয়া দেওয়া। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তার কর্ত্তব্য, আপন চক্ষু ফিরাইয়া আত্মস্থ হওয়া। এক্ষেত্রে তাহার প্রধান কর্ত্তব্য স্বকীয় সাধনা (culture)র মর্ম্ম বুঝিয়া লওয়া। ভারতীয় সাধনার এক বিশেষ উত্তরাধিকার বাঙ্গলার আছে। এ যুগে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঐতিহাসিক ধারা ও ভৌগলিক পরিস্থিতি তাহার প্রমাণ দিয়া থাকে। বাঙ্গলা এ যুগে অনেক কাজ করিয়াছে, যাহাতে সেই ভারতীয় সাধনার শক্তিই পরিস্ফুট হইয়াছে; বাঙ্গলার অত্যধিক পরজাতীয় প্রভাব সত্ত্বেও তাহা হইয়াছে। আজ সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তবেই বাঙ্গলা আপন স্বভাবদত্ত শক্তি-বলেই রক্ষা পাইবে।

———

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

পল্লী-প্রসঙ্গ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘটক

পল্লী গ্রামের সুখদুঃখ

"—জনস্থানেশূন্যে বিকলকরণৈরার্য্যচরিতৈ
রপিগ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্ ॥"

আর্য্যজাতির বেদাদি বিশ্বগ্রন্থ ও মানব-প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তস্তত্ব আলোচনা করিলে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয়—মনুষ্যজাতির আদিম অধিষ্ঠান অরণ্য। (১) কাল-সাহচর্য্যে জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত উন্নত আর্য্য-যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই অখণ্ড অরণ্যবাস নানাস্থানগত উটজ বা পর্ণাবাসে পরিণত হয়। কালক্রমে সুমহান্ ব্রাহ্মণ্য-যুগের (২) অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব-জগৎ অভূতপূর্ব্ব সামাজিক মহাভাবে প্রণোদিত হইয়া, বেদ-বিশ্রুত "ব্রাহ্মণ"-"ক্ষত্রিয়"-"বৈশ্য"-"শূদ্র" নামধেয় চতুঃসমাজে বিভক্ত হইলে, উল্লিখিত উটজ বা পর্ণ বাস-রাশির প্রশস্ত নাম হয়—"আশ্রম" বা শান্তি-নিবাস। (৩) যথাকালে মানব-সমাজ মহতী ব্রাহ্মীশ্রীতে সমুদ্ভাসিত হইলে, ঐ একই আশ্রম, চতুর্ধা অভিরাম-অভিনব-মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক "ব্রহ্মচর্য্য", "গার্হস্থ্য", "বানপ্রস্থ", "যতি", (৪) নামে অভিহিত হইয়া, মানব-জগতে ব্রাহ্মী-স্থিতির (৫) সূচনা করে। সেই সনাতন মহাসংস্থানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, স্মরণা-

---

(১) অরণ্য শব্দ হইতে উপনিষৎ প্রসিদ্ধ "আরণ্যক" শব্দের উৎপত্তি। আদিম অরণ্যবাসী ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা কস্মিন্কালেও অরণ্যবাস ছাড়িয়া সাধারণ গ্রাম্য অর্থাৎ লৌকিক সংস্রবের ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন নাই,, চিরকাল অরণ্যেই বাস করিয়াছেন, যথাকালে আত্মোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বশতঃ তাঁহাদেরই সুমহান্ "আরণ্যক" সংজ্ঞা হয়। সম্ভবতঃ বোধ হয় মহাত্মা "বৃহদারণ্যক ঋষি" এই অনন্যসাধারণ আরণ্যক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সুপ্রসিদ্ধ "বৃহদারণ্যকোপনিষৎ" আরণ্যক জীবনের অপার অক্ষয়কীর্ত্তি।

(২) বৈদিকধর্ম্ম যুগের।

(৩) স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষী দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণম্।

অয়ে শান্তমিদমাশ্রম পদম্।
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

(৪) ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থ প্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ ॥
মনু ষষ্ঠ অঃ ৮৭ শ্লোক।

(৫) ব্রাহ্মীস্থিতি—চিরন্তন সংস্থান, ব্রহ্ম জ্ঞানাধিষ্ঠান, শান্তিস্থিতি,
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১
এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাংপ্রাপ্যবিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছ্তি ॥৭২
গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায়।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

তীত কালের রাশি রাশি বিবর্ত্ত বিপ্লবাদি-জনিত বহু বহু ঘাত প্রতিঘাত—বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইদানীং আর্য্য-সমাজ, জগৎ-সমক্ষে নিজ-কর্ম্মবিপাকের যে মর্ম্মান্তিক চিত্র দর্শন করাইতেছে, তাহার সবিস্তর বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন ; চাক্ষুস ব্যাপার সকলের পক্ষেই সহজবোধ্য। সময়-ধর্ম্মে আর্য্য-সমাজ মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু যথোপযুক্ত প্রতিকারের সংঘটন হইলে, কে বলিতে পারে, উহার জীবনীশক্তির পুনঃ সঞ্চার হইবে না ?

কাল-স্রোতে সমাজের পুরাতন মৌলিক বিভূতি সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে ; যাহা আছে, তাহাও নামমাত্রাবশিষ্ট—নিষ্প্রাণ !—চতুরাশ্রমের যাত্রা বা নাট্যলীলা আছে, ক্রিয়াভিনয় নাই ; "বর্ণাশ্রম"-ধর্ম্মের প্রস্তাবনা ও প্রতিপত্তি আছে, ভজনা নাই ;—এ প্রকারে নামমাত্রার না আছে এমন কিছুই নাই, কিন্তু কর্ম্মমাত্রার বেলা কেবলই কৃত্রিমতার নিপুণাভিনয় ভিন্ন মৌলিকতার আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না ! জানিনা, এভাবে মুমূর্ষু সমাজ বিজ্ঞানের রাজ্যে আর কতকাল তিষ্ঠিতে পারিবে।

যে কোনরূপে একটুক দৃঢ়তা অবলম্বন না করিয়া সংসারে মরণশীল মানব-সমাজ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কত প্রকার উৎপাত ও উপপ্লব সহ্য করিয়াও আর্য্য-সমাজ যে আজিও প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া আছে, তাহার মূলে কি কোনও সদর্থ কারণ নিহিত নাই ?—নিশ্চয়ই আছে। উহা আর কিছু নয়—ব্রাহ্মী-স্থিতির লুপ্তাবশেষ প্রসিদ্ধ পারিবারিক-সম্প্রীতি বা সমবেত পদ্ধতি ; উহা আর্য্য-জাতীয় সুমহান্ আত্মদর্শিতা বা পরার্থ-পরতারই সময়োপযোগী সঙ্কোচন মাত্র ; যাহার সঙ্কোচন আছে, যথোপযুক্ত কারণ মূলে তাহার প্রসারণও অবশ্যম্ভাবী।—এই মহৎ কারণ মূলে নিহিত আছে বলিয়াই, আর্য্য-সমাজ অশেষ বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও কায়-ক্লেশে আত্ম-রক্ষা করিতেছে ; ভগবান্ বলিয়াছেন,—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।"

নিয়তি-সূত্রে যে কোন রাজ্যের রাজ-শক্তি ধ্বংস হইলে, সাধারণ শক্তি প্রবল হইয়া যথাকালে আত্ম-রক্ষার পথ আবিষ্কার করিয়া লয়,—ইহা মানব জগতের নৈসর্গিক পদ্ধতি। সেই সূত্রে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাদৌ প্রাদেশিক গ্রাম্যশক্তিই সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতীয় রাজ-শক্তির অবসান হইলে, ভাবান্তরে প্রবল হইয়া যে সাধারণ শক্তি এতকাল কায়ক্লেশে কোন প্রকার আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল, কালোচিত কার্য্যকারণবশতঃ ইদানীং উহা হইতে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দ্বিধারার উৎপত্তি হইয়া, দিনের দিন আর্য্য-সামাজিক ভাবান্তরের সূচনা করিতেছে। উহার একটি সংরক্ষাভিসারিণী, অপরটি সম্প্রসারিণী ;—একের গতি রক্ষণাভিমুখী, অপরের গতি অভ্যুদয়োন্মুখী ; এক অশিক্ষিত—তমসাচ্ছন্ন, পল্লী-বাস-প্রিয়, রক্ষণ-প্রকৃতি, অপর শিক্ষিত—প্রতিভাসম্পন্ন, নগরবাস-প্রিয় উদার-প্রকৃতি ; সুতরাং সময়-ধর্ম্মে উক্ত উভয় ধারাই, পরস্পর মত-বৈষম্য-হেতু পরস্পর হইতে নীরবে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে ; তৎ সঙ্গে সঙ্গে অধুনা প্রকাশ্যভাবেই আর্য্য-সমাজে মাত্র দুইটি অভিনব আশ্রমের সময়োপযোগী কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইতেছে ; উহার একটির নাম 'গ্রামাশ্রম', অপরটির নাম 'নগরাশ্রম'। উল্লিখিত চতুরাশ্রমের যত কিছু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, তৎসমস্তই, সময়ধর্ম্মে যে ভাবে সেভাবে ইদানীং ঐ উভয়-আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, কাল-মাহাত্ম্যের লীলাভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। ভগবদিচ্ছায় জগচ্চক্রের অমোঘ-নিয়মে সৃষ্টি-রাজ্যের যাহা অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা, তাহাই ঘটিতেছে,—ঘটিবে ; মানব সদসদ্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া,

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

সেই অনিবার্য্য ঘটন-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন যাহা করায়, তাহাই করিয়া ধরিয়া আশ্চর্য্য সমস্যা-পূর্ণ জীবন-নাটকের অদ্ভুত অভিনয় সাঙ্গ করিয়া যাইতেছে! উহার পরিসমাপ্তি কোথায়, ভগবান্ জানেন। জীবের ভাগ্যে তাহার পরিণাম—

"বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবে
দমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া॥"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নিয়তি-সূত্রে যে কোন রাজ্যের রাজশক্তি ধ্বংস হইলে, সাধারণ শক্তি প্রবল হইয়া যথাকালে আত্মরক্ষার পথ আবিষ্কার করিয়া লয়—ইহা মানব-রাজ্যের নৈসর্গিক পদ্ধতি। সেই সূত্রে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাদৌ প্রাদেশিক সাধারণ গ্রাম্যশক্তিই সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভারতীয় সাধারণ বা গ্রাম্যশক্তির অনির্ব্বচনীয় লীলা-বৈচিত্র্য আধুনিক নয়; অনাদি অনন্তকাল হইতে উহার স্ফূর্ত্তি, পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বতর সুমহান্ "বর্ণাশ্রম"-প্রস্থ, সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক সমাজ-বন্ধনে উহার পূর্ত্তি, রক্ষণশীল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনায় (১) উহার শ্রীবৃদ্ধি, বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলা উহার জীর্ণতা (২), বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা উহার অবসাদ!—ভবিষ্যৎ বিষন্ন কি প্রসন্ন, কে বলিতে পারে?

ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে (৩) তদানীন্তন সমাজ-বন্ধন ও সাম্রাজ্য-প্রথার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে সাধারণ লৌকিক প্রসার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; ঐ বিস্তৃতি বা বিশালতাকেই মনঃসমাধিযোগে ব্রহ্মভূত "বিরাট পুরুষ" ধারণা করিয়া মহামেধাবী ভগবান্ নারায়ণ ঋষি (৪) ব্রাহ্মণকে (৫) বিরাট্ পুরুষের (৬) শীর্ষ-স্থানীয়, ক্ষত্রিয়কে ভুজস্থানীয়, বৈশ্যকে উরুস্থানীয় এবং শূদ্রকে পাদস্থানীয় উল্লেখ করিয়া অতি নিপুণতার সহিত সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎকালীন সামাজিক রহস্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চতুর্মানবজাতির চতুর্ব্বিধ বর্ণ লইয়া তদানীন্তন সাধারণ আর্য্যসমাজ গঠিত হয়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন নির্ব্বিকার আর্য-যুগের প্রভাব ভাবান্তর পরিগ্রহ করিয়া সংসারে অপর একটি নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এ সময় আর্য্যজাতির অভ্যুদয় যুগের সূচনা হইয়াছে।—অলৌকিক বেদের "ব্রাহ্মণ" নামধেয় রাশি রাশি লৌকিকার্থ প্রকটন পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার অপার মহিমায় জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া এ

---

(১) পরে দ্রষ্টব্য

(২) জীর্ণতা—কৃশতা, ক্ষীণতা।

(৩) ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২

(৪) নারায়ণ-ঋষি—পুরুষসূক্তের মন্ত্র-দ্রষ্টা বা রচয়িতা।

(৫) ব্রাহ্মণ—"ব্রাহ্মণ" নামে বেদ-মন্ত্র ব্যাখ্যাকার, বেদার্থবিৎ।

বোধ হয়, "ব্রাহ্মণ" নামক বেদার্থের নামানুসারেই পরবর্ত্তী কালে বেদার্থবিৎ সম্প্রদায় বিশেষের সুপ্রসিদ্ধ "ব্রাহ্মণ" নাম হয়।—

"দেবাধীনং জগৎসর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণ-জ্ঞেয়া তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

ব্রহ্ম] জানাতি ব্রাহ্মণঃ—বস্তুতঃ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞতাই ব্রাহ্মণের প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

(৬) বিরাট পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবাত্মা জীব-বিশেষ।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

যুগে "ব্রাহ্মণ" নামধেয় নবপ্রভাব, কৃতিমান্ ঋষিবংশধরগণ, জগতে সুমহান্ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ঘোষণা করিয়াছেন। এ সময় জাতীয় সমাজ জ্ঞানগুণ-গৌরবে দিন দিন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে;—জ্ঞানগভীর গুণরাশির অপরিসীম মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণ জাতি বিরাটজাতীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া অহর্নিশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর চিন্তায় মনঃসমাধান করিয়াছেন;—ক্ষত্রিয়জাতি ভুজবল-মহিমায় সমাজের বাহুস্থানীয় হইয়া শাস্ত্র-পূত রাজ-ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—বৈশ্যজাতি কৃষি-বাণিজ্যের বুদ্ধিকৌশলে সমাজের উরুস্থানীয় হইয়া অর্থাগমে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন,—শূদ্রজাতি সপর্য্যাপটুতায় সমাজের পাদ অর্থাৎ নির্ভরস্থানীয় হইয়া সমাজের শ্রমোপনেদনী বৃত্তির পরিচালনা আরম্ভ করিয়াছেন। কালক্রমে উক্ত স্ব-স্ব জাতি-গত গুণ-কর্ম্ম বংশ পরম্পরা-ক্রমে অব্যাহত রাখিয়া সমাজবন্ধন পাষাণবৎ সুদৃঢ় করার উচ্চাভিলাষে, গুণকর্ম্মোৎকর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-জাতি চতুষ্টয়ের সামাজিক-শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার জন্য, সাধারণ "জাতি শব্দের পরিবর্ত্তে বিশেষত্ব জ্ঞাপক "বর্ণ" (১) শব্দ সংযোজিত হইয়া, যথাকালে বিরাট সমাজে চতুর্ব্বর্ণ বিহিত সুমহান্ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পোষক "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম" প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর বৈদিক স্মার্ত্ত যুগের (২) প্রবর্ত্তনা; এই যুগে বর্ণাশ্রমের সহজ-যজনার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্রগ্রথিত বিরাট গ্রন্থাকারে রাশি রাশি বেদাচার সঙ্কলিত হয়। মহাত্মা গোভিল, অশ্বলায়ন, বুধায়ন প্রভৃতি মেধাবী ব্রাহ্মণমণ্ডলী, এ যুগের স্মৃতি-সঙ্কলয়িতা;—ইহারাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদি ব্যবস্থাপক। গোভিলাদির সময় নির্দ্ধারণ করা প্রস্তাবিত প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নহে; উহা ঐতিহাসিকের কর্ম্ম।

রাজোৎপত্তি-সম্পর্কে প্রাচীন ধর্ম্মবক্তা মহর্ষি মনু বলেন,—লোকসমাজ অরাজক থাকায় সকলেই প্রবলের ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইতেছে; অতএব লোক-রক্ষণার্থ জগৎপিতা পরমেশ্বর, দিক্পালের অংশে রাজার সৃষ্টি করিলেন। (৩) সুতরাং রাজসৃষ্টির পূর্ব্বে সাধারণ রাজ্য রাজশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় নাই; সাধারণ শক্তিই উহার অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কালক্রমে লোকপ্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বৈষম্যের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সর্ব্বোপরি বলবতী মহতী রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইলে "রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।" ঘটনাসূত্রে রাজশক্তি ধ্বংস হইলে "অরাজকতা" যে অর্থে প্রযোজ্য হয়, রাজসৃষ্টির পূর্ব্বে "অরাজক" শব্দের তদর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। ন রাজা—"অরাজ", তদুত্তর স্বার্থে "ক" প্রত্যয় করিয়া "অরাজক" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; এস্থলে নঞের সাধারণ অর্থ দ্বারাও (৪) "অরাজক" পদের রাজাভাব অর্থই প্রতিপাদিত

(১) বর্ণো দ্বিজাতি শুক্লাদি যশোগুণ কথাসু চ।
স্তুতৌ নানস্ত্রিয়াং ভেদরূপাক্ষর বিলেপনে॥ ইতি মেদিনী।

(২) বৈদিক যুগের "গৃহ্য" পরবর্ত্তী যুগের "স্মার্ত্ত"—উভয়ই অভিন্নার্থদ্যোতক। তাহা হইলেও দেশকাল পাত্রানুসারে ভাবার্থের পার্থক্য বিস্তর; এস্থলে তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৩) অরাজকে হি লোকে ঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥৩
ইন্দ্রানিল যমার্কানামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥৪
মনুসংহিতা—৭ম অধ্যায়।

(৪) "তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

হইতেছে। অতএব রাজ-সৃষ্টির পূর্ব্বে সাধারণ রাজ্যের রক্ষাবেক্ষণ কার্য্য যে একমাত্র সাধারণ অর্থাৎ গ্রাম্যশক্তি-সমষ্টিদ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান জ্ঞানালোকোজ্জ্বল গভীর বৈজ্ঞানিক যুগেও গ্রাম্যশক্তির উপেক্ষা দৃষ্ট হয় না; রাজকীয় বিচারালয়ের অনেকানেক জটিল মোকদ্দমা আজিও গ্রাম্যবিচারে সুনিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে;—ইহা পুরা-পুরাতন গৌরবেরই লুপ্তাবশিষ্ট, প্রয়োজনাপেক্ষী, সাময়িক স্ফূরণ মাত্র। অসাধারণ চক্ষে কোন কালে কুত্রাপি গ্রাম বা গ্রাম্যভাবের অবজ্ঞা দৃষ্ট হয় না।

"অরণ্য" ও "গ্রাম্য"—এই দুইটি শব্দই অনাদি অনন্ত কাল হইতে মানবজগতের শাশ্বত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। যথাসময় সাধারণ রক্ষক, অসাধারণ প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাজপদের সৃষ্টি হইলে, উহার সহিত রাজোচিত ঐশ্বর্য্য-দ্যোতক 'নগর" শব্দের সংযোগ হইয়া কালে নগরাশ্রিত জনমণ্ডলীর "নাগরিক" সংজ্ঞা হয়; এ অবধি মানবসমাজ প্রধানতঃ ত্রি-ধারায় বিভক্ত হইয়া অদ্যাপি ভগবদিচ্ছা পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। আরণ্য, গ্রাম্য ও নাগরিক এই তিনটি ধারার প্রথম ও দ্বিতীয়টি মানব-সমাজের সহিত সৃষ্টিরাজ্যের শাশ্বত সম্পর্কে চির-সমন্বিত; তৃতীয়টি সাময়িক উত্থান-পতন-ধর্ম্মে তৎসহ বিশেষ বিশেষ ঘটনাও বৈচিত্র্যসূত্রে বিরাজিত। কেহ কেহ "গ্রাম্য" শব্দট আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারেন; ঋগ্বেদাদি প্রাচীন বিশ্বগ্রন্থে উহার ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (১) "গ্রাম" শব্দ হইতে "গ্রাম্য" শব্দের উৎপত্তি; গ্রামের আভিধানিক পর্য্যায় পল্লী জনপদ ইত্যাদি; তাহা হইলেও ঐ সমস্ত প্রতিশব্দের তাৎপর্য্যও ভাবার্থগত কতক কতক পার্থক্য না আছে, এমন নয়। বোধ হয়, আদিম মনুষ্যযুগে পূর্ব্বোক্ত মহারণ্যের যে ভাগে অরণ্যবাসী ঋষিগণ, সর্ব্বপ্রথম উটজাবাস নির্ম্মাণ করিয়া পরস্পর একত্র বসতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যথাকালে উহাই "জনস্থান" (২) নামে পরিচিত হইয়া অরণ্য বাসের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। কালক্রমে অপেক্ষাকৃত অরণ্যভাব বিতৃষ্ণ বিষয়কাম ঋষিগণ, উক্ত জনস্থানের অদেশে, অরণ্য ছাড়িয়া তৎসান্নিধ্যে যে, অভূতপূর্ব্ব শ্রী-সম্পন্ন, শ্রেণিবদ্ধ বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত উন্নতভাবে বসতি বিস্তার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল "জনপদ" (৩) যথাকালে জনপদের ব্যবধানে বহুজন-পূর্ণ স্থান বিশেষ, বহ্বর্থ-প্রতিপাদক "গ্রাম" অভিহিত হইল; বিশেষ কার্য্য বা কারণসূত্রে আবার গ্রামের কিয়দংশ ছুটিয়া গিয়া স্থানান্তরে যে বসতি বিস্তার করিয়াছিল, তাহার "পল্লী" (১) নাম হইল;

(১) প্রশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্য শ্চ যে। ঋগ্বেদ্—পুরুষ সূক্ত=৮।

(২) এতাদৃশ জনস্থানের বিশেষ বর্ণনা রামায়ণ আরণ্যককাণ্ড দ্রষ্টব্য। রাবণের বিশ্বস্ত অনুচর খর দূষণ দণ্ডকারণ্যের প্রসিদ্ধ "জনস্থান" অধিকার করিয়াই দাক্ষিণাত্যবাসী আর্য্যজাতির আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল।—

ততস্ত সা রাক্ষসসংঘসংবৃতং
খরং জনস্থানগতং বিরূপিতা।
উৎপত্য বৈ ভ্রাতরমুগ্রতেজসং
পাপতঃ ভূমৌ গগনাদিবাশনিঃ ॥২৬

রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড ২৪শ সর্গঃ

(১) পল্ল্যল্পগ্রামকুটোাঃস্ত্রী—মেদিনী।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

এইরূপে বসতি ভেদের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, যথাকালে বেদের নানাবিধ শাখাও প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি হইয়া ভবিষ্যৎ সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। যে হ'ক, কালের অশেষ বৈচিত্র্য ও বৈবর্ত্তবশতঃ পরবর্ত্তী কালে কথিত জনপদ, গ্রাম ও পল্লী ইত্যাদি শব্দ নিচয়ের মর্ম্মার্থ ভুলিয়া গিয়া শাব্দিক পণ্ডিতগণ, শব্দকোষে তৎসমস্তই অভিন্নার্থ প্রয়োগ করত শাব্দিক সম্পৎ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ভাবার্থগত কতক কতক পার্থক্য থাকিলেও, ইদানীং পল্লী জনপদাদি গ্রামার্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন আর পল্লীর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, জনপদের কোন বিশেষত্ব নাই, সমস্তই একমাত্র গ্রাম্যভাবে পরিণত হইয়া চিরপ্রথিত গ্রামের প্রাধান্যই অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। সুতরাং প্রস্তাবিত প্রবন্ধে পল্লী, জনপদ ও গ্রাম—এ তিনের একার্থই বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—রাজসৃষ্টির পূর্ব্বে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য একমাত্র সাধারণ গ্রাম্য শক্তি দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেই শক্তির বিশেষত্ব-সম্পর্ক এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজনীয়। সাধারণ গ্রাম্য-সমাজ আবাহমান কাল হইতে স্বভাবতই সনাতন ধর্ম্ম-নিয়ম প্রেক্ষী; বর্ত্তমান নিদারুণ ধর্ম্মবিপ্লব ও বিলাসবাহুল্য জনিত নিরন্ন যুগেও তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নানা বিষয়ে প্রাণান্তকর দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করিয়া যে ভাবে সে ভাবে আজিও সনাতন নিয়মের রক্ষণ-শীলতায় সর্ব্বত্র গ্রাম্যসমাজই অগ্রগণ্য; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এস্থলে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বতর সত্য-ত্রেতাদি অনুকূল যুগের কথা পল্লবিত করা অনাবশ্যক। আদিম 'অরাজক' যুগের রাজ্যরক্ষণ কার্য্য সাধারণ গ্রাম্য সামাজিক সনাতন ধর্ম্মনীতিমূলে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রাণতাই সাধারণ গ্রাম্য-সমাজের গরীয়সী শক্তি; মূলে ঐ মহত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াই, যে ভাবে সে ভাবে বর্ত্তমান দাসত্ব নিঘোর দুর্দ্দিনে—আজিও উহা হইতে (পঙ্কে পঙ্কজবৎ) অনন্ত রত্ন প্রসূত হইয়া সুধীজনস্পৃহনীয় স্নিগ্ধ-গভীর প্রভায় দেশদেশান্তরবর্ত্তী মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলের প্রীতি-শ্রদ্ধা আকর্ষণপূর্ব্বক জন্ম-ভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে! ঐ মহীয়সী শক্তির অসাধারণ সহিষ্ণুতাবলেই, অসংখ্য যুগযুগান্তর-সম্ভূত, অশেষ বিবর্ত্তন বিপ্লব-জনিত রাশি রাশি উৎপাত উপপ্লব অকাতরে সহ্য করিয়া আজিও, ধর্ম্মপ্রাণতার সঞ্জীবনমহিমায় আর্য্যভূমির মহত্ত্ব ও গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা করতঃ জাতীয় ভাবের কঠোর রক্ষণশীলতায় পৃথিবীর বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে! এক কথায় বলিতে হইলে, মানবসমাজের যত কিছু সম্পৎ ও বৈভব, যত কিছু বৈচিত্র্য ও মহত্ত্ব,—সকলেরই মূল ভিত্তি একমাত্র পল্লীগ্রাম; দুঃখের বিষয়, এখন আর গ্রামের দিক্ কাহারো লক্ষ্য নাই! যেভাবে সেভাবে ইদানীং দিনের দিন গ্রামের মায়া-মমতা যেন সকলের হৃদয় হইতেই অন্তর্হিত হইতেছে!—ইহা সৌভাগ্যের লক্ষণ নহে।

[ক্রমশঃ]

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

অমৃতবচন

(২)

প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, সি-ই

(৮) মন এবং জীবাত্মার প্রভেদ *

এ শরীরে চিন্তা করিবার যন্ত্রই মন এবং ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যের ন্যায় মনের কার্য্যও চিতিশক্তির উপরে নির্ভর করে। যখন সুষুপ্তি বা (কোমা) অচৈতন্য অবস্থায় চিতিশক্তি মানসিক ক্ষেত্র বা মনের ঘাট হইতে অপসারিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় মন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে ; সেই জন্য মনও চিতিশক্তি এক বস্তু নহে। চিতিশক্তি জীবনীশক্তির কেন্দ্র এবং তাহা হইতে ধারা বহির্গত হইয়া মন ও শরীরকে জীবনীশক্তি প্রদান করে।

(৯) প্রেতযোনি

প্রেতবিদ্যাবিশারদেরা যে সকল অসাধারণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয় যে জীবাত্মা স্থূল শরীর ত্যাগ করিলেও নষ্ট হইয়া যায় না, পরন্তু অন্যরূপ অবস্থাপন্ন হয়। এই কথা যদি সত্য হয় যে স্থূল দেহ ত্যাগ করিবার পরে জীবাত্মার অবস্থান্তর হইয়া থাকে, তাহা হইলে জীবাত্মার বা চৈতন্যশক্তির স্বরূপ ও নিয়মাবলী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার ও নির্ণয় করিবার জন্য আমরা এই সত্য হইতে অনেকটা সাহায্য পাইব। সেই জন্য আমরা প্রস্তাব করি যে প্রেতবিদ্যাবিদেরা যে সকল অসাধারণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এরূপ ভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক যে সেগুলি সত্য কি মিথ্যা তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। এই সকল অসাধারণ ঘটনা যদি সত্য সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে চিতিশক্তির স্বরূপ ও নিয়মাবলী নির্ণয় করিতে আমরা যথেষ্ট আলোক প্রাপ্ত হইব ; এবং চিতিশক্তির আলোচনায় আমরা অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিব। প্রেতবিদ্যাবিদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ পারদর্শী তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনা সকল যদি আমারা ক্ষণকালের জন্য সত্য বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। এই অন্নময় কোষ ত্যাগ করিবার পর জীবাত্মা এক সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে,—যাহাকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ (Astral body) কহে। জীবদ্দশায় জীবের যেরূপ রাগও দ্বেষ থাকে, এ শরীরেও তাহা প্রায় তদ্রূপ থাকে, ইহার রূপ ও রং অর্থাৎ বর্ণ অন্নময় কোষের সদৃশ। উপরে আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে স্থুল শরীর ত্যাগ করিলে জীব যে মনের সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হয়, তাহা নহে ; বরং যে মনের সম্বন্ধ দুঃখের কারণ সে মনের সম্বন্ধ তখনও বিদ্যমান থাকে। যে সকল কারণ এই মানসিক সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকে এবং যাহা পুনর্জন্মের হেতু স্বরূপ, তাহা জীবের স্থুলদেহ ত্যাগ হইলে বিলুপ্ত হয় না। অতঃপর আমরা দেখাইব যে এই জগতের রাগও দ্বেষ এবং বাসনা সমূহই জীবাত্মার পুনর্জন্ম ও দেহ ধারণের কারণ। যে পর্য্যন্ত না এই সকল কারণ নির্ম্মূল হয় এবং তৎ পরিবর্ত্তে উচ্চতর চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে পর্য্যন্ত জীবাত্মার স্থুলপ্রকৃতি ও মনের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং জীবাত্মার সাংসারিক সুখদুঃখও পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান থাকে। এই সমস্ত আলোচনার দ্বারা আমরা দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হই—

[১] স্থুল দেহ ত্যাগ করিলেও জীবাত্মার সুখ দুঃখ ভোগ আমাদের মতই হইয়া থাকে।

[২] মৃত্যুর পরে জীবাত্মার নাশ হয় না।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

কবীরের দোঁহা

মায়া

মায়া ছায়া এক সী বিরলা জানৈ কোয়।
ভাগতা কে পাছে ফিরৈ, সনমুখ ভাগে সোয় ॥ ১ ॥

মায়া ছায়া একই দু'টী অল্প লোকেই অবগত।
পলায় যে তার পাছু ছোটে, এগু'লে হয় অপমৃত ॥ ১ ॥

মায়াতো ঠগনী ভঈ, ঠগত ফিরৈ সব দেস।
জা ঠগ য়া ঠগণীন, তা ঠগ কো আদেশ ॥ ২ ॥

ঠগের জায়ার সমান মায়া, ঠকিয়ে বেড়ায় সকল দেশে।
যে ঠগ* ঠকায় ঠগনী† কি ঠগ,‡ তা ঠগেরই¶ হুকুম বশে ॥ ২ ॥

কবীর মায় পাপিনী ফন্দ লৈ বৈঠী হাট।
সব জগ তো ফংদে পরা গয়া কবীরা কাট ॥ ৩ ॥

ব'সে পাপিয়সী মায়া, হাটের মাঝে ফাঁদটী পেতে।
সারা জগৎ কবলিত, পড়েনিক কবীর তাতে ॥ ৩ ॥

কবীর মায়া বেশবা, দোনোঁ কী ইক জাতি।
আবত কোঁ আদর করৈ জাতি ন পুছৈ বাত ॥ ৪ ॥

কবীর মায়া বারাঙ্গনা, একই জাতি দুইজন।
যে আসে তায় আদর করে, গমনে নেই সম্ভাষণ ॥ ৪ ॥

কবীর মায়া মোহিনী, মোহে জান সুজান।
ভাগে হূঁ ছুটৈ নহীঁ, ভরি ভরি মারৈ বান ॥ ৫ ॥

কবীর মায়া বিমোহিনী, জ্ঞানীর পরাণ মোহিত করে।
পলায় তবু ছাড়ে নাক' চোখা চোখা শায়ক মারে ॥ ৫ ॥

—শিবপ্রসাদ।

প্রশ্নোত্তরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গুরু সেবা ও পরিচর্য্যা কিরূপ প্রণালীতে কর্ত্তব্য তাহা মহাভারতের আদিপর্ব্ব তৃতীয় অধ্যায়ে পৌষ্যধর্ম্ম অনুপর্ব্বে আয়োধ ধৌম্যশিষ্য উপমন্যু, উদ্দালক অরুণি, বেদ ও উদঙ্ক চরিত্রে দ্রষ্টব্য। একলব্য, দ্রোণাচার্য্য ও কৃষ্ণজী সন্দীপন মুনি দুর্ব্বাসা ঋষি প্রভৃতির ব্যবহার পাঠে শিক্ষনীয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে বেদ বেদান্ত সমস্ততীর্থ বিরাজ করে। "ভক্তি শ্রদ্ধাগারয়ং নিজ গুরু

* সন্ত। † মায়া। ‡ কাল। ¶ বিভু।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

চরণ ধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ” অর্থাৎ ভক্তি শ্রদ্ধাই গয়াতীর্থও নিজ গুরু চরণ ধ্যানই প্রয়াগরাজ জানিয়া তাঁর শ্রীচরণে শরণ লওয়া ও সেবা বন্ধন কার্য্য।

প্রঃ। সৎশিষ্য লক্ষণ কি?

উঃ। বাঙ্‌মনঃ কায় বসুভি গুরু শুশ্রুষনেরতঃ।

এতাদৃশঃ গুণোপেত শিষ্যোভবতি নারদ॥

—হে নারদ। যিনি বাঙ্‌মনকায় ও ধন (বাক্য তন্‌ মন্‌ ধন্‌) দিয়া গুরুশুশ্রুষা-রত তিনিই শিষ্য।

তথাচ দীক্ষাতন্ত্রে—

“শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণ ক্ষমঃ।

সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো ব্রতী

এবমাদি গুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥

অর্থ—যিনি শান্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়াছেন, বিনয়ী শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্, গুরুবাক্য ধারণ সক্ষম, শোক দুঃখ সহন সমর্থ, সৎকুলোৎপন্ন, ধীর, সচ্চরিত্র ও ব্রতনিষ্ঠ তিনিই শিষ্য হইবার যোগ্য ব্যক্তি।

যিনি তপোযজ্ঞাদানাদি দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি, রাজপদে তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন, বিরক্ত, প্রশান্ত চিত্ত তিনিই সৎ শিষ্য।

“বিবেকিনো বিরক্তশ্চ শমাদি গুণশালিনঃ।

মুমুক্ষেরেবহি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যোগ্যতামতা॥

বিবেক চূড়ামণিতে—শিষ্য হইবার যোগ্যতা তাঁরই যিনি বিচারশীল, বৈরাগ্যযুক্ত শমদম দ্বারা সংযতেন্দ্রিয়গ্রাম ও মুমুক্ষু, তিনিই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী।

তথাচ—দেবতাচার্য্য শুশ্রুষাং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।

শুদ্ধাভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতিস্মৃতঃ॥

অর্থ—যিনি কায়মনবাক্যে দেবতা ও গুরুর শুশ্রুষা নিরত, শুদ্ধভাব, মহাউৎসাহী বুঝিতে সক্ষম তিনিই শিষ্যপদবাচ্য।

তথাচ পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে—

“যস্তাচার্য্যপরাধীন স্তদ্বাক্যং শাস্ত্যতেহৃদি।

শাসনে স্থির বৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ॥

অর্থ—যিনি সর্ব্বদা আচার্য্যের অধীনে ও তাঁর বাক্য দ্বারা হৃদয় অর্থাৎ মনবুদ্ধ্যাদি নিয়মিত করেন ও শাসন করিলে যিনি চঞ্চল-চিত্ত হয়েন না? তাঁহাকেই সদ্‌ব্যক্তিগণ শিষ্যবাচ্য করেন।

তথাচ মুক্তিকোপনিষদে—

“সেবাপরায় শিষ্যায় হিতপুষ্টায় মারুতে।

মদ্ভক্তায় সুশীলায় কুলীনায় সুমেধসে॥

সম্যক্ পরীক্ষ্য দাতব্যমেবমষ্টোত্তরশতং॥

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

অর্থ—রামচন্দ্র বলিলেন হে মরুৎপুত্র হনুমান, এই ১০০ খানি উপনিষৎ দিবার পূর্ব্বে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া সেবাপরায়ণ হিতরত বিষ্ণুভক্ত সুশীল কুলীন সুমেধাযুক্ত শিষ্যকে দিবে।

তথাচ বেদান্তসারে—

"অধিকারী তু বিধিবৎ অধীত বেদ বেদাঙ্গত্বেন। আপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন পূরঃসরং নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনাঽনুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মলশ্বান্তঃ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতাধিকারী॥"

অর্থ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী (শিষ্য) তিনি যিনি বেদবিধি অনুসারে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া বেদের অর্থ ও রহস্যাদি অবগত হইয়াছেন (চাই এই জন্ম বা পূর্ব্ব জন্মান্তরে) যিনি কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের ও সগুণ, নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা বিধূত পাপ জন্য নিতান্ত নির্ম্মল হৃদয় এবং সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বটেন।

বিবাহ-পদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্য

(২)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ

কেহ মনে করিতে পারেন যে হিন্দু-বিবাহ সংসারিক বা পার্থিব; কিন্তু তাহা নহে। গোভিল গৃহ-সূত্রে প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ কাণ্ডের অষ্টাদশ সূত্রটি এই —"ইতি গৃহমেধি ব্রতং।" ইহার ভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে "ইত্যেব মহরহঃ পঞ্চানাং মহাযজ্ঞানামনুষ্ঠানং গৃহমেধি ব্রতম্, গৃহে যয়োর্মেধো যজ্ঞো ভবতি তাবিমৌ গৃহমেধিনৌ দম্পতি ইতি ক্রমঃ। তয়ো গৃহমেধিনো দাম্পত্যোর্ব্রতং শাস্ত্রবিহিতোনিয়ম ইত্যর্থঃ।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন দ্বারা মুক্তিলাভার্থ যে আশ্রম কর্ম্ম আবশ্যক সস্ত্রীক না হইয়া তাহা সম্পন্ন করা যায় না। অতএব একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে যে—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, সাংসারিক বা পার্থিব পূর্ণমাত্রায় নয়। ফলকথা, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে হিন্দু-জীবন যে চারি আশ্রমে বিভক্ত সেই চারি আশ্রমই মুক্তি পথের চারিটি উত্তরোত্তর সোপান। এই চারিটি সোপান পরস্পর সংলগ্ন। কোনটীকে অপর গুলি হইতে পৃথক করিয়া লইলে মুক্তির পথে হানা পড়িবে। জন্ম হইতেই হিন্দুকে মুক্তির পথে প্রবেশ করিতে হয়। সেই জন্য হিন্দু পঠদ্দশায়ও ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমেও ব্রহ্মচারী। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন ব্রহ্মচর্য্য অর্থে সংযতেন্দ্রিয় অর্থাৎ এককালীন ইন্দ্রিয় নিরোধ করা, কিন্তু তাহা নহে। সংযমী হওয়া আবশ্যক অর্থে রিপুকে বশে রাখিতে হইবে—বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর সাধারণ নিয়ম—দেহ, মন, আত্মা ও হৃদয়কে সুস্থ রাখা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া গুরুর পূর্ব্বে উঠিতে হইবে। শারিরীক বল ও স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধনার্থ বেড়াইবে বা ব্যায়াম করিবে। জল, পুষ্প, মৃত্তিকা, গোময়, কুশ প্রভৃতি আচার্য্যের তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী একা শয়ন করিবে। কদাচ ইচ্ছাক্রম রেতঃ-

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

স্খলন করিবে না মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মচারী একজনের অন্নে জীবনধারণ করিবে না। তৈল ব্যবহার, নেত্র-রঞ্জন, পাদুকা ব্যবহার, ছত্রধারণ করিবে না। কাম, ক্রোধ লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করিবে। তাহার অন্ন, বস্ত্র ও বেশ সর্ব্বদা (গুরুর অপেক্ষা) হীন হইবে। দ্যূতক্রীড়া, বৃথা বাগ বিতণ্ডা, পর-নিন্দা, মিথ্যাকথা, স্ত্রীসেবা ও পরের অপকার করা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ আরও অনেক ব্যবস্থা আছে। অতি সামান্য অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রকারদিগের মতে শিক্ষার নিয়ম প্রধানতঃ চারিটি - কষ্ট-সহিষ্ণুতা, বিলাস-বিদ্বেষ, চিত্তসংযম এবং নিষ্ঠা। এই চারিটী ব্রতপালন না হইলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। বাবুগিরি করিলে মানুষ শিক্ষিত হইতে পারে না। বিলাস-প্রিয় হইলে মানুষ পরিশ্রম করিতে পারে না এবং বিনা পরিশ্রমে জ্ঞানলাভ করা যায় না। বিকলচিত্ত বা বিকলেন্দ্রিয় হইলে মানুষের অভিনিবেশ ও একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়। যে কাজই কর. নিষ্ঠা না থাকিলে অর্থাৎ দেহের, মনের ও অন্তঃকরণের যত শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি সেই কাজে বিনিযুক্ত না হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সম্পূর্ণ তন্ময়ত্ব বা আত্মোৎসর্গ ব্যতিরেকে কেহ কখন ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে না।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ব্রহ্মচর্য্যের কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম ছিল, এখন কি সেই নিয়ম আছে? বলিতে দুঃখ হয়—সে নিয়ম এখন নাই। লোকে এখন সন্তান সন্ততিকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না। পথ হাঁটিলে কষ্ট হইবে বলিয়া ছেলেকে গাড়ী মোটর, ট্রাম, বাসে করিয়া স্কুল পাঠান। ছেলের গায়ে একটু রৌদ্র লাগিবে বলিয়া ছাতা না দিয়া স্কুলে পাঠান না! অভিভাবকের ক্রটীতে পঠদ্দশাতেই আমাদের বালক এবং যুবকদিগকে বিলক্ষণ বিলাসপ্রিয় হইতে দেখা যায়। তাহারা ভাল বস্ত্র, ভাল জুতা, নানা প্রকার গন্ধ-দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কখন জামার বোতামে গোলাপ প্রভৃতি ফুল গুঁজিয়াও স্কুলে যায়। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যে এই সকল কারণ ব্যতীত আরও কতকগুলি গুরুতর কারণ বশতঃ এখন বিদ্যার্থীর মধ্যে অনেকের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছাত্রদিগকে এখন রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়; তদ্দ্বারা তাহাদের অধ্যয়নে নিষ্ঠা কমিয়া যাওয়া এবং চিত্তসংযমের বিঘ্নসংঘটন হওয়া সম্ভব। আমার বোধ হয় ঐ সমস্ত আন্দোলনে তাহাদের নিযুক্ত না হওয়াই ভাল। সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন যে মন্দ বা অনাবশ্যক তাহা বলি না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এই সকল আন্দোলন যাহাদের কার্য্য, এই আন্দোলন ভিন্ন তাহাদের অন্য কার্য্যে থাকা উচিত নয়। তাই বলিয়া স্নান, আহ্নিক, আহার, ইত্যাদি করিবে না, তাহা নয়। অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের আন্দোলন বিকল হয়, কিম্বা অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন হওয়াই সম্ভব। সেইরূপ অধ্যয়ন যাহার কার্য্য অধ্যয়ন বিফল হয়, নতুবা অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয়। দর্শনের গ্রন্থ লিখিতে লিখিতে পার্লিয়ামেণ্টে বসিতে গিয়া জনষ্টুয়ার্ট মিলের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী ডিসরেলির উপন্যাস-লেখক বলিয়া যশঃ হইল কই? লর্ড ব্রুহাম নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া কোন বিষয়েই অক্ষয় যশঃ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। রাজাধিরাজ লুই নেপলিয়ন সিজরের ইতিহাস লিখিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে এ পর্য্যন্ত গ্রন্থকার বলিয়া উচ্চ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

আসনে বসাইল না। তাই বলি অধ্যয়ন যাহার কাজ তাহার অধ্যয়ন ভিন্ন কাজ না থাকাই ভাল। এদেশে অধ্যাপক মহলে প্রবাদ ছিল—(আর নাই)—"ক্ষণাদূর্দ্ধমতার্কিকঃ"—অর্থাৎ তর্ক (ন্যায়) শাস্ত্রাধ্যায়ী একদণ্ড শাস্ত্র-চিন্তা হইতে বিরত হইলে তাহার অধীত শাস্ত্র বিফল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অধ্যয়ন একটি মহা যোগ। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে সেই মহা যোগ ভঙ্গ বা বিফল হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষার যাহা প্রকৃত নিয়ম, তাহা এদেশে এখন আর নাই। এখন শিক্ষার্থীর কষ্ট সহিষ্ণুতা নাই, চিত্তসংযম নাই, নিষ্ঠা নাই, আছে কেবল বিলাসিতা। আমাদের শাস্ত্র কারেরা বলেন যে অধ্যয়ন একটি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ তপস্যা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আবার আমাদের এই কঠোর তপস্যা শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। মহাত্মা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যিনি আজীবন শিক্ষা বিভাগে ছিলেন, তাঁহার রচিত পারিবারিক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটি লাইকর্গস হইতে হইবে। কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস জন্মিবে না।"

বাল্যকালের ব্রহ্মচর্য্যের কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু বাল্যকাল ফুরাইলেই ব্রহ্মচর্য্য ফুরায় না। যদি ফুরাইত বা ফুরাইতে পারিত তাহা হইলে বাল্যেও ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক হইত না। বাল্যকালে যে ভাষা শিক্ষা করা হয়, বাল্যকাল ফুরাইলে সে ভাষা ফুরায় না। যদি ফুরাইত বা ফুরাইতে পারিত তাহা হইলে বাল্যেও ভাষা আবশ্যক হইত না। ভাষা যেরূপ জীবনের সকল ভাগেই আবশ্যক, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য জীবনের সকল ভাগেই আবশ্যক। এই কারণে বাল্যকালে ইহার জন্য এত কঠিন ব্যবস্থা। মনু বলিয়াছেন "অবিপ্লুত-ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবসেৎ" ভাবার্থ যে দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে।

এখন দেখা যাক্—হিন্দু-বিবাহের পদ্ধতি কি প্রকার। হিন্দু বিবাহের মহদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ উপযুক্ত প্রণালীতে কন্যা নির্ব্বাচিত হইলে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দেখা যাউক—সেই বিবাহ-ক্রিয়া অনুসারে হিন্দু-ভার্য্যা কি বস্তু হইয়া দাঁড়ান।—ইংরেজী প্রভৃতি বিবাহ-প্রণালীতে বিবাহ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে চুক্তি বই আর কিছুই নয়। অতএব সেই সকল প্রণালীতে স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পরের তুল্য; কেহ কাহারও বড় নয়, কেহ কাহারও ছোট নয়; স্বামী যত বড়, স্ত্রীও তত বড় একজন। হিন্দু পত্নী ও হিন্দু পতির সম্বন্ধে কি তাই?

হিন্দু-বিবাহরূপ যে কার্য্য তাহা চুক্তি অথবা contract নয়। ইংরেজী বিবাহ যেমন, পুরুষ স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে সম্পন্ন হইয়া যায়, হিন্দুবিবাহ তেমন করিয়া সম্পন্ন হয় না। মোটামুটি বলিতে গেলে হিন্দুবিবাহে প্রথম কার্য্য—দান ও গ্রহণ। কন্যা কর্ত্তা বরকে কন্যা দান করেন; কিন্তু দানের গুণে কন্যা বরের ভার্য্যা হয় না, বরের সম্পত্তি হয় মাত্র। মনু বলিয়াছেন—

"সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ ॥ (৯ অ ৪৭)

অর্থাৎ অংশ একবার, কন্যাদান একবার, দানবাক্য একবার—সাধুদিগের এই তিন কার্য্য একবার।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

এ কথার তাৎপর্য্য এই, সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন বস্তুও যেমন একবারের অধিক দুইবার দান করিতে পারা যায় না, কন্যাও তেমনি একবারের বেশী দুই বার দান করিতে পারা যায় না। অতএব সম্পত্তি দান করার অর্থও যা, কন্যাদান করার অর্থও তাই। প্রদত্ত সম্পত্তির উপর সম্পত্তির গ্রহীতার যেরূপ স্বামিত্ব জন্মে, প্রদত্ত কন্যার উপর কন্যাগ্রহীতারও সেইরূপ স্বামিত্বই জন্মিয়া থাকে। এক স্থানে মনু এ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং॥"

অর্থাৎ বিবাহকালে যে স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতির উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতে হইবে; ফলতঃ বাগ্দানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ।

এখানে স্বামিত্বের অর্থ অধিকার অথবা প্রভুত্ব বই আর কিছুই নয়। অতএব সম্প্রদানরূপ কার্য্যের গুণে কন্যা ভার্য্যাত্ব লাভ করেন না, পতির সম্পত্তি হন মাত্র। ঘটি বাটি যেমন সম্পত্তি তেমনি সম্পত্তি হন মাত্র! এ বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার একটু অর্থ আছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা একা পুরুষকে একটী সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া গণ্য করেন না। স্ত্রীর সহিত মিলিত যে পুরুষ, তাহাকেই তাহারা পুরুষ বলিয়া থাকেন। মনুর নবম অধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে তাহাই যথা স্থানে পাইবেন; বলিয়াছেন—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিং।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥"

ইহাতে জানা গেল যে, হিন্দু শাস্ত্রকার দিগের মতে, ভার্য্যাহীন পুরুষ একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি; ভার্য্যা ব্যতিরেকে পুরুষ পূর্ণতা লাভ করেন না, পুরুষ পুরুষ-পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব যিনি ভার্য্যা হইবেন, তাহাকে পুরুষের সম্পত্তি হওয়া চাই, নচিলে পুরুষ কি প্রকারে তাহাকে নিজস্ব করিয়া তাহার দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করিবে? তাই শাস্ত্রকার কন্যা-সম্প্রদান রূপ কার্য্যের দ্বারা কন্যাকে পাত্রের নিজস্ব করিয়া দিলেন। পুরুষের উপকারার্থ স্ত্রীকে ক্ষুদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্থ করিলেন। স্ত্রীর পক্ষ হইয়া বলিতে গেলে এটা কি সামান্য গৌরব ও মহত্ত্বের কথা? পতির উদ্দেশ্যে এত আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী ভিন্ন আর কে কোথায় করিয়াছে বা করিতে পারে? কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, ঘটি বাটির মত সামান্য সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া থাকা স্ত্রীর পক্ষে বড় একটা হিতকর বা সম্মান-সূচক অবস্থা নয়। তাই দান গ্রহণ কেবলমাত্র সম্পত্তির সৃষ্টি হয়, ভার্য্যাত্ব জন্মে না। যাহাতে ভার্য্যাত্ব জন্মে তাহাও মনু বলিয়াছেন—

"পানিগ্রহনিকা মন্ত্রা নিয়তঃ দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥" (৮ অ-২২৭)

পানিগ্রহণের যে মন্ত্র, তাহাই প্রকৃত দারলক্ষণ। সপ্তপদী গমনে সেই মন্ত্রের পরিসমাপ্তি হয়—বিজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

সপ্তপদীগমন রূপ পানিগ্রহণের পর যে একটি প্রক্রিয়া আছে, মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেইটি যতক্ষণ সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না। এই কথার প্রকৃত অর্থ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

এইরূপে বুঝাইয়াছেন ঃ—যেমন যুপ বলিলে যে-সে পশুবন্ধন কাঠ বুঝায় না, যেমন আহবনীয় বলিলে যে-সে অগ্নি বুঝায় না, কোন অলৌকিক-সংস্কার-সম্পন্ন কাঠ বা অগ্নি বুঝায়, তেমনি ভার্য্যা বলিলে যে-সে স্ত্রী বুঝায় না, কেবল সেই অলৌকিক-সংস্কার-সম্পন্ন স্ত্রীকে বুঝায়।

পশু বাঁধিবার কাষ্ঠ এবং অগ্নি অতি সামান্য জিনিষ, কাহারও কোন মাহাত্ম্য নাই, কাহারও কোন পবিত্রতা নাই। কিন্তু যখন সেই কাষ্ঠ বা অগ্নির সহিত একটি অলৌকিক সংস্কার সংযোজিত হয়, তখন সেটি আর সামান্য পদার্থ থাকে না, তখন সেটি দেবত্বের ন্যায় একটি অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে। কবি গাহিয়াছেন—

"কুসুমের সহ কীট স্থর শিরোপরি ;
শিলার দেবত্ব হয় সাধুর সেবায়,
তবু সাধু সঙ্গে লোক মজেনা কি দায় !"

হিন্দু-ভার্য্যাও সেইরূপ সপ্তপদীগমন রূপ ক্রিয়ায় অলৌকিক-সংস্কার-সম্পন্না হইয়া পড়ে। সপ্তপদীর মন্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশ করিব। দান গ্রহণের গুণে যে স্ত্রী সামান্য বস্তু ছিল, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের গুণে সেই স্ত্রী যজ্ঞের অগ্নির ন্যায় পবিত্র, দেবতুল্য. অলৌকিক পদার্থ হইল হিন্দু-পত্নী পতির সম্পত্তি বটে, কিন্তু পতির সম্বন্ধে অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি দেবতুল্য বস্তু। রঘুনন্দন, যাঁহার আরাধ্য দেবতা যজ্ঞের যুপকাষ্ঠ, যজ্ঞের আহবনীয় যাঁহার আরাধ্য দেবতা, তিনিই বলিতেছেন যে, যজ্ঞের যুপকাষ্ঠ ও যা, যজ্ঞের আহবনীয়ও যা, ভার্য্যাও তাই। এখন বলি—হিন্দু-ভার্য্যা হিন্দু-পতির সম্পত্তি একথায় লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। কেন না দেবতার ন্যায় মানুষের সম্পত্তি আর কি আছে? মানুষ যদি দেবতাকে নিজের সম্পত্তি মনে না করে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে মানুষে দেবত্ব আছে? শাস্ত্রকার ভার্য্যাকে পতির দেবতা করিবেন বলিয়াই তাহাকে পতির সম্পত্তি করিয়াছেন। এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুর ভার্য্যা গ্রহণের উদ্দেশ্য ও যেমন মহৎ এবং পবিত্র, তাহার ভার্য্যাও তেমনি মহৎ এবং পবিত্র। ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সংসার-ধর্ম্মরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইলে যথার্থই দেবতার প্রয়োজন হয়। যে যেখানে মহা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, সে-ই দেব শক্তির সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। রামচন্দ্র সীতা দেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণার কোলে মাথা রাখিয়া ভীষণ-বন-বাস রূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসার ধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্ট সাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম্ম, শক্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ-করণার্থ হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি স্বরূপ ভার্য্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ভার্য্যার এই অর্থ।

ইংরেজেরা বলিয়া থাকেন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পূর্ব্বে লোকে স্ত্রী-জাতিকে অতি নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করিত এবং ঐ ধর্ম্মই প্রথম স্ত্রী জাতিকে পুরুষের সমান করিয়া তুলিয়াছেন। আমার বোধ হয় যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না জানা হেতু এই মিথ্যা কথাটি শুধু ইউরোপে কেন, আজ কাল এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আমি যৎ সামান্য যাহা ব্যাখ্যা করিলাম

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে খৃষ্ট ধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে ভারতে হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং অপরদেশে স্ত্রী জাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে, ভারতের হিন্দু স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চাসনে বসাইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছে, হিন্দুরা স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই,—পুরুষের দেবতা করিয়াছিলেন। 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—যেখানে নারী পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন —ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের কথা। (মনু—৩ অঃ।৫৬)

বিবাহ পদ্ধতির দ্বারা স্ত্রী কি বস্তু হইয়া থাকে, তাহা এক প্রকার বুঝিয়া দেখা হইল। বিবাহিতা স্ত্রীর কাহার সহিত কি সম্বন্ধ তাহা এখন বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। সে সমস্ত সম্বন্ধ না বুঝিলে বিবাহের উদ্দেশ্যও ঠিক বুঝা যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

—— –

অস্পৃশ্যতা

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।

আমাদের সাক্ষাতে আর একটী নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে ; সমস্যাটী চির পুরাতন, নূতন নহে ; জগতের চিরন্তন বিধি অনুযায়ী দেখা দিয়াছে নূতনের মূর্ত্তি ধরিয়া, তাই তাহাকে আমরা নূতন' বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছি।

যুগে যুগে বারেবারেই এ সমস্যার অভ্যুদয় ঘটিয়া গিয়াছে, নতুবা আজ আমরা হিন্দু আর্য্যসমাজে বহুবর্ণ এবং বহু শ্রেণীর সংমিশ্রণ দেখিতে পাইতাম না। আর্য্য সভ্যতা আজ হিন্দু সভ্যতায় পরিণত হইত না। ভারতে বিশেষ করিয়াই পূর্ব্ব পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে আর্য্যের সহিত অনার্য্যের সংমিশ্রণ এবং সভ্যতার আদানপ্রদান রীতিমত ভাবেই যে ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাসসম্মত। এই যে আজও হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে ভারতের আদিম অধিবাসীদের সন্তান সন্ততিবর্গ অস্পৃশ্য জাতিরূপে অথচ "হিন্দু" নাম লইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, কোথাও 'মধ্যবর্ণ' রূপে স্পৃশ্য এবং জলচল রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এ সকলই যে প্রতি যুগ এবং যুগান্তরের কোন কোন বিরাট এবং ব্যাপক আন্দোলনেরই ফল তাহাতে সংশয় নাই। যে মহাজাতির দুর্ব্বল প্রজারা হিন্দুসমাজ রূপ হিমগিরির পাদদেশে সমবেত হইয়াছে, উচ্চভূমিতে আরোহণ সামর্থ্য লাভ করে নাই, আজ সময় আসিয়াছে মাত্র তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া ঐ সম্পূর্ণরূপেই অস্বাস্থ্যকর পর্ব্বত পাদদেশস্থ নিম্নভূমি হইতে ঐ সকল ভগ্নস্বাস্থ্য ভ্রাতৃবৃন্দকে উপরের স্বাস্থ্যসম্পদ-পূর্ণ শোভা এবং শ্রীসম্পন্ন উচ্চভূমে উন্নয়ন করা। ইহা নূতন হইলেও চিরপুরাতন, এবং চিরন্তন।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বিষয়টী এক দিক দিয়া অত্যন্তই স্বাভাবিক এবং আর এক দিক হইতে অতিশয় গুরুতর। অশেষ ঘাত প্রতিঘাতে গঠিত এবং বহু সহস্রাব্দির ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের আঘাত-সহ এই ভারতীয় হিন্দু-সমাজ এক দিক দিয়া দৃঢ়ভাবে রক্ষণশীল হইলেও ইহার মধ্যে সত্যকার উদারতার এবং দূরদর্শনের অভাব বাস্তবিকই কোন যুগে হয় নাই। যখনই প্রয়োজন ঘটিয়াছে এই সৌভাগ্য সম্পন্ন মহাজাতির ভাগ্যাকাশে সমুজ্জল জ্যোতিষ্করূপে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে কোন না কোন মহাপুরুষের। অনুদারতার যতটুকু পাপক্ষালিত হওয়ার মত, তিনিই তা' তাঁর নিজের নির্ম্মলতার জাহ্নবী সলিল সেবনে তাহাকে ধৌত করিয়া দিয়া আবার তাহাকে অন্তরে বাহিরে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। এম্‌নিই তিনি করেন; তাঁর কাজই তো এই। পার্থসারথি রূপে এই কথাই তো তেমন জোর গলাতে বলিতে পারিয়া ছিলেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
—তদাত্মানং সৃজাম্যহং।"

জাতি আবার নূতন মহিমায় বিভাষিত হইয়া উঠে, নূতন তেজে তেজীয়মান হয়। এই সে দিনেও বাংলার নদীয়ায় আবির্ভূত তিনিই চৈতন্য রূপেই আচণ্ডালে কোল দিয়া গিয়াছেন। তাঁর পূর্ব্বে বুদ্ধ ভগবানের রূপে সেই বিরাট পুরুষই একবার ভারত সমাজকে উদারতর মহত্তর, সংযততর এবং পবিত্রতর করিয়া তুলিয়া আসমুদ্র হিমাচল এবং কবিকল্পনার নহে, বাস্তব জগতেরই অর্দ্ধ পৃথিবীতে এক নূতনতর প্রেম ও মৈত্রীর মহাসাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে ভারত সমাজে খস, পুলিন্দ, শক, হুনাদির প্রবেশ পথে বিশাল অগ্নিকুলের সৃষ্টি। এ সৃষ্টির রহস্য একবার দিব্য দৃষ্টি দিয়া দর্শন করুণ :—

"ব্যাসদেব কহিলেন চারিটী কুণ্ড দেখিতেছি এবং একটী একটী কুণ্ডের পার্শ্বে একত্র কয়জন মহর্ষি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; দেখিতেছি তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমীপে এক এক জন বিকটাকার মনুষ্যও দৃষ্ট হইতেছে"। মার্কণ্ডেয় কহিলেন 'মহর্ষিগণ কি করেন মনোসংযোগ পূর্ব্বক দর্শন কর।"

"ব্যাসদেব দেখিতে লাগিলেন, এক জন ঋষি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' মন্ত্রের উচ্চারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ স্থিরবিদ্যুন্নিভ একটী দেবী মূর্ত্তি কুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন এবং ঋষি কৃত পূজা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ঋষি আপন সমীপবর্ত্তী বিকটাকার নরপশুর কর্ণকুহরে মন্ত্রদান করিলেন এবং দেবী সহাস্য মুখে আপন জ্যোতির্ম্ময় হস্ত দ্বারা তাহার শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। দেবীর কর স্পর্শ প্রভাবে ঐ মানুষের আকার-পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে আর বিকটদর্শন এবং বিকৃতবেশ রহিল না, অসামান্য বীর্যশালী রাজচক্রবর্ত্তীর রূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অপর তিন জন ঋষি ঐরূপ করিলেন—তাঁহাদেরও পূজা গৃহীত হইল; তাঁহাদিগের শিষ্যরাও দেবীর কর স্পৃষ্ট হইল এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন "ঐ যে চারিজন ঋষিকে দেখিলে উঁহারা জমদগ্নি, পরাশর, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কুল হইতে সমুদ্ভুত। উঁহাদিগের শিষ্যেরা আদৌ খস, ভিল্ল, পুলিন্দ, ও কোল নামে অভিহিত ছিল। স্বাহা দেবীর কর স্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া উহারা প্রমার, প্রতীহার, রাঠোর এবং

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

চৌহান নাম প্রাপ্ত হইল। সমাজ ধ্বংশকারী ধর্ম্ম বিপ্লাবক রাজন্যবর্গের বিনাশ সাধনার্থ এই অগ্নি কুলের সৃষ্টি। তুমি স্বচক্ষে তাহাই দেখিলে।" (৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় পুষ্পাঞ্জলি ২৫ পৃঃ)। এমন অগ্নিকুলের সৃজন কি একবার? কতবারই না ঘটিয়াছে। এ যে সনাতন নীতি আজ আবার সেই 'চক্রাবর্ত্তে' চির পুরাতনই আমাদের সাক্ষাতে দেখা দিয়াছে, মহাত্মা গান্ধির অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের রূপ লইয়া! প্রচেষ্টা আজ কোন সঙ্ঘ বা কোন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। সমগ্র ভারতের সমস্ত নরনারীকে অবশ্য করণীয় ব্রতের মতই সশ্রদ্ধ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। যদিও কোন বিশেষ রাজনৈতিক ব্যাপারের প্রতিবাদ কল্পে এবং আজিকার দিনের নেতৃ মহাপুরুষের জীবন যাপনের ফল স্বরূপে ইহার পরিণতি; তথাপি প্রাকৃতিক বিধানে পরিদৃষ্ট যুগে যুগে অনুষ্ঠিত এ যুগের যুগোচিত এই সঙ্গত আন্দোলনকে আর ঠেকাইয়া রাখা চলে না; রাখা সম্ভবও নয়, বাতাস যখন বহে, ঢেউ আপনি ওঠে; তাকে থামানো যায় না; যাত্রাতরীকে বাতাসের প্রতি-কুলে না চালাইয়া অনুকুলে না চালাইলে ভয় থাকে বিপন্ন হওনের। সময়ের একটা নির্দ্দিষ্ট তাল আছে, ইহাই যুগধর্ম্ম। সকল যুগেই সে তার নিয়মানুগ কালে দেখা দেয়, স্বকার্য্য সাধনায় জল বুদ্‌বুদের মতই তার উৎপত্তি সলিলে বিলীন হইয়া যায়। ইহার গতি অপ্রতিহত, সে আসে কাল ভৈরবের দণ্ড হাতে করিয়া, রুদ্রতেজে তেজস্মান রূপে। চূর্ণ করে সে তার সম্মুখের যত কিছু অ-শিব কে, যত বড় রুদ্রতাণ্ডবতার ফলে জাগ্রত হোক, পরিণামে হয় সত্যের এবং শিবের প্রতিষ্ঠা,—অনৈক্যের অস্বাস্থ্যকরতা ঘুচিয়া গিয়া ফুটিয়া উঠে সুন্দরের অনবদ্য কল্যাণময় প্রশান্তরূপ।

এমন করিয়াই চির দিন জগন্নাথের রথচক্র চলিয়াছে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে সমাদরে ধর্ম্মরথের সারথ্য করিবার সাগ্রহ নিমন্ত্রণ জানাইয়া। ভগবান যে নররূপী নারায়ণের মুখ দিয়া জানাইয়াছেন চাতুর্ব্বর্ণ তাঁহারই সৃষ্ট সেও এই সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য স্বরূপেই। বর্ণচারিটাই তিনি সৃষ্ট করিয়াছেন, পঞ্চম সৃষ্টি মানুষে। স্বাগত! তাই এই পঞ্চম লইয়াই এ পর্য্যন্ত যত কিছু উপদ্রব এবং বিপ্লব। সংস্কারও এই চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূতেরই সম্পর্কীয়। এ সমস্যা মেটে নাই, মিটিবেনা, যে হেতু সৃষ্টি কোন দিনই শেষ হয় না; তাহা প্রলয়ান্তকালাবধি তার কার্য্য প্রবাহকে পরিচালিত করে। সংস্কারও জন্মসূতিকা হইতে আরম্ভ করিয়া মরণান্তবিসারা। আবহমান কালবধি নব নব জাতির অভ্যুদয় হইতেছে তার কিছু অংশ আসিয়া মহাসমুদ্রের তরঙ্গরাশির মত বিশাল হিন্দু সমাজের তটভূমে সংলগ্ন হইতেছে, সমাজ শরীরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাই বলিয়া আবার কি নূতন তরঙ্গ আসিয়া প্রহত হইবে না? তাই না হিন্দুসমাজের মধ্যে এত শ্রেণী বিভাগ আবার নূতন শ্রেণী হইলেই বা ক্ষতি কি? চাই সংস্কার, চাই মানুষ, চাই তাদের মানুষ গড়িয়া তোলা, অর্দ্ধ পক্ষেরই কোটী কোটী জনসাধারণকে 'স্বাহা মন্ত্রে' অগ্নিশুদ্ধ করিতে হইবে, পবিত্র, পূত, রাজবেশ-ধারী দিব্যমূর্ত্তি প্রদান করিতে হইবে, ঋষি না হইলে এ কার্য্য সম্ভব নয়। যিনি পরহিতব্রত, স্বার্থশূন্য, দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন তিনিই ঋষি; তিনিই পশুকে মানবত্বপ্রদানক্ষম সমদৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ তপস্যাপরায়ণতা ব্যতীত এ অধিকার অন্যের লভ্য নহে।

দুর্গোৎসব সমীপবর্ত্তী। আমাদের এ পূজা শুধু পূজা নহে, মহাপূজা। এ পূজায় যার আরাধনা করা হয় তিনি মহাশক্তি। এই শক্তি পূজায় প্রয়োজন সর্ব্বশক্তির সংযোজনা! এ পূজার মন্ত্রবলে;—

"যা দেবি সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা—"

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

এই মহামন্ত্র পূজা করিতে বসিয়া আমরা সেই জীবধাত্রী মহামায়ার অর্দ্ধ-সন্তানকে মাতৃদর্শনে যদি বঞ্চিত করি, মার মনে তাহাতে ব্যথা লাগে নাকি কে জানে? মার সন্তান তো জীবমাত্রেই, কিন্তু যারা মায়ের ভক্ত নন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র; যারা মা বলিয়া ডাকিতে চায় একবার মার মুখখানি দেখিবার জন্য যারা লালায়িত, কোন স্নেহহীনতার মদগর্ব্বে মজিয়া আমরা তাদের চিরবঞ্চিত রাখিয়া দিব? মাতৃ মন্দিরের দ্বার স্পর্শও করিতে দিব না? তারা শুচী নয়, পবিত্রতার ধারণা তাদের নাই, কিন্তু কেন, কেন নাই? আমরা শিখাই নাই বলিয়াই তো তারা ওশিক্ষা জানে না। মিশনারীর হাতে পড়িলে যখন ওই জাতিই ফিরিঙ্গী বনিতে পারে, তখন হিন্দু আছে বলিয়াই না তারা অজ্ঞতার একটা চরমপ্রতীকরূপে হিন্দু সমাজের বক্ষে বিরাট জগদ্দল পাথরের মত তার শ্বাসরোধ করিয়া পড়িয়া থাকিবে? প্রকৃতির তো সে ধর্ম্ম নয়; তাই আজ সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে প্রকৃতির একান্ত প্রতিশোধ! মানব-সভ্যতার বহির্ভূত অনাদৃত এই সব অস্পৃশ্যদের হয় আজ হাতে ধরিয়া আপন করিতে হইবে, নতুবা চির ভবিষ্যতের মতই পর করিয়া দিতে হইবে। যে ছিদ্রপথে বৌদ্ধ-যুগে অসংখ্য অনার্য্য জাতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম লইয়াছিল, যে ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া পড়িয়া বৌদ্ধযুগের পতন এবং হিন্দু যুগের উত্থান সময়ের অসতর্ক সমাজ বন্ধনের ফলে অস্পৃশ্যরূপে পরিণত অনেক সুসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য জাতিও প্রতিশোধ স্পৃহাবশেই ভিন্নধর্ম্মীরূপে আজ হিন্দুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু সমাজের বিশালতা খর্ব্ব এবং জাতীয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইয়া রাখিয়াছে, আজ সেই একই ছিদ্র পথে এই অস্পৃশ্য নামধেয় নিম্নবর্ণের এক চতুর্থাংশ ভারতবাসী হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে হিন্দু সমাজের অবস্থা যে কত বড় সঙ্কটময় হইয়া উঠিবে, তাহা বুঝিতে পারার মত সহজ বুদ্ধি আজ বালকেরও জন্মিয়াছে। শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই নহে, সমাজ বিপ্লবাত্মক ভীষণাকার ধরিলে এর রূপ হইবে আতঙ্কজনক! প্রকৃতিদেবীর হস্তে ছাড়িয়া দিলে যে গঠন তাঁর স্বাভাবিকক্রমে ধীরতার সহিত অশেষ কল্যাণপ্রসূ হইয়া গঠিত হইতে পারে; তাহার পরিবর্ত্তে মহাকালের হস্তে আজ বিচারের ভার পড়িয়া গিয়াছে! এর হাতের কাজে ত্বরা সহে না। ইনি ভাঙ্গেনও দ্রুত, গড়েনও ত্বরিতে। সে গঠনে কারু শিল্পনাগার একপ্রকার চলনসই করা যায়। আমাদেরও দ্বারের গোড়ায় মহাকালের মহাশঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, বিলম্ব সহিবে না, কাজচলার মতন আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে একটা কাঠামো করিয়া লইয়া কাজ চালাইতে হইবে, তারপর প্রকৃতি জননীর মাতৃহস্ত তাহাকে কালক্রমে ধীরে ধীরে সুডৌল করিয়া দিবে। তার অঙ্গে সূক্ষ্ম বোধ এবং ভূয়োদর্শনের কারুযুক্ত করিবে, ক্ষিপ্রতার জন্য যে কিছু অসামঞ্জস্য এবং বৈসাদৃশ্য তার রদ-বদল করিয়া সমাজ সৌধের সহিত মানাইয়া লইবে। গুরু যখন দীক্ষা দেন, ভক্তিমান শিষ্য সেই অক্ষর দুটীকেই গ্রহণ করে, গ্রহণের পর ক্রমশঃই সাধনার দ্বারায় তার মন্ত্র চৈতন্য হয়। আবার সাধক গুরুর মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়াও কর্ণে প্রবেশলাভ করিতে পারে। তেমনই এই অজ্ঞানান্ধকারবর্ত্তী অবহেলিত অভাগাদের মহাশক্তির দ্বারে আসিয়া তাদের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া তাদের পথ প্রদর্শক গুরুর গুরুত্ব গ্রহণ করুণ ও মন্ত্রের সাধনা শিক্ষা দিন, মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠুক। ভারতের মুক্তি যজ্ঞের হোতা মহাত্মার আত্মদান ব্রতের ফলে এই শতধা বিভক্ত সমাজ শরীর সহস্রধা হওয়া হইতে বিরত থাকুক। চাণক্য নীতির কূট কৌশল ব্যর্থ হোক্। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত-শুদ্ধ একতাবদ্ধ হিন্দুসমাজকে চির দিনের জন্য মহাশক্তি রূপিণী মহামায়া রক্ষা করুন।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

কিন্তু এর জন্য আমাদের পক্ষ হইতে তপস্যা এবং ত্যাগ সম্পূর্ণরূপেই নিঃস্বার্থ হওয়া চাই। "শঠে শাঠ্যং" করিলে মানুষ হয়ত একবার ঠকিতে পারে, ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সে বড় বিষম ঠাঁই! তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগের স্পৃষ্টঅন্ন একদিন তাদের শুচিবাস পরাইয়া গ্রহণ করিলেই অস্পৃশ্যতা নষ্ট হয় না। কেমনতো আজিকালি কেহ কেহ হোটেলে অহিন্দুর হাতেও খায়, বাড়ীতেও নিম্নবর্ণের পাচক রাখে, সমস্ত অপরিশুদ্ধ জাতির তাহাতে কি দুঃখ ঘুচিয়াছে? দিতে হইবে তাদের মানুষের সহজাত অধিকার, — ধর্ম্মজ্ঞান এবং সুনীতি শিক্ষা। শিক্ষা হইতেই বেদ-আচার বিধি সংযম, দান করিতে হইবে—হিন্দু সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণের যথার্থ যোগ্যতা। নতুবা ভাবের আবেগে ভাসিয়া গিয়া একদিনের চরম অধিকারদান করার পর আমি যদি পরম নির্ব্বিকার হইয়া যাই, সে দেওয়ার দান বিধাতার দরবারী খাতায় জমা হইবে কি? অথবা তাহা ন্যায়ের ফাঁকি হইবে মাত্র?

ফাঁকি বুদ্ধি ছাড়িয়া খাঁটী হইয়া দিতে হইবে। যতটুকু দিব যেন খাঁটি মাল দিতে পারি, শুধু গালভরা ভরা বড় বড় বাক্যি নয়; কাজে লাগার মত দুস্থ জীবনের পুষ্টিকর একটুখানি খোরাক। আপাততঃ প্রথমতঃ এই দেবীপক্ষের দেবীপূজায় সার্ব্বজনীন পূজামণ্ডপে শুচিভাবে শুদ্ধবস্ত্রে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান এবং প্রসাদ ভোজনের পর বিজয়ার মহাসম্মেলনে অনাদৃত ভাই বোনদের শিরোস্পর্শে আশীর্ব্বাদ দিয়া নিজেরাও শুচি শুদ্ধচিত্তে সাম্বৎসরিক উন্নতিবিধান ব্রত গ্রহণ সকল ছেলেমেয়ে প্রবীণ এবং নবীন যদি গ্রহণ করেন, কৃচ্ছসাধ্য তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন, স্বপ্ন সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে বাকি থাকে কি?—এ ব্রতের বিধি এইরূপই হইবে;—

প্রতিজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক সকল ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যেও অনেকে প্রতিসপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে একটি দিনও সকল শ্রেণীর লোকদের কুটিরে কুটিরে গিয়া তাদের জন্য কায়িক বাচিক এবং মানসিক পরিশ্রম সর্ব্বপ্রযত্নেই করিতে বাধ্য থাকিবেন। গৃহমার্জনা, স্নান, বস্ত্র পরিবর্ত্তন, ক্ষার কাচা, তৈল দ্বারা দেহ সংস্কার কেশ সংস্কার, নিমপাতাসিদ্ধজলে ক্ষতাদি ধৌত করা, আবর্জ্জনাদি দূরে গর্ত্ত কাটিয়া ফেলা, মাদক পরিবর্জ্জন, মৃত পশুর মাংস ও অভক্ষ্য ভক্ষণ পরিত্যাগ, সূতিকার সাধারণ নিয়মাদি, কুকথা, কুৎসিৎ গালি পরিহার, ইহার সহিত অবসরকালে সুতাকাটা, কোন কোন সহজ শিল্প উৎপাদন এবং যার যেরূপ অভিরুচি.নাম জপ ও মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রণাম করার অভ্যাস— এই প্রাথমিক শিক্ষাগুলি দিতে পারাই যথেষ্ট, এবং আমি জানি যারা সব একাকারের কথা খুব বড় গলায় বলিয়া থাকেন, তাঁরা দেখিবেন, এর মধ্যের কোন একটি সদভ্যাস করানই খুব বেশী কঠিন কার্য্য! এর জন্য নিজের হাতে কোদাল ধরিয়া বস্তি পরিষ্কার এবং স্বহস্তে ক্ষতাদি ধৌত করিয়া সহৃদয়ত ও ঐকান্তিকতার দ্বারা শিক্ষা দান করিতে হইবে, শুধু মুখের ভাষায় চলিবে না।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অর্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে এই বাংলা দেশেই এসব অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন! সময় তখনও আসে নাই, নতুবা বাঙ্গলাই আজ "কুর্ম্ম ধর্ম্মের" এবং অস্পৃশ্যতা নাশের পথ প্রদর্শক হইতে পারিত! "স্বপ্ন লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে" তিনি কি লিখিয়াছেন দেখুন;—

'* * ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে যে সকল অসভ্য বন্য জাতীয় লোক থাকে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের শান্ত, ত্যাগী এবং নম্রস্বভাব করিয়া তুলিতেছে। একটী উদাহরণ দিতেছি।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

* * কতকগুলি বন্য জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদিগের নাম সিকি, আবর, গারো নাগা মস্‌মি প্রভৃতি। ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি ব্রাহ্মণেরা পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আছেন এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারায় তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রীতিভাজন হইতেছেন। একজন বৃদ্ধ ঋষির কুটীরে অতিথি হইয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শন করিলাম!

* * তিনি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বন্যদিগের গ্রামে গমন করেন; উহাদের ক্ষেত্রাদি কর্ষণ কিরূপ হইয়াছে স্বচক্ষে সে দেখিয়া ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে বলিয়া দেন। কাহারও পীড়া হইলে চিকিৎসা করেন. স্থূলাস্থূল কথায় পরস্পরের মুখাপেক্ষিতা এবং পরিণাম-দর্শিতার শিক্ষা দেন। কোন কোন বন্য ব্যক্তি প্রার্থনা করে—ঠাকুর আমাদের মন্ত্র দান করিয়া উচ্চ জাতীয় কর। এরূপ প্রার্থনা নিরন্তরই হয়, কিন্তু তিনি জল সংস্কারাদি দ্বারা কাহাকেও উচ্চ জাতীয় করেন না। বলেন নীচ এবং অপকৃষ্ট ধম্মক বংশে জন্মিয়া কেহ মনে করিলেই উচ্চ জাতীয় হইতে পারে না—তপস্যা করিতে হয়। এই বলিয়া বিশেষ বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। কাহাকেও বলেন অমুক অমুক দ্রব্য খাইও না। কাহাকেও বলেন—তুমি যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহার সিকি বা অর্দ্ধেক অপরকে দান করিবে; কাহাকেও বলেন প্রত্যহ একটি অতিথি সেবা করিয়া অন্নগ্রহণ করিবে, এই লোভসম্বরণ সংযমন এবং পরোক্ষ দর্শনাদি পূণ্যসম্পন্ন করা হয়। অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালন পূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহাকে মন্ত্রদান পূর্ব্বক বলা হয় 'এখন তোমার ম্লেচ্ছত্ব গেল, তোমার দেয় জলাদি আমার গ্রাহ্য হইল, এবং তোমার প্রদত্ত সামগ্রীতেও দেবপূজা করা যাইতে পারে। এক্ষণে যদি ঐ মন্ত্র জপ সহকারে একবৎসরকাল এই এই নিয়ম পালন কর, তবে তোমাকে আরও উন্নত জাতি মধ্যে লওয়া হইবে।" ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে এইরূপ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রত্যন্ত প্রদেশ গুলিতেও ঐ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বন্যেরা সংস্কৃত হইয়া প্রথমে কোচ নাম প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পুনঃ সংস্কৃত হইলে তাহারা কলিতা নাম ধরে, তৎপরে পুনর্ব্বার সংস্কার লাভ করিলে সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে।"

সমস্ত বইখানি আমি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, এবং প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হিন্দু অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের বিরোধী হইতে পারেন না। তবে অপরিণামদর্শিতার সহিত অসংস্কৃত নিম্ন শ্রেণীকে উচ্চশ্রেণীর সহিত অবাধমিশ্রণের যদি চেষ্টা করা হয় তাহা কখনই সঙ্গত সমীচীন হইতে পারে না! কোন সুধী ব্যক্তিই তাহা করিতে বলিতে পারেন না। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা একবস্তু নহে।

মন্তব্য। শ্রদ্ধেয়া লেখিকার শেষ অনুরোধ আমরাও পাঠকবর্গকে করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনুরোধ করি পঞ্চাশাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "জটাধারীর রোজনামচা" নামক লক্ষ্মীচিত্র পাঠ করিতে। বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আন্দোলন কতকটা চাণক্য-নীতি প্রসূত, তাহা ঐ শেষোক্ত পুস্তকের বাস্তবচিত্র পড়িলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাসঙ্গিক আলোচনার সুবিধার জন্য, গ্রামবাসী শুদ্ধসত্ব, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যায় সমভাবে পণ্ডিত, ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বৎসরের ৺পূজার অমৃত বাজার পত্রিকায় "ছিন্ন শৃঙ্খল" (**Broken tink**) নামীয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাও পড়িবার জন্য অনুরোধ করি। ভাঃ সাঃ সম্পাদক।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বর্ত্তমান যুগ ও ধর্ম্মবিদ্রোহ

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-ই ই.

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবৎ-সাধনার নামে হয়ত কারুর কারুর রক্তে আগুনই জ্বলে,—কিন্তু আসলে, (—এমন অসংখ্য লোক আছে যাদের—) ভগবৎ-সাধনায় কিন্তু সকল আগুন নিভে জল হ'য়ে যায়। এক শ্রেণীর লোকে ভগবানের মৃত্যু চায়; আর তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় তারা কায়েম করতে চায় নিজেদের! ভগবানের মৃত্যু-কামনা করলেই যদি তাঁর মৃত্যু হ'ত, তবে অবশ্য তাদের সব লেঠাই চুকে যেত। কিন্তু তা কি হয়? বিপ্লববাদীরা শুনেছি রাজার মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু তাতে রাজার মৃত্যু হয় না; হ'তে হয়—রাজশক্তির দ্বারা তাদেরই দ্বীপান্তর, কিম্বা মৃত্যুদণ্ড। এখানে ভগবানের রাজ্যেও যে সেই ব্যবস্থা! ঐশী-শক্তিই যত দেবতা। ভগবান্ রাজারই মত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার। কিন্তু তা' ব'লে তাঁর কার্য্যকরী শক্তিরা ছাড়বে কেন? তাঁদের কঠোর বিধানে এরা যে শাস্তি পাচ্ছে তা ত চোখের উপরই দেখা যাচ্ছে! যদি আর কিছু না-ও হয়, তবুও ত শান্তি,—যে শান্তি মানুষের জীবনে এক পরম ধন,—সেই শান্তি হারা হ'য়ে, ক্ষ্যাপাকুকুরের সমান ভগবানের বিরুদ্ধে ঠিক্ দাঁত খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে বেড়ানরই মত নিয়ত তাঁর মরণ-কামনা ক'রে বেড়াচ্ছে! এটা হ'ল ধর্ম্মবিদ্রোহেরই এক অবশ্যম্ভাবী ফল।

যদি কারুর মাথা এমনই বিগ্‌ড়ে গিয়ে থাকে যে তার বা তাদের মুখ থেকে একথা বেরোয় যে মানবজাতির আদর্শ ধার্ম্মিকতা নয়, ভগবানের সাক্ষাৎকার নয়,—তবে তাতে সামান্য আশ্চর্য্য হ'য়েও ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌বে কে? আমাদের ওখানে একটা পাগল আছে, যখন তার পাগ্‌লামি জাগে, তখন কেবলি সূর্য্যের দিকে থুথু ছোঁড়ে। অজানা লোকে প্রথমবার হ'য়ত একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে সেদিকে ফিরে দেখে; কিন্তু যারা তাকে জানে, তারা সেদিকে দৃক্‌পাতও করে না। এতে সূর্য্যের কিছু অনিষ্ট হয় কি?

এই জাতীর লোকে বড় বড় কথা অনেকেই বলে। এদের কাছে আজ একটি কথা সবার সেরা - সেটি হচ্ছে culture। কথাটা বেশ; আর ঠিক দেখ্‌তে গেলে, কথাটা খাঁটিও; কিন্তু এ কথা যখন এরা বলে, তখন কি সেটা তলিয়ে ভেবে বলে,—না যা খুসি তাই ব'লে যায়,—ব'সে আসর জমাতে হবে বলে! মানব সমষ্টির প্রতিভার এককালীন বিকাশই যে culture, কোন সন্দেহ নেই। সেই বিকাশটা প্রকৃষ্টতম হ'তে গেলে সর্ব্বাঙ্গীন না হলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বল্‌তে, শারীরিক উন্নতি, মানসিক উন্নতি, আর,—আর একটা জিনিষ, যা এরা কিছুতেই স্বীকার করবে না, আর সেটা হচ্ছে,—আত্মার উন্নতি, অর্থাৎ যাকে এরা কম্ করে আত্মশক্তির বিকাশ ব'লে ফেলেছে। এই তিনটের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ যদি এক কালীন হয়, তবেই তাকে প্রকৃষ্টতম বিকাশ বলা যেতে পারে। প্রকৃষ্টতম হ'তে গেলে এই তিনটে অঙ্গই চাই। এর যে কোন দু'টোর বিকাশও হয় নি। সাধারণ বাঙ্গালী'গণ'য়ের শারীরিক বিকাশ ত একরকম নেই ই।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

degree সংগ্রহ অনেক থাকলেও মানসিক বিকাশও তাতে বড় একটা প্রকাশ করে না। এক রকম সাধারণ ভাবেই ব'লতে পারা যায় তাদের শিক্ষা বিফল হচ্ছে; এমন বহু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা আছেন, যাঁদের ব্যক্তি-চরিত্র নিয়ে আলোচনা ক'র্‌লে, তাঁদের মানুষ-পদবাচ্য ব'লে গণনা করতে কুণ্ঠা বোধ ক'রতে হয়। সুতরাং তাঁদের মনের বিকাশও কিছু ঘটে নি। মনের বিকাশ না ঘটার আরও লক্ষণ এই যে, তাঁরা এখনও দ্বেষ জয় করতে পারেন নি। (এখানে বোধ করি একটা বেঁফাস্ কথা বলে ফেল্‌লাম। তারা ত সংযমের রাস্তা মাড়ান না!) কিন্তু যদিও ধরে নেওয়া যায় যে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটেছে, (হাঁ হাঁ,—মানসিক বিকাশ ঘটেছে বই কি! কেননা তাদের অনেকেই যে আজ কাল "Intellectual" love-য়ের মহিমা কীর্ত্তন ক'রে থাকেন); তবুও তাদের তৃতীয়টার দিকে এক পা ও এগুনো হয়নি বলে বিকাশটা কখনই 'প্রকৃষ্টতম' বলে মেনে নিতে পারা গেল না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাদের culture-ও অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

স্বর্গে দেবদূতেরা সর্ব্বক্ষণ পবিত্র পরমপিতার জয় গান নিয়ে আনন্দমগ্ন কিনা সে তথ্য না হয় যখন সেখানে যাওয়া যাবে তখন দেখা যাবে; কিন্তু ইহ জগতে যাঁদের মনের প্রকৃষ্টতম বিকাশ হ'য়েছিল বলে সকলে মনে কর্‌তো, তারা যে ভগবৎ মহিমায় তন্ময় হয়েই থাক্‌তো, এটা দেখতে পাওয়া যেত। তাই যারা আমাদের মত মানুষ, তারা আজও চেষ্টা করে দেখছে, জগতের সকল জীবনের চরম সার্থকতার সন্ধান ওইখানেই পাওয়া সম্ভব কি না।

কিন্তু বিজ্ঞানবুদ্ধির মানুষ আজ কি করবে? কার জয় গাইবে? ভগবান্ ম'রে গেছেন মনে ক'রে তাঁর জয় গান গেয়ে আর লজ্জায় ম'রে যেতে চায় না,—ও লজ্জা থেকে ত্রাণ পেতে চায়। দার্শনিক জীবনেরও জয় গাইবে না, (কেন না এক চার্ব্বাক্ ছাড়া আর কেউ যে ভগবান্‌কে অস্বীকারই করেনি), তাই তারা ঠিক ক'রেছে আজ থেকে তারা জয় গাইবে সেই জীবনের,—যে জীবন তাদের শিরায় শিরায় উচ্ছ্বসিত, তাদের দেহমনপ্রাণের বাস্তব কামনায় যার গতিচ্ছন্দ স্পন্দিত। কাজেই তারা জয় গাইবে সেই যৌবনের,—যেটা তাদের একমাত্র সম্পত্তি,—যেটা ছাড়া এ জগতে তারা আর কিছু বুঝে না।

অর্থাৎ,—তারা এখন তাদের প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার আগুন দু চোখের ভিতর দিয়ে ঠিক্‌রে বা'র ক'রে, এ ওর সে-তার অনুধাবন ক'রবে, যেন ঐরূপ বিলাস ব্যতীত মানুষের অনুধাবনার আর কোন বিষয়ই নেই। তাই আজ বিধবা-বিবাহ আর emancipation-য়ের জন্যে প্রাণ এত কাঁদে; তাই সরদা বিল গণ-চিত্তের এতই প্রিয়; তাই আজ যে কোন প্রকারে হোক, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের ভিতরে intermarriage টাকে পর্য্যন্ত টেনে আন্‌তে পারলে ভাল হয়। আর free love আর ডাইভোর্স না হ'লে বিবাহটাই পণ্ড হ'য়ে যায়।

সুতরাং কিছুই বুঝ্‌তে আর বাকী থাক্‌ছে না কেন আজ এখনকার 'গণ-চিত্ত' ওয়ালা মানুষগুলো বলে,—পূর্ব্বের প্রকৃষ্টতম বিকাশকে আজ মানুষ (অর্থাৎ, তারাই) স্বীকার কর্‌বে না কিছুতেই। ওই 'ধর্ম্ম' কথাটির ভিতরেই যত কিছু শৃঙ্খলা—(তাদের পায়ের যেটা শৃঙ্খল)—থাকায়, তাদের মতে, রসবিহ্বলতা, পূজারতি, ধর্ম্ম-চিত্ত ও ভাস্কর্য্য, গীতগাথা-কাহিনী, পুরাণ, কাব্য, মন্দির গির্জ্জা মসজিদ্—সব ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে জীবনের (তাদের একমাত্র কাম্য 'যৌবনের')

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

খরস্রোতে, কালের প্রবল প্রবাহে, জঞ্জালের মত; তবেই নির্ঝঞ্ঝাট হ'তে পারা যাবে; নচেৎ নয়, নয়, — কিছুতে নয়!

কিন্তু এতেই বা কি হবে? ঘরের ভিতরে ব'সে থেকে বাইরের বৃষ্টিকে অস্বীকার ক'রলে বৃষ্টির অস্তিত্ব ত মুছে যায় না। কেবল তা প্রচার ক'রতে গিয়ে চক্ষুষ্মান্‌দের কাছে উপহাসাস্পদই হ'তে হয়। ভগবান্ আছেনই। তিনি না থাক্‌লে সৃষ্টি থাকে কি ক'রে? জীব থাকে কি ক'রে?

(আর সত্যি ভেবে দেখ, এতকাল যে মানুষ জীবনের দিন কাটিয়ে এল সে কি নিয়ে? কিসের পশ্চাতে তার জীবনের সব শক্তি নিয়োজিত করেছে! ভাল খাওয়া পরা, ভাল স্বাস্থ্য, স্ত্রীপুত্র, ভালবাসা, মান যশ,—এই কি মানুষের জীবনের সব? মানুষ যে এতে সন্তুষ্ট হ'তেই পারে না; তাকে যে অমৃতের সন্ধান ক'রতে হবে!)

আজকের মানুষদের মধ্যে জন কয়েক বটে এই কথা ব'ল্‌তে সুরু ক'রেছে যে, তারা পারলৌকিক জীবনের আশায় আর ইহলৌকিক জীবনকে বঞ্চিত বিড়ম্বিত ক'রবে না। নব সভ্যতা হ'বে তাদের এই জীবনেরই শোভা সম্পদে পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখ, তাদের culture কখনই পূর্ণাঙ্গ নয়; কেন না তাতে তাদের মনের প্রকৃষ্টতম বিকাশ কিছুতেই হয় না। তারা যে পথ ধ'রে যেতে চাচ্ছে, তাতে তৃপ্তিজনিত ক্ষণিকসুখ হয় বটে, কিন্তু তাতে চির আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু ভোগ নেই ব'লে যে ধর্ম্মের প্রতি এই কটাক্ষ, তা ত ঠিক নয়! আমাদের ধর্ম্মে আশ্রম-প্রথা থাকায় ভোগত অগ্রাহ্য হয় নি! গার্হস্থ্য আশ্রমে ভোগের শাস্ত্র-বিহিত বিধান,—ও তো সর্ব্বজন-বিদিত! কিন্তু ভোগ ক'রতে হবে ব'লে কি সর্ব্বজ্ঞানহারা হ'য়েই ভোগ ক'রতে হবে? পাগলে যখন ছোটে, তখন পড়ে কি মরে, সে জ্ঞান থাকে না। পেটুক যখন খায়, তখন কাল তার কি অবস্থা কি হবে, সে সে-বোধ পরিশূন্য। বিজ্ঞানবুদ্ধি কি এই-ই বলে যে এমনটা করাই মানুষের উচিত? মানুষ কি তার প্রবৃত্তি গুলোকে পশুর মত ছেড়ে দিয়ে তার দাস হ'য়ে থাক্‌বে,—আর এই অহঙ্কারে ফেটে মর্‌বে যে সে 'জীবন-যৌবন' উপভোগ ক'রছে? বসন্তের অবসান আছে,— ফুল ঝ'রে যায়; তাই বলে কি মানুষ ফাল্গুন মাসের মারা রৌদ্রে এগাছে ওগাছে হুড়োহুড়ি ক'রে সর্দ্দিগর্ম্মি হ'য়ে মর্‌বে? নাই বা তা ক'রলে! ক্ষণিকের তরে দিনের আলোয় যে ফুল গন্ধ-সুষমায় মণ্ডিত হ'ল, তাকে সাধনার আগুন-তাতে distil ক'রে, তা থেকে চিরস্থায়ী আতর বা'র ক'রে ধীরে সুস্থে উপভোগ করুক না! আর এটাত একটা scientific process!

এতে যে কেবলই মৃত্যুকে সহজভাবে স্বীকার করা হয় তা নয়, এতে মৃত্যুকে জয় পর্য্যন্ত ক'র্‌তে পারা যায়। কোন্ ছাত্র পরীক্ষাকে একটুও ভয়ের চক্ষে না দেখে? কিন্তু তাই ব'লে কোন্ ছাত্র তাকে সহজ ভাবে স্বীকার ক'রে নিয়ে, তাতে উত্তীর্ণই বা না হয়? সেই রকম, মৃত্যু কার না আসে? তাই ব'লে যে ছেলে পরীক্ষাকে মনে না রেখে বৃথা সময় নষ্ট করে, সে যেমন কিছুতেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না, তেমনি যে মানুষ মৃত্যুকে মনে না রাখে, সেও মৃত্যুকে জয় ক'রতে পারে না। মৃত্যুর দুয়ারে ব'সে মৃত্যুর প্রশ্নই ত মনে হয়। হাজতে ব'সে কোন্ আসামীর বিচারের কথা স্বভাবতঃ মনে না পড়ে? universityর ছাত্র হয়ে, তার মনে degree examinationয়ের কথা জাগ্‌বে না ত কি জাগবে cinemaর কথা? শত্রুকে জয় ক'রতে গিয়ে

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

সেনাপতি শত্রুর কথা ভুলে গিয়ে কি যা ইচ্ছা তাই ক'রবে ? মৃত্যুঞ্জয়ের শক্তিধর মানুষ মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে তার টোপ মুখে ক'রে বিলাস-লীলা ক'রে বেড়াবে বুঝি !

তাই শেষ প্রশ্ন শেষের জন্যে স্থগিত রাখা,—এক 'বুদ্ধিমান্'রা ছাড়া আর কেউই বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করে না। ছাত্র যদি তার পরীক্ষার প্রশ্ন সেই পরীক্ষার দিনের জন্যে তুলে রাখে, ব্যবসাদার যদি তার কারবারের লাভ লোকসানের প্রশ্ন সেই আখিরীর দিনের আগে একবারও না ভাবে, তবে তাদের যা দশা হবে, তা যে-কেউই সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে দিতে পারে। ঠিক সেই রকম, শেষ প্রশ্ন সেই শেষের দিনের জন্যে স্থগিত কোন বুদ্ধিমানই রেখে স্থির থাকতে পারে না। এখন, এই সামান্য এখানকার পরীক্ষা ও কারবারের অবস্থা যদি এই হয়, তবে সেই শেষ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার জন্যে যে এখন থেকেই সকলকে প্রস্তুত হ'তে হ'বে !—উপেক্ষা ক'রলে ত চল্‌বে না ! তাহ'লে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না—মৃত্যুকে জয় করাও যাবে না।

অবশ্য শেষের পূর্ব্বে আছে জীবন,—বিজ্ঞানবুদ্ধি লোকদের মতে অপূর্ব্ব জীবন, সুন্দর জীবন, নানা রসে উচ্ছলিত জীবন;—যেমন কল্‌কাতার ছাত্রের পরীক্ষার আগে থাকে তার খেলার মাঠ, চিড়িয়াখানা, হেদোর ধার, থিয়েটার, সিনেমা,—এবং ততোধিক কোন রসে উচ্ছসিত জীবনের সন্ধান যদি সে পেয়ে থাকে, তবে তা-ও। এই সব উচ্ছল জীবনের পাত্রগুলি অধরে স্থাপন ক'রে তার সব রস নিংড়ে পান ক'রবে কিনা, তা সেই ছেলেই ব'ল্‌তে পারে। 'বিজ্ঞানবুদ্ধি বলে,—সে যে বহুদিনের বঞ্চিত বুভুক্ষিত পিয়াসী ছেলে! কিন্তু তা ব'লে কোন্ বুদ্ধিমান্ বল্‌বে, সে পিয়াসী ছেলে পরীক্ষার কথা ভুলে উচ্ছল রসেই ডুব দিক্ ?

উচ্ছৃঙ্খলতার আতিশয্যে, পরানুকরণে, বিজ্ঞতার ও বিদ্যার দম্ভে আজকালকার মানুষ জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চ'লেছে, পঙ্কিল ক'রছে, আপাত-সুখের লালসায় আনন্দহীন হ'তে ব'সেছে। সেই স্রোতকে রোধ ক'রতে হবে ; সেই জীবনকে ভগবৎমুখী ক'রে আবার তাকে সুস্থ সবল সুন্দর ক'রতে হবে।

মানুষের কি এমন উচ্ছৃঙ্খল হবার, এমন কামনা-পরবশ হবার, এমন আসুরী-শক্তিগ্রস্ত হবার কোন কথা ছিল ? কিছু না। মানুষের ছিল স্বাধীন-ইচ্ছা—যে ইচ্ছা সেই ভগবানেরই দান, —যার সদ্ব্যবহার তার উন্নতির চিরসহায়, আর যার অপব্যবহার তার মৃত্যুরই নামান্তর—; কিন্তু কুশিক্ষা, কুসঙ্গ, কু-আদর্শ, আর কুদিকে যাবার দুর্দ্দমনীয় লোভকে সংযত রাখবার ইচ্ছা বা চেষ্টার অভাবের ফলে সে আজ তার স্বাধীনতার অপব্যবহার ক'রতে বসেছে,—অন্যকে উন্মার্গ গামী দেখে সেও নিজে প্রলুব্ধ হচ্ছে। কিন্তু তবু আজও সকল মানুষ জানে, তার সুস্থ সবল থাকবার কোনই বাধা নেই ; আর তা কেবলমাত্র প্রবল লালসাকে জয় ক'রে আত্মনিষ্ঠ হওয়া, আর সকল বিষয়ে সংযমকে আয়ত্ত ক'রে ভগবানের দিকে মুখ ফেরান', - অর্থাৎ ধর্ম্মপথে চলা।

ধর্ম্মজীবনে মানুষের আনন্দ-সম্পদ কি অপরিসীম ! সামান্য দেহের কিম্বা মনের ক্ষণিক আনন্দইত আর সবটা নয় ! দৈহিক আনন্দে দেহের শিরায় শিরায় জীবন প্রবাহকে মানুষ প্রবল-ভাবে অনুভব করে বটে, মনের আনন্দেও সে 'উন্মত্ত' হয়ে যায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ আত্মার আনন্দের কাছে কতটুকু ? আর সে আনন্দ কতক্ষণের জন্যই বা স্থায়ী হয় ? আবার তার পরেই তার প্রতিক্রিয়া ! তাতে কি মানুষের তৃপ্তি আসতে পারে ? সেই আনন্দ ফিরে ফিরে পাবার

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

লোভে তাকে বারবার সেই কাজই করতে হয়, যাতে ক'রে তাকে তাতেই জড়িয়ে ফেলে, আর ক্রমশঃ অধঃপতিত করে। অধিকন্তু কি দেহ, আর কি মন,—এ দুইই সেই আত্মার অধীন বলে এসব আনন্দ সেই আত্মার গুণেরই (আনন্দেরই) অংশমাত্র। আনন্দত শরীরেও নেই, আর ঘুমন্ত মনেও নেই; আনন্দ অনুভব ত আত্মাই করে (অবশ্য সাধারণতঃ মনের ঘাট দিয়ে)। তাই যদি হ'ল—যদি আত্মাই মানুষের সব খানি হ'ল, তবে সেই আত্মার স্বরূপ যাতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, অসার ক্ষণিক দৈহিক আর মানসিক সুখের চেষ্টায় ঘুরে মরা কি এ জীবনকে বৃথা নষ্ট করা নয়? ভেবে দেখেছ এ কাজে কতখানি আনন্দ মুক্তধারার মত পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে ব'য়ে যাবে যদি পৃথিবীর মানুষ আত্মস্থ হয়—যদি সে ভগবৎমুখী হয়—যদি সে পরানুকরণ ও ধর্ম্মবিদ্রোহের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়?

মানুষকে ভগবানের অযাচিত করুণার অবিরাম ধারাকে বুক পূরে গ্রহণ করবার যোগ্য ক'রে তোলো—ধর্ম্ম-পরায়ণ ক'রে তোলো—তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করো,—ওরে ভাই, আর কি চাই তোমার?

অর কি চাইবে? বলবে না কি 'চমৎকার আছি ভাই! আমার ইন্দ্রিয়গুলা দমনে আছে, আমার আকাঙ্খা গুলা গুটিয়ে এসেছে,—বিষের জ্বালা প্রায় নিভে গেছে! ভগবান্ আমাকে প্রণয়ীর মত, পিতারমত, মাতার মত, গুরুজনের মত চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, সখার মত কোল দিয়েছেন, আমার দেহের মনের ও আত্মার সঙ্গে বিশ্বের পরম আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছে, কোথাও আমার সঙ্গে কারুর বিরোধ নেই। আমার প্রাণ আজ হয়েছে স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, বিশ্বপ্রকৃতির সুরে তালে আমার দেহবীণা স্পন্দিত, ছন্দিত, নন্দিত হচ্ছে,—

ধার্ম্মিক প্রাণের সেই সহজ সুন্দর প্রেমোল্লাস সব মানুষের প্রাণকে আবার যে দিন পূর্ণ করবে, সেদিন মানুষ ধরণীকে স্বর্গ ব'লে মানবে না?

হয়ত ব'লছ,—শুধু এই? ইন্দ্রিয়ের তাড়না, অতীত যৌবনের প্রভাবে স্বভাবের গভীর রেখাপাত—সেই অন্ধকারের মায়াবী আহ্বান?—না! সে সব আর নয়! ধর্ম্মভাবে মন একবার স্থির হ'য়ে এলে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নার আর কোন সাড়াই পাওয়া যাবে না।

তবুও শয়তান বলবান্ মনকে অবহেলা কর'লে চলবে না। তাকে সতত সাবধানে রাখতে হবে। মন যতই সতেজ থাকবে, দেহ যতই প্রবল থাকবে, হৃদয় ততই জাগতিক ব্যাপারে আবেগময় থেকে যাবে।

কিন্তু সে চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার, আত্মহারা হবার জন্য ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেন নি; তাকে সংযত ক'রতেই হইবে। এই খানেই যে হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব; নইলে তাতে আর ছাগল গরুতে, তফাৎ কোন্ খানে?

আধুনিক মানুষ যে ভাবে আশক্তির অধিকার প্রচার ক'রছে সে পথে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য্য। চোখ চেয়ে দেখ যারা জগতে,—যে যে দেশে মানুষ সে পথে যাচ্ছে, সেই সেই দেশই মনুষ্যত্ব হিসাবে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে; দিন দিন কেবল সাজসজ্জাবিমণ্ডিত নরপশু হ'য়ে যাচ্ছে। প্রকৃত আত্মশক্তি অধিকার কর, মন ভগবৎমুখী কর, মানব প্রীতির বাণী মনের কাণে শুনতে পাবে, বিশ্ব জগৎকে আবার সুন্দর ব'লে বুঝতে পারবে।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

যারই মন জেগেছে, সেই ব'লছে—'আমি পেতে চাই,—'জান্‌তে চাই,'—এই ত হচ্ছে মানুষের মত কথা! মানুষ হও,—জান্‌তে চাও—এগিয়ে এস।—সব পাবে। যার কল্পনাও কখন কর্‌তে পার না, তাও পাবে। কোন কিছুতে ভয়বিমুখ হ'য়ো না,—সোজা এগিয়ে এস,—তাঁকে পেয়েই যে মানুষের বিজয়-প্রতিষ্ঠা! তাঁকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিশ্বসাম্রাজ্যের ওপর তোমার অধিকার বিস্তৃত হবে—এ সংসার আর দ্বেষ হিংসার, অসন্তোষের মহারৌরব থাকবে না। কিন্তু এগিয়ে আসবার সাহস আছে কি? মনে সে বিশ্বাস আছে কি? থাকেত আগিয়ে পড়।

যখন হৃদয় জাগে সুন্দরে, তৃষ্ণায়, প্রেমের ব্যাকুলতায়, প্রীতির মধুর কামনায়—তখন সংসারের কোন বন্ধনই তাকে আট্‌কাতে পারে না, অনিত্য সংসারের পায়ে নিজকে নিঃশেষিত, অপব্যয়িত করবার মোহ তখন আর থাকে না। অন্তর যখন জাগে, হৃদয়ের শোণিত প্রবাহের আনন্দ বেদনায় চঞ্চল হ'য়ে আত্মা যখন জেগে ওঠে, প্রাণ তখন মেতে ওঠে সেই আরাধ্য চরণ হৃদয়ে ধারণ ক'রবে বলে।

এই বিশ্ব সংসারের রূপ রস গন্ধও অপরিসীম মাধুরী দিয়ে যে র'চেছে, তা থেকেই বুঝা যায় কেমন সে রচয়িতা। এ নশ্বর সংসারে যদি এত রূপ, এত রস, এত গন্ধ, এতই প্রাণ মাতান সুষমা,—তবে কতই না সুন্দর, কতই না প্রাণ-মনোহর সেই কারিগর। তাঁকে পেয়ে কি মানুষের জীবন ধন্য হবে না? রাজ্যেশ্বরকে পেয়ে কি তুচ্ছ রাজত্বের লোভ চিরতরে ঘুচে যাবে না? একদিকে বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার. আরেক দিকে জগতের ধূলো রক্ত ক্লেদ অস্থি মজ্জার ক্ষণিকমোহ;—এদের মায়া নিঃশেষ ক'রে কাটিয়ে কবে মানুষ ক্লান্ত রিক্ত শ্রান্ত হ'য়ে অশ্রান্ত হৃদয়ে তাঁকে পেতে ছুটে যাবে?

আজ যারা বয়সের স্বধর্ম্মে সুখের নেশায় বিভোর, তারা মনে করে নরনারী ভালবাসার স্তবগানে বুঝি কি অমৃতই না আছে! এইটেই বুঝি মানুষ জীবনের সার সামগ্রী। তাই তার পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তিতেও তাদের কাণ আর ক্লান্ত হয় না। কিন্তু যখনই সে বুঝবে সেই আকর্ষণ মাত্র দৈহিক মিলনেরই একটা ছদ্ম, সূক্ষ্ম আহ্বান ইঙ্গিত—যার আধিক্য মরণেরই নামান্তর, তখন—কি প্রাণ আর সেই মরীচিকার মধ্যে শীতল নীরের আশায় প্রলুব্ধ হতে চাইবে?

তাই বলি, আপন মঙ্গল ভুলো না। বিজ্ঞানবুদ্ধি জগতের জিনিষ; তার সাহায্যে সমস্ত জাগতিক কাজ কর, কেউ কোন কথা কইবে না। কিন্তু সেটা এ জগতের জিনিষ ব'লে তার সাহায্যে কিম্বা সেই মাপকাঠি দিয়ে অন্য জগতের কোন কিছু বুঝবার চেষ্টা করার মত ধৃষ্টতা প্রকাশ করো না—তাতে নিরাশ হ'তেই হ'বে; মন রিক্ততায় তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে, শান্তি চিরতরে হারাবে। এ বিজ্ঞানে ভগবানের বিশিষ্ট জ্ঞান পাওয়া যায় না। সে বিজ্ঞান যদি পেতে চাও, তবে যে ধর্ম্ম কার্য্যকরী (practical), সেই সাধনাগত ধর্ম্মের আশ্রয় নাও। তাতে প্রাণে শান্তি পাবে, ধর্ম্ম-দ্রোহিতা ঘুচে যাবে, যে ভগবানের মরণ-কামনা করে নিয়তই নিজেরা জ্বলে পুড়ে ম'রছো, সেই ভগবানেরই চরণে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হবে। তখন প্রকৃতই গণচিত্ত আত্মশক্তিতে জাগবে, মনের প্রকৃষ্টতম বিকাশ হবে, আর আমাদের আর্য্য culture যে বিশিষ্টতায় সম্পন্ন, তাকে পুনরায়ত্ত ক'রে শত ধন্য হ'য়ে যাবে।

— ——

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

হিন্দুসমাজ--সেকাল ও একাল (৫)

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু, বি-এস্-সি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন যুগের প্রথম ভাগে, এই শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অনেকেই সামাজিক নিয়ম কানুন ও জাতিবিচার ত্যাগ করিয়া আহার বিহার ও মদ্য পানাদিতে যথেচ্ছ চলাটাকেই উন্নতি ও সভ্যতালোকপ্রাপ্তির লক্ষন বলিয়া মনে করিত। আনন্দের বিষয় সে ভাব আর লোকের এখন নাই ; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ সত্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আজ এ দেশে এমন সকল লোকের মধ্যে কুৎসিৎ পানাসক্তি দোষ বিস্তার লাভ করিয়াছে, যাহারা পূর্ব্বে ইহার নাম গন্ধ জানিত না ; এজন্য ইহাদের স্বাস্থ্যও এক্ষণে শোচনীয় অবস্থাতে পরিণত। খাদ্য বা আহার বিষয়ে জাতিবিচার শিথীল হওয়াতেও এইরূপ অনেক অনিষ্টপাত ঘটিয়াছে। প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার আমার নিজ গ্রামে যাই ; তখন আমি আমার গ্রামবাসীদের "সভ্যতার" দৌড় দেখিয়া অবাক হই—যদিও ম্যালেরিয়াতে ইহাদের বাস্তভিটা শূন্য হইতেছিল ! একটী বিষয় বড় নজরে আসিল—গ্রামে একটী আরাম খানা (refreshment room) স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত সাইন্ বোর্ডও টানান রহিয়াছে, ও লেখা আছে যে, সেখানে চা, চপ, কাটলেট প্রভৃতি পাওয়া যায়। একজন গ্রামবাসী বন্ধু আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন যে, আমাদের গ্রাম গুলি অত্যশ্চার্য্যরূপেই "উন্নতির দিকে অগ্রসর" হইতেছে ; সভ্যজনোচিত এ সকল খাদ্য এখন প্রচুর পরিমাণেই এখানে পাইবেন। আর আমি সমুদয় বাজার তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া আমাদের পুরাতন খাদ্য এক মুষ্টি মুড়ি দেখিতে পাইলাম না। এই চপ ও কাটলেটাদি খাদ্য পশ্চিমে। তীব্র আস্বাদযুক্ত নানা মুখরোচক খাদ্যের ন্যায়, কি সব পদার্থ হইতে তৈয়ারী ও কি প্রকারে তাহা রাঁধা হয়, কেহ তাহা জানে না। এই যে ছোলা, মুড়ি, চিড়া, নারিকেল, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের স্থানে এক্ষণে রুটি, বিস্কুট, কেক্, চপ, কাট্লেট্ প্রভৃতি স্থান পাইতেছে, ইহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণের, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত দেশীয় জিনিষ গুলি অপর বিজাতীয় দ্রব্য সকল হইতে সুস্বাদু কম নহে, পুষ্টিকরিতাতে ন্যূন নয়, উপরন্তু ইহাতে ভেজাল কিছু নাই আর অন্য আমাদের দেশের লোকের যেমন আর্থিক হীনাবস্থা তাহা ত উহা সম্পূর্ণ অনুকূল। চপ্ কাট্লেট্ কেক্ প্রভৃতি খাদ্যকে যদি বাস্তবিক পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যের উপকারী করিতে হয়, তবে ইহাদের খরচ এত অধিক পড়ে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাহা বহন করা অসম্ভব হইবে। এমন কি রেলওয়ে ষ্টেশনে এ জাতীয় যে সকল খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তাহার দাম ত অত্যধিক লয় ; কিন্তু সে সকলও গুণ ও পুষ্টিকারিতার অনেক হীন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সকল সস্তা আরামখানাতে অল্পদরের এ সকল খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা সাক্ষাৎ অনিষ্টকর। যে অনিষ্ট এ সকল খাদ্য দ্বারা হয়, তাহা আরও বর্দ্ধিত হয়, যখন চা-পানের ঘোর অনিষ্টজনক অভ্যাস ইহারা

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

জন্মাইয়া দেয়। চা-পানের দ্বারা যে কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—বিশেষ ভারত-জাত চা অতি কড়া গুণ-বিশিষ্ট, আর তার প্রস্তুতকরণপ্রণালী এমন যে তাহাতে চায়ের ভিতরকার সমুদয় তীব্র রসটাই বাহির হইয়া আসে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অগ্নিমান্দ্য অনেক রোগের আকর; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অনেক ক্ষেত্রই ইহার প্রধান কারণ কড়া চা-পান অভ্যাস। ইংলণ্ডে এই চা-পান প্রচলনের একটী ভাল দিক আছে—কারণ সে দেশের লোক এমনই আরও অধিক অনিষ্টকারী সুরাপানে আসক্ত; তাহার পরিবর্ত্তে চা পান তাহাদের পক্ষে "মন্দের ভাল"। এদেশে কিন্তু ইহা লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পানীয় জল ও সরবতের স্থান অধিকার করিতেছে।

জাতিবন্ধনের শিথীলতা হেতু আর একদিকেও অনিষ্টপাত ঘটিয়াছে। নিষ্ঠাবান হিন্দুগণের দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য দ্বারা লোকের মনে স্থিরতা জন্মে; তাহা খাদ্য পরিপাক ও সুনিদ্রার পক্ষে অনুকূল। ইহাদের ধর্ম্ম সম্পর্কিত গুপ্ত গুণ সকলে না বুঝিতেও পারেন, কিন্তু শরীরে স্বাস্থ্য-বিষয়ে উহাদের উপযোগিতা সর্ব্ববাদীসম্মত। বিশেষতঃ প্রণায়ামবিধি শরীরের পক্ষে মহা উপকারী। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে একদিকে যেমন এসকল নিয়ম ও আচার লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের দৃঢ়তা, যাহাতে শরীরের উন্নতিও আপনি হইত, তাহা কমিয়া যাইতেছে, অপর পক্ষে তেমনই মনে নানা আবেগের সৃষ্টি হইতেছে, স্বার্থপরতা ধনলোভ, পরদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং নানা প্রকার উদ্বেগ এক্ষণে এমন প্রসার বিস্তার করিতেছে যে তাহাতে মনের শান্তি থাকা অসম্ভব হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে লোকের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতেছে।

———

"এ যুগের সভ্যতা"—ভুক্তভোগীর অভিমত

এ যুগের সভ্যতা যে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি আনিয়া স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে, সে স্বাচ্ছন্দ্যের চাপে মানুষের আরাম, বিরাম, শান্তি—সব বিচূর্ণ হইয়া গেল। বিলাসের উপকরণ সমূহ অত্যন্ত সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হওয়ার ফলে একালে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে আমরা দারুণ অভাবের দরুণ অক্ষম—অথচ যে সব বিলাসআরাম অতি তুচ্ছ, না হইলে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, তাহা সংগ্রহে আমরা ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিতেও কুণ্ঠিত নহি! আহার না জুটুক, সিগার বা সিগারেট চাই—ই; সিনেমা দেখাও চাই; মোটর-কারে বেড়ানও চাই—ই। এ সবে যে পরিমাণ অর্থের অপব্যয় হয়, তার হিসাব কখনও কষিয়া দেখি না—এই জন্যই আজ গৃহস্থ পরিবারে অভাব অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

*   *   *   *   *

ফলে বাড়ী বাঁধা পড়িতেছে—মাহিনা হয় আদালতের ক্রোক—পরোয়ানায় বিন্দু হইয়া ভাঙ্গচুর হইয়া যাইতেছে, নয়তো মাহিনা হইতে পঞ্চাশ রকম বিলাস উপকরণের মূল্য বাবদ মাস মাস কিস্তিতে ক্ষয় পাইতেছে। বাড়ী বাঁধা পড়িলে গৃহের সব শান্তি উঠিয়া যায়—গৃহের শান্তি

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বিনষ্ট হইলে মানুষ 'মরিয়া' হয়—'মরিয়া' হইয়া সে মদ খায়, নেশা করে, জুয়া খেলে, ইতর অসৎ সংসর্গে মিশে—মিশিয়া নিজেরও সংসারের সর্ব্বনাশ করিয়া বসে।

* * * * *

ধার করার প্রয়োজন ঘটে কার? আয়ের অতিরিক্ত যার ব্যয়—শুধু তার। সংসারে দুর্দ্দিন প্রায় আসিয়া উদিত হয়; কিন্তু আয়ের অতিরিক্ত যাদের ব্যয় তাদের সঞ্চয়ের কড়ি শূন্য—কাজেই ধার করা ছাড়া উপায়ান্তর থা'কেনা। কিন্তু এ ধার শোধ হইবে কি করিয়া যদি সংসারের ব্যয় সঙ্কোচ না ঘটান যায়?

এ জন্য ঋণ করিব না—এমন পণ প্রত্যেকেরই করা উচিত। সে পণ রক্ষা করিতে গেলে খুব সতর্ক হাতে খরচ পত্র করা দরকার। সঞ্চয় যত সামন্যই হউক—রাখা চাই। তিলে তাল হয়—এ শুধু কথার কথা নয়—মস্ত বড় সত্য কথা।

কোন কারণে যদিই বা ঋণ হয়, যতদিন না শোধ দিতে পার, বিলাস ত্যাগ কর। এ কথা মনে রাখিও—ঋণ করিয়া যে বিলাস ভূষণ তাহাতে আনন্দ নাই, গৌরবও নাই; অধিকন্তু ঋণের কথা প্রকাশ হইবার ভয়ে প্রতিক্ষণ তটস্থ থাকিতে হয়। সাজিয়া মোটরে চড়িয়া সিনেমায় গিয়াছি, চড়া দামের 'সীটে' বসিয়াছি, উত্তমর্ণের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল,—সে কড়া তাগাদা করিল, তখন ধার করা বিলাসসজ্জা মলিন হয়—বুকের ছাতি পাঁচজনের ভ্রূভঙ্গীতে কুঁকড়াইয়া এতটুকু হয়! ঘরে যদি সঞ্চয় থাকে—হাঁটিয়া পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয় না; আর ঘরে সঞ্চয় নাই, সম্বল দেনার কড়ি—তাহা হইলে মোটরে চড়িলেও প্রতিক্ষণে চাঞ্চল্য—তারপর? তারপর—আবার কার কাছে কত টাকা ধার করিব? ঠাট বজায় রাখিবার উপায় কি? ধার দিবে কে? উহাতে সুখও নাই শান্তিও নাই।'—"ইউজিন্ ব্ল্যাক্" (আমেরিকান ব্যাঙ্কার)

দিগ্‌দর্শন

পাশ্চাত্যের পরিস্থিতি—জারম্যানীর যুব জাগরণ।

(ইংরেজ অভিজাতের অভিমত)

ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্রে একটী নূতন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। উহা নাজী-রাষ্ট্র। আমাদের জীবনকালে যতগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটিল, তার মধ্যে হার হিটলারের পরিচালনায় জারম্যানীর যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত, পূর্ণ ও চমকপ্রদ বলিতে হইবে। আজ সাড়ে ছয় কোটি জন-সমন্বিত একটা বিরাট জাতি সমবেত ভাবে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান; এমন আর পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

নাজী শক্তির অভ্যুদয় কাল (আজ ছয়মাস পূর্ব্বে মাত্র) হইতে জারম্যানীর রাষ্ট্রসংস্থায় বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; তথাকার শাসনপ্রণালী বদলাইয়া গিয়াছে; প্রজাকুল যেন এক ধর্ম্মযুদ্ধের উন্মাদনায় মাতিয়াছে। কেবল যে এখানে এক নব রাষ্ট্রের সৃষ্টি লইয়াছে, তাহা নহে, হঠাৎ এক প্রকার নূতন জাতীয়তার ভাবও অসাধারণ রূপেই প্রসার লাভ করিয়াছে; ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের সময়ে ঐরূপ ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল। যুবশক্তি ইহার পরিচালক। যুবশোণিতের এক নূতন ধারা সমুদয় দেশে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। জাতীয় জীবনের অন্তঃস্থল ও বহিরঙ্গ সর্ব্বত্র ইহার প্রখর গতি। বড় বড় সহর বা ক্ষুদ্র পল্লী, সর্ব্বত্র এখন নাজীভাবের প্রভাব। নির্জ্জন কৃষকের গোলাবাটীর উপরে পর্য্যন্ত 'স্বস্তিক' নিশান উড্ডান হইয়া নাজির বিজয় ঘোষণা করিতেছে; সুদীর্ঘ রাস্তা দিয়া যত দ্বিচক্রযান চলে, তাহার প্রত্যেকটির উপরে ক্ষুদ্র স্বস্তিক পতাকা; আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর গুলির সুদৃশ্য রাস্তা দিয়া দলে দলে খাকি কোর্ত্তা পরিহিত যুবকের দল চলিতেছে, আর বালকারা ঐ খাকি ফ্রগে সজ্জিত হইয়া তাহাদের সাহচার্য্যে প্রস্তুত। বৃদ্ধের দলকে অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া ইহারা জাতির উদ্ধার কামনায় দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে।

ষষ্ঠী বর্ষীয় বৃদ্ধ হইয়াও আমি যুব শক্তির এই উত্থানকে সাদরে আহ্বান করি। আমি মনে করি যুবকদেরও রাজ্যশাসনে অধিকার আছে। উনচল্লিশ বর্ষ মাত্র বয়সে মুসোলিনী ইতালীর সর্ব্বে সর্ব্বা শক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; তাহার সহযোগিরা তাহা অপেক্ষাও তরুণ বয়স্ক; এই যুব শক্তি মিলিয়া এক্ষণে ইতালীকে ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশাসিত দেশে পরিণত করিয়াছে। জারম্যানীতে হিট্‌লারের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে ৪৩ বর্ষ বয়সে; তাহার দ্বারাও তদনুরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইতেছে। যখন ইংলণ্ড নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিজ সত্তা ও ইউরোপের মুক্তির জন্য যুঝিতেছিল, তখনও তাহার জাতীয় নেতৃত্বের ভার পড়িয়াছিল, যুব শক্তির উপরে—পীট, ওয়েলিংটন, নেলসন্ ইহারা সকলেই চল্লিশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই স্ব স্ব কর্ম্মের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ যখন ইতালী ও জারম্যানীতে দশ বার জন শৌর্য্যদাপ্ত কর্ম্মঠ নেতা তাহাদের জীবনের প্রাক্কালে দেশের শাসন শক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বৃটিশ ক্যাবিনেটের কার্য্যকরী সভায় কুড়িজন পক্ককেশ বৃদ্ধ একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। উঁহাদের বয়স গড়ে ৬৩ বর্ষের কম কাহারও নহে।—লর্ড রথারমিয়র।

বিশ্বজোড়া দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

আজ দারিদ্র্যের করাল ছায়া সর্ব্বত্রই পতিত হইয়াছে। সকল দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যেন প্রত্যেক দেশের দুরবস্থা ক্রমে আরও শোচনীয়ই হইয়া পড়িতেছে। অনেকে মনে করিতেছেন এই বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের কারণ ব্যবসা ও বাণিজ্যের শিথিলতা; সুতরাং ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নততর অবস্থা ব্যতীত দারিদ্র্য দূর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাবিবার বিষয় দারিদ্র্য যখন জগদ্ব্যাপী, তখন ব্যবসায় বা বাণিজ্যের উন্নতি হইবে কি প্রকারে?

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বেকার বা দারিদ্র্যের কারণ অর্থাভাব—এই অর্থাভাববশতই লোকে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে অসমর্থ এবং তজ্জন্যই ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হয়। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন বর্ত্তমান দারিদ্র্যের মূল কারণ ব্যবসায়-শৈথিল্যে, তাঁহারা মূল কারণটি ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আবার কেহ কেহ মনে করেন এই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে প্রয়োজন দুইটি উপায় অবলম্বনের—একটি সন্তান-নিরোধ অপরটি বর্ত্তমান সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন। এতদ্বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে যে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন হইলে বা সন্তান নিরোধ জনিত জন সংখ্যার হ্রাস হইলেই যে দারিদ্রের সমস্যা সমাধান হইবে তাহার গ্যারেণ্টি বা নিশ্চয়তা কি? আর বর্ত্তমান সময়ে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন বা জনন-নিরোধ সম্ভবপর কিনা? বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে মনে হয় বর্ত্তমান এই অসন্তবের কারণ হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদ বা বণিকবাদ। রুশিয়া ছাড়া সাম্রাজ্যবাদিগণের বা ধনিকদিগের শোষণ নীতিই বেকার ও দরিদ্রতার কারণ বলিয়া মনে করা হয়। দেখাও যায় যাহারা ন্যায় ভাবেই হউক বা অন্যায় ভাবেই হউক ধনসম্পত্তি ভূসম্পত্তি বা কলকারখানার মালিক, তাহারই সংসারের সুখভোগের উপযোগী দ্রব্যাদি গ্রাস করিয়া উদরপূর্ত্তির অধিকার হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যাউক। তথায় একদিকে এক কোটির বেশী লোক বেকার অবস্থায় পতিত হইয়া পেটের জ্বালায় অস্থির, অন্যদিকে গমের মূল্য বৃদ্ধির জন্য লক্ষ লক্ষ মণ গম ভস্মীভূত। এই সকল ব্যাপার হইতে মনে হয় ধনিকেরা জনসাধারণের অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচনের আদৌ পক্ষপাতী নহে, বরং তাহাদের সতত চেষ্টা কি প্রকারে তাহারা ব্যবসার দ্বারা মনোমত লাভ উঠাইবে। লাভের জন্য জনসাধারণের মৃত্যুতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। কৃষিপ্রধান ভারতেও শতকরা প্রায় নব্বুই জন লোক গ্রামে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভারতের কৃষকের শোচনীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ইহারা সারা বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিয়া যে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার মালিক কৃষকেরা নহে। খাজনার টাকা ও দেনার টাকা শোধ করিয়া যে শস্য উহাদের নিকট থাকে তাহাতে তাহাদের সারা বৎসরের খাদ্য সংগ্রহ হয় না। একদিকে জমিদার ও মহাজন কৃষকের রক্ত শোষণ করিয়া ভোগ বিলাসে মত্ত অন্যদিকে কৃষক দিনাতিপাতে অসমর্থ হইয়া দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট। সুতরাং দেখা গেল সর্ব্বত্রই ধনিকেরা এক প্রকারে না এক প্রকারে শোষণ নীতি অবলম্বন করিতেছে। অতএব ধনিকের শোষণ নীতি দূর করিবার ব্যবস্থা না হইলে বেকার বা দারিদ্র্য সমস্যা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়। এমন ভাবে সমাজ সংগঠন আবশ্যক, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে এবং কাহারও হাতে এমন ক্ষমতা থাকিবে না যাহাতে সে পরপীড়ক হইতে সমর্থ হয় কিংবা বিনা পরিশ্রমে অন্যের ঘাড়ে চড়িয়া স্ফূর্ত্তিতে সময় কাটাইতে পারে। রুশিয়া এই নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করিয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু রুশিয়া ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশের সরকারই সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারা মনে করে অন্যদেশকে নিজের অধিকারে ছলে বলে আনিতে পারিলে তাহাদের নিজ নিজ দেশের স্থিতি দৃঢ় হইবে। এই জন্য একদেশ অন্যদেশকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। ইটালী ফ্রান্সকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে এবং মনে করিতেছে হয়ত সুবিধা পাইলেই ফ্রান্স তাহাকে

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

চাপিয়া মারিবে। এই জন্য মুসোলিনির সতত চেষ্টা যাহাতে ইটালীর জনবল বাড়িয়া চলে। ফলে দেখা যাইতেছে ১৯২৪ সাল অপেক্ষা ১৯৩২ সালে ইটালীর বেকার সংখ্যার চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রকারে ইটালীর বেকার সংখ্যা বর্ত্তমানে দশ লক্ষের উপর হইলেও—তাহাদের আর্ত্তনাদে ইটালীর দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত হইলেও রাষ্ট্রনেতা মুসোলিনীর এদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার ফ্রান্স্ মনে করিতেছে জার্ম্মেণী যে ভাবে এক্ষণে সবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে যদি সে ভার্সেলস সন্ধির অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য ইটালীর সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ সুতরাং ফ্রান্স্ও তজ্জন্য জনবল বাড়াইতে সচেষ্ট রহিয়াছে। অতএব সন্তান নিরোধ নীতি অবলম্বনে যে দরিদ্রতা দূর বা বেকার সমস্যার সমাধান হইবে তাহাও দুরাশা মাত্র। প্রত্যেকেই যখন অন্যের আক্রমণে শঙ্কিত তখন প্রত্যেকেরই চেষ্টা নৌবল ও অস্ত্র শস্ত্র বৃদ্ধির দিকে। সুতরাং ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ শুনিবার ও তাহার প্রতীকারের অবসর বর্ত্তমানে কোন দেশের সরকারের থাকিতে পারে না। তাই দেখা যাইতেছে,—

অষ্ট্রেলিয়ায়	বেকার সংখ্যা	১২০০০০ উপর,
অষ্ট্রিয়ায়	"	২৭০০০০ উপর,
বেলজিয়মে	"	১৫২০০০ উপর,
কানাডায়	"	১৯২৬০০০ উপর,
জেকোশ্লাভিয়ায়	"	প্রায় ৫০০০০০
ডেনমার্কে	"	প্রায় ৯০০০০
ড্যান্জিগে	"	৩৬০০০ উপর,
ফ্রান্সে	"	৩৪১০০০ উপর,
ফিন্ল্যাণ্ডে	"	১৬৭০০ উপর,
জার্ম্মণীতে	"	৫৫৮০০০০ উপর,
হলেণ্ডে	"	২৪৪০০০ উপর,
হংগেরীতে	"	৩১০০০ উপর,
আয়রলণ্ডে	"	৩০৮০০ উপর,
ইংলণ্ডে	"	২৮০০০০০ উপর,
নরওয়েতে	"	প্রায় ২৮০০০
ইটালীতে	"	১০৩০০০০ উপর,
সংযুক্ত-রাষ্ট্র-আমেরিকায়	"	প্রায় ১০৫০০০০০।

ইহাও অনুমান করা উচিত নহে যে পৃথিবীতে আর অধিক লোকের জীবিকার স্থান হইতে পারে না। ভূমণ্ডলে স্থলবিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল আন্দাজ ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ বর্গমাইল। আমেরিকার জনৈক ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে সারা সংসারে সারে চার বৃন্দ (সারে চারিশত কোটি) মানুষের বসতি ও জীবিকা অর্জ্জন স্বচ্ছন্দে হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানে সারা জগতে লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক একশত উনাশি কোটি। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমেরিকার পণ্ডিতের মতে আরও দুইশত কোটির অধিক লোক বাস করিলেও তাহাদের জীবিকার অভাব হয়

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

না। অতএব অনুমান করা যায় যে, সারা সংসারে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই সকল দ্রব্য মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী বা বণিকেরা সাপের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া আগলাইয়া রহিয়াছে। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য তাহারা নিজেরাও সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিতেছে না এবং পরকেও তাহা ভোগ করিতে দিতেছে না। এইজন্য একদিকে অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের ধ্বংস, অপরদিকে দরিদ্রের বা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ভারতে দারিদ্র্যের সমস্যা কি প্রকারে সমাধান হইত তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে দুঃখ দৈন্যের একটা সঙ্গত কারণ আছে। ভারত পরাধীন,—সুতরাং 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্'—এই নীতিতে ভারতের দারিদ্র্যদুঃখ অনিবার্য্য। কিন্তু স্বাধীন জাতির দেশে দারিদ্র্য দুঃখ এত বেশী কেন? 'সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্'—ইহাতে তো মনে হয় স্বাধীন জাতিসমূহের বিশেষতঃ সুখ-সৌভাগ্যের সাগরসদৃশ আমেরিকার দারিদ্র্য কষ্টভোগের সঙ্গত কারণ না থাকাই উচিত। দুঃখ দারিদ্র্য যদি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক উপপ্লবে হয়, তবে তাহা অপরিহার্য্য—পৌরুষে ইহার প্রতীকার নাও হইতে পারে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধির সহিত, বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির বিস্তারের সঙ্গে দারিদ্র্যদুঃখের বৃদ্ধি কেন হয়, তাহাইতো আশ্চর্য্যের বিষয়। যে অর্থসঙ্কট আজ পাশ্চাত্যভূমে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা শস্যহানির জন্য নহে। মনে হয় ইহার মূল হইতেছে ব্রতহীনতা এবং অপ্রীতি। পাশ্চাত্যজাতি আত্মহত্যাকারী ছিন্নমস্তাপ্রকৃতিতে যেন আজ বিভ্রান্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পরাধীন ভারতে অর্থসঙ্কটের যুক্তিযুক্ত কারণতো থাকিবারই সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত শস্যহানির ফলেও দেশে সময় সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু সমৃদ্ধির সহিত বুভুক্ষা, ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বে হাহাকার-ধ্বনি ভারতসভ্যতা সৃষ্টি করিতে দেয় নাই। তাহার মূলে ছিল ভিক্ষাদান-নীতি—যাহাকে বর্ত্তমানে কেহ কেহ মনে করেন আলস্যের প্রবর্ত্তক। ভারতের সমাজবিজ্ঞান ভিক্ষাদানকে গার্হস্থ্য জীবনের একটা অপরিহার্য্য ব্রতরূপে স্থির করিয়াছিল, যাহার ফলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকল গৃহস্থকে ভিক্ষা দিতে হয়। মনে হয় মার্কিন দেশে এই ভিক্ষাদাননীতি প্রবর্ত্তিত থাকিলে আজ পরিস্ফীত বিত্তবিভবের পার্শ্বে দারিদ্র্যের এই বিকটমূর্ত্তি বীভৎসরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিত না। ভারতের গৃহস্থগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া বাস করিত। ভারতীয় সমাজে প্রতিবাসী ছিল বলিয়াই প্রতিবাসী পরিবারের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ও সহজ আত্মীয়তার সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠিত। এই জন্য উচ্চ শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রীতিভাবে বাস করিত। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে প্রতিবাসিত্ব নাই; কারণ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছে নাগরিকতা—যাহা এক্ষণে আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। নাগরিক জীবনে প্রত্যেকে পাশাপাশি বাস করিলেও কেহ কাঁহারও কড়ি ধারে না—তাহারা গুলিখোরের মত 'আসে যায়, গুলি খায়, মাথা তো দেখে না'। ভারতীয় সমাজে লোকলৌকিকতার একটা কথা ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে—এই লোকলৌকিকতার প্রকৃত অর্থ—আঁতের খবর লওয়া। এই রীতি প্রবুদ্ধ থাকিলে প্রতিবাসী উপবাস করিয়া মরিতে পারে না।—দুর্দ্দিনে মরিলেও ঐশ্বর্য্যের দিনে মরে না। ভারতীয় সভ্যতার মূলে এতাদৃশ বিজ্ঞানসম্মত নীতি প্রচলিত ছিল বলিয়াই বর্ত্তমানের ন্যায় ভারতে নিত্য হাহাকার ছিল না এবং মনে হয় ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য দেশ সমূহ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

অবলম্বন করিলে তাহাদের হাহাকার ঘুচিয়া যাইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভারতীয় সমাজের বেদীমূলে মস্তক অবনমিত না করিলে বিশ্বের দারিদ্র্যসঙ্কট ঘুচিবে না—বরং 'ডলারের' পার্শ্বে দারিদ্র্য চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলেয়ার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইলে ক্রমশঃ বিশ্ব-সংসার হইবে জতুগৃহ এবং বিশ্বমানব হইবে তাহার গ্রাস। তাই উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে 'ভা'তে অর্থাৎ সমৃদ্ধিতে 'রত' থাকিতে হইলে ভারতকে চাহিতে হইবে তার নিজের দিকে, আর বিশ্বজগৎকে চাহিতে হইবে ভারতের দিকে,—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

বাঙ্গালী কোথায় গেল ?

"৬২ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) যখন আমি প্রথম কলিকাতায় আসি তখন চাঁপাতলা গোলদীঘির ধারে ও অখিল মিস্ত্রী লেনের সম্মুখের বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম। * * * ছুতার-পাড়া ও এই সকল অঞ্চলে হিন্দু ছুতারগণ নানাবিধ কাঠের কাজে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত এবং এই সকল স্থান জম্‌জম্ করিত। * * * কিন্তু তাহারা চীনা ছুতারগণের প্রতিযোগিতায় দিন দিন হটিয়া যাইতেছে এবং সংখ্যায় কমিতেছে। সেই সময় কলিকাতার যাবতীয় গোয়ালা বাঙ্গালী হিন্দু ছিল। আমাদের যে দুধ যোগান দিত সেও এই শ্রেণীভুক্ত। * * * আজ বাঙ্গালী গোয়ালা কলিকাতায় সংখ্যায় কয় জন ?

"৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যত বড় বড় কাষ্ঠের গোলা ছিল, সে সমস্তই ছিল বাঙ্গালীর কারবার। আজ কলিকাতার যাবতীয় রজক পশ্চিমদেশীয়। * * আজ কলিকাতায় বাঙ্গালী নাপিতের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, পশ্চিমারা তাহাদের স্থান দখল করিতেছে। সে সময় কলিকাতায় যতগুলি বাজার ছিল, তখন তথায় বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারী বিরাজ করিত। * * পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। বিশেষতঃ আলুর মহাজনী ব্যবসা মাড়োয়ারী ও পশ্চিমাগণের একচেটিয়া। তখন কলিকাতায় মুদী ও ময়রার দোকান সমস্ত বাঙ্গালীদের হাতে ছিল, আজ দেখা যায় যত বৃহদায়তন মুদীখানা সমস্তই অবাঙ্গালীর দ্বারা অধিকৃত।

"কলিকাতার যত পাচক ও ভৃত্য আছে তাহার শতকরা ৯৫ জন হয় পশ্চিমা, না হয় উৎকলবাসী—ইহারা মফঃস্বল সহরে গিয়াও ঢুকিয়াছে। যত পাল্কির বেহারা সমস্তই হয় উড়িয়া না হয় পশ্চিমা। * * যাবতীয় কুলী পশ্চিমা। গঙ্গার ঘাটে... ..যত মাঝি মাল্লা সমস্তই প্রায় অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গালায় এই প্রকার নানা ব্যবসায় ও রোজগারে প্রায় ২২ লক্ষ অবাঙ্গালী। * * যাবতীয় অ-বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশ হইতে নিজ নিজ প্রদেশে প্রতিমাসে গড়ে দশকোটি এবং বৎসরে ১২০ কোটি টাকা প্রেরণ করে।

"কলিকাতার সমস্ত অলিগলি ও বড় রাস্তার উপর পান বিড়ি প্রভৃতির দোকান * * তাহার দুই একটি ছাড়া সবই বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত নহে।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

"ভবানীপুর অঞ্চলে পাঞ্জাবীগণের বড় বড় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা মোটর পরিচালনা ও মোটর মেরামতি করতলগত করিয়াছে। তা ছাড়া ইলেক্‌ট্রিক ফিটিংও পাঞ্জাবীগণের একচেটিয়া। এই কলিকাতায় ৫।৭ হাজার পাঞ্জাবী এই প্রকার নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। * * * জল, ড্রেন, গ্যাস প্রভৃতি বিভাগে যাবতীয় মিস্ত্রী উড়িয়া।

বাঙ্গালীর কেরাণীগিরি অন্ততঃ একচেটিয়া ছিল, ইহাদের মুখের গ্রাস মাদ্রাজীরা আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে। * * * জমীর মালীকানি স্বত্বও বাঙ্গাকীর হাত হইতে অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

এই ত গেল কলিকাতার কথা। সমস্ত বাঙ্গালা ও আসাম জুড়িয়া যত ধান, পাট, সরিসা, ভূষিমাল এমন কি সমস্ত ক্ষেত্রজ ফসলের ব্যবসায়—তাগ য়ুরোপীয় ও মাড়োয়ারীর একচেটিয়া; তা ছাড়া যত আমদানী মাল, যথা—বিদেশী ও বোম্বের কাপড়, কেরোসিন তেল, লবণ, লোহ ইত্যাদি সমস্তই অবাঙ্গালীর হাত দিয়া চলে। কলিকাতার যাবতীয় ব্যাঙ্কে প্রত্যহ লাখ লাখ টাকার হুণ্ডী, চেক ইত্যাদির আদান প্রদান হয়, তাহাও মূলতঃ বাঙ্গালীর হাত দিয়া নহে। বেল পাকিলে কাকের কি! হায় হতভাগ্য বাঙ্গালী! ইহার শত করা কয় অংশ তোমার, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?—পি, সি, রায়। (প্রবন্ধের অংশ বিশেষ)

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—তাহা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচার্য্য

(৪)

এইবার দেখা যাউক—শাণ্ডিল্য সম্বন্ধে বেদনিন্দা হইয়াছে এবং নারদ সম্বন্ধে বেদনিন্দা হয় নাই কেন? দেখা যায়—শাণ্ডিল্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"বিপ্রতিষেধশ্চ অস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধঃ উপলভ্যতে" "বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি, চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়ঃ অলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রম্ অধিগতবান্—ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ"।

অর্থাৎ এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে বহুবিধ বিপ্রতিষেধও আছে ... ... বেদবিপ্রতিষেধেও আছে, যথা সমুদায় চারিবেদে পরম শ্রেয়ঃ না পাইয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র লাভ করেন। ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এই কথাটী শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যকর্তৃক উদ্ধৃত প্রাচীন পরমসংহিতার শঙ্করাচার্য্য-

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

কর্ত্তৃক অনুবাদমাত্র। যে হেতু পরমসংহিতার বচন শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য যাহা উদ্ধৃত করিতেছেন তাহা এই—

"অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গা সবিস্তরাঃ।
শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকোবাক্যযুতানি চ॥
ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা ক্বচিৎ।
শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি॥

অতএব শঙ্করাচার্য্য শাণ্ডিল্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্, এবং শাণ্ডিল্য বেদ হইতে যে পরম শ্রেয়ঃ পান নাই, তাহাও ঠিক্।

কিন্তু নারদের সম্বন্ধে ইহা অন্যরূপ। নারদ বলিতেছেন—আমি সমুদয় বেদ পড়িয়া মন্ত্রবিৎ হইয়াছি, কিন্তু আত্মবিৎ হই নাই। যথা নারদ বলিতেছেন—

"ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং সামবেদম্ আথর্ব্বণং
চতুর্থম ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্"... ... "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেব অস্মি নাত্মবিৎ"

এস্থলে নারদ এরূপ কিছু বলিলেন না যে, চারি বেদে আমি শ্রেয়ঃ পাইলাম না। "আত্মবিৎ হই নাই বলায় বেদে আত্মবিৎ হইবার উপায় নাই বলা হয় নাই।

তাহার পর বেদপাঠ বলিতে কেবল মন্ত্রবিৎ হওয়া নহে, মন্ত্রার্থ যে পরমাত্মতত্ত্ব তাহার জ্ঞানলাভও বেদপাঠের অঙ্গ। অতএব নারদের বেদপাঠ সম্পূর্ণ হয় নাই, অর্থাৎ অপূর্ণ ছিল, ইহা নারদের কথা হইতেই জানা যায়। পক্ষান্তরে শাণ্ডিল্য বলিলেন যে, সমগ্র সশাখ সাঙ্গোপাঙ্গ বেদে তিনি শ্রেয়ঃ পাইলেন না, সুতরাং তাঁহার বেদপাঠের যে অপূর্ণতা ছিল, তাহা তিনি বলিতেছেন না। অতএব যিনি বলিলেন যে, সমগ্র বেদ সম্পূর্ণ পড়িয়া আমি পরমতত্ত্ব পাইলাম না, তাঁহার কথাতেই বেদনিন্দা হইল, আর যিনি বলিলেন "আমি মন্ত্রবিৎমাত্র হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ না পড়িয়া আত্মবিৎ হই নাই, তাঁহার কথায় বেদনিন্দা হইল না। সুতরাং নারদের দৃষ্টান্ত দিয়া শাণ্ডিল্যের বেদনিন্দার কোন প্রতীকার হইল না।

তাহার পর নারদের কথাটী উপনিষদেই আছে। সেই উপনিষদেই আছে—নারদ অতঃপর সনৎকুমারের উপদেশে ভূমাজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন। সেই উপদেশও সেই উপনিষদেই আছে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এইটি আখ্যায়িকা, এতদ্দ্বারা নারদের প্রতি উপদেশের প্রশংসা করা হইয়াছে মাত্র। যদি নারদ শাণ্ডিল্যের মত পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রদ্বারা এই চরিতার্থতা লাভ করিতেন, তাহা হইলে, না হয়, কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিত। কিন্তু তাহাত হয় নাই! অতএব নারদের উপমাদান নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। পক্ষান্তের শাণ্ডিল্য বেদমধ্য হইতে চরিতার্থতা লাভ না করিয়া পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র হইতে তাহা লাভ করা এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র বেদাতিরিক্ত বা বেদবহির্ভূত হইতেছে।

যদি বলা যায় দুর্জ্ঞেয় বেদার্থ বুঝিবার জন্যই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র; পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র বেদেরই ব্যাখ্যাস্থানীয়; যেমন মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বলা হইয়াছে —

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ (মঃ শাঃ মোঃ ৩৫০।৬৩)

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

অথবা—

ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্যযোগকৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশাব্দিতম্॥

(কিন্তু ৩৩৯।১১১ শ্লোকে "সাংখ্যযোগকৃতং তেন" এইরূপ পাঠ আছে)

আবার—এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রং চ কথ্যতে॥ ৩৪৮।৮১

ইত্যাদি, তাহা হইলে সেই মহাভারতকর্ত্তা বেদব্যাসই কেন ব্রহ্মসূত্রে তাহাদের খণ্ডন করেন। বেদব্যাস সাংখ্য যোগ পাঞ্চরাত্র পাশুপত সবই খণ্ডন করিলেন। কিন্তু পাঞ্চরাত্রপক্ষপাতিগণ পাঞ্চরাত্রের বৈদিকতার জন্য যেমন বদ্ধপরিকর হইলেন, সাংখ্য যোগ বৈশেষিক ও পাশুপতের জন্য তদ্রূপ হইলেন না কেন? সেস্থলে তাঁহারা নীরব কেন? আর যদি অংশবিশেষ আপত্তিকর বলিয়া ব্যাস সাংখ্যাদিমতের খণ্ডন করেন বলিতে হয়, তবে পাঞ্চরাত্রের পক্ষেও সেই কথা স্বীকার্য্য হইবে না কেন? বস্তুতঃ রামানন্দীয় ভাষ্যে এইরূপই দেখা যায়। ইনিও রামানুজসম্প্রদায়ের একটী শাখাবিশেষ।

কিন্তু তাহা হইলেও যে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গবিশেষ, যাহার প্রশংসায় মহাভারত বহু স্থলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অংশবিশেষেরই বা খণ্ডন করা কেন হয়? ইহা নিশ্চয়ই অতি গভীর প্রশ্ন। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই সকল শাস্ত্র কালবশে বিকৃত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে খণ্ডনীয় অংশ স্থান লাভ করিয়াছে। কারণ, গীতাতেই বলা হইয়াছে—

"স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ"
"স কালেন মহতাযোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ"
"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ"

অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগ কালবশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভগবান্ তাহাই অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন। বস্তুতঃ, সম্প্রদায়ক্রমে বিদ্যা চলিতে চলিতে বিকৃতই হয়—ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শাণ্ডিল্যের সময়, অতএব, যে পাঞ্চরাত্র ছিল, তাহা বিকৃতই হইয়াছিল; এজন্য কেহ বা তাহাকে বৈদিক বলিত, আবার কেহ বা তাহাকে বেদাতিরিক্ত ও বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিত, ইত্যাদি। আর আজ ইহার নিদর্শন দিতে কষ্ট হয় না, যেহেতু একদল তান্ত্রিক এবং একদল বৈষ্ণব আছেন, যাঁহারা তন্ত্র ও ভাগবতাদি শাস্ত্রকে বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ ও বেদাতিরিক্ত বলেন। আবার তাঁহাদের মধ্যেই আর এক দল আছেন, যাঁহারা সেই তন্ত্র ও ভাগবতাদিকে বৈদিক করিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবেরই অনুসরণ করিয়া পাঞ্চরাত্রের অংশবিশেষের যে অবৈদিকত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, তাহাতে সত্যের কোন অপলাপ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শাণ্ডিল্যের সময় পাঞ্চরাত্র যদি বেদের ব্যাখ্যা বলিয়াই অবিসংবাদিতরূপে আদৃত হইত, তাহা হইলে 'সাঙ্গোপাঙ্গ সবিস্তর বেদ পড়িয়া শ্রেয়োমার্গ দেখিতে পাইলাম না' একথা আর শাণ্ডিল্যের মুখ দিয়া বাহির হইত না।

বস্তুতঃ মহাভারতে পাশুপত পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের যেরূপ পরিচয় ও প্রশংসা আছে, তাহাতে ইহাদিগকে বেদজ্ঞানলাভের সহায় বলিতে কোনরূপ কুণ্ঠাই হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও যে উহারা বেদ অনধিকারীদিগের জন্য তাহাও বুঝিতে বাকী থাকে না। ব্যাসেরই অন্য গ্রন্থে আছে—

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

অলাভে বেদমন্ত্রাণাং পাঞ্চরাত্রোদিতেন হি।
আচারেণ প্রবর্ত্তন্তে তে মাং প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ ॥ (বরাহপুরাণ ৬৬।১১)

অর্থাৎ বেদমন্ত্রের অলাভে পাঞ্চরাত্রোদিত আচারে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামানুজমতের যতীন্দ্রমতদীপিকা গ্রন্থের টীকায় পাঞ্চরাত্রমতের নিন্দাসূচক একটী বাক্যের স্বমতানুকূল ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে পুরাণবচনটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেও ঐ কথাই স্পষ্ট। যথা—

পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং তন্ত্রং বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্ ॥

অর্থাৎ বেদভ্রষ্টগণকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ নারায়ণ পাঞ্চরাত্র ভাগবত বৈখানস শাস্ত্র বলিয়াছেন। ইহা ৪।৫ শত বৎসরের একখানি পুরাতন তন্ত্রমধ্যেও উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়।

কূর্ম্মপুরাণ ১১ অধ্যায়ে আছে—

কাপালং পাঞ্চরাত্রং চ যামলং বামমার্হতম্।
এবংবিধানি চান্যানি মোহার্থানি তানি তু ॥ (কূর্ম্মপুরাণ ১১অ)

অর্থাৎ কাপাল নামক শৈব মত, পাঞ্চরাত্র মত, বামমার্গীয় যামলতন্ত্র এবং আর্হত প্রভৃতি মত মোহার্থ রচিত হইয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণের ২২ অধ্যায়ে আছে—

অপাংশোঃ সাত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্।
মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্ব্বেদবিদাং বরঃ ॥
স নারদস্য বচনাৎ বাসুদেবার্চ্চণে রতঃ।
শাস্ত্রং প্রবর্ত্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃ শ্রিতম্ ॥
তস্য নাম্না তু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনম্।
প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্ ॥
সত্বং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবান্ ইতি চাব্রবীৎ।
সাত্বতাস্তেঽপি বিজ্ঞেয়া উক্তা ভাগবতাশ্চ তে ॥

ইহার অনুবাদ না দেওয়াই ভাল। যাহা হউক, ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, সাত্বত বা ভাগবতশাস্ত্র বেদে অনধিকারীর জন্য।

অবশ্য একথার বিরুদ্ধে পদ্মপুরাণে আছে—

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥
প্রথমং হি ময়া প্রোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃ শৃণু ॥
কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তুকপিলেন বৈ ॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা ॥

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥

ইত্যাদি বহুবচনে এক বৈষ্ণবশাস্ত্র ভিন্ন সকলেরই নিন্দা করা হইয়াছে। যাহা হউক এতদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, পাঞ্চরাত্র পাশুপত সাংখ্য যোগ ন্যায় ইহারা সকলেই বেদার্থের সহায়। আর সম্প্রদায়ক্রমে প্রবাহিত হইতে হইতে যে যৎকিঞ্চিৎ বিকৃতি লাভ ঘটিয়াছে, তাহারই জন্য ইহাকে অবৈদিক বলা হয় আর তত্তৎ অংশেরই খণ্ডন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কূর্ম্ম-পুরাণে তামস পুরাণ বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় আছে। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলেও তামস পুরাণের অন্য অংশে অপ্রামাণ্য বা অনাদর তদ্বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। যেহেতু তামসত্বনিবন্ধন বস্তুতন্ত্র বিষয়ের অপ্রামাণ্য বা অনাদর বুঝায় না, কিন্তু কর্ত্তৃতন্ত্র বিষয়েই তাহা সম্ভব হয়। এই স্থলে বেদভ্রষ্ট প্রভৃতির জন্য "পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র ভগবৎকর্ত্তৃক রচিত" ইহা একটী ঘটনাবিবরণ বলিয়া ইহা বস্তুতন্ত্র বিষয়। বিধিনিষেধাদির অধীন পূজাপাঠাদি কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছাধীন বলিয়া উহা কর্ত্তৃতন্ত্র বিষয়। অতএব পাঞ্চরাত্রের উপপত্তিসংক্রান্ত বচন তামসপুরাণের বচন বলিয়া অপ্রমাণ বা অনাদরনীয় হইতে পারে না।

ভাস্করাচার্য্যের ভাষ্যেও দেখা যায় যে, তিনি শাণ্ডিল্যকে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের কর্ত্তা ই বলিয়াছেন, যথা—

"শ্রুতিবিপ্রতিষেধশ্চ—চতুর্ষু শ্রেয়োদ্বারম্ অলব্ধ্বা ইদং শাস্ত্রং শাণ্ডিল্য শ্চকার ইতি।"
(২।২।৪৪ সূত্রভাষ্য)

ইহা হইতে মনে হয়, নারায়ণপ্রোক্ত পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ব্যক্তিবিশেষের হস্তে পড়িয়া বিকৃতই হইয়াছিল। আর এই বিকৃতিসাধনে শাণ্ডিল্যও একজন। ভট্টোজী দীক্ষিত এক পুরাণবচন হইতে দেখাইয়াছেন যে, শাণ্ডিল্যের পরিশেষে নরক হয়। তখন তিনি নারায়ণের উদ্দেশে স্তব করিতে থাকেন। নারায়ণ বলেন—তোমার বেদনিন্দার ফলে এই নরক হইয়াছে, তবে তুমি আমার সেবা করিয়াছ, এজন্য নরকভোগান্তে পুণ্যলোকে গমন করিবে।' প্রসিদ্ধিও আছে—শাণ্ডিল্য বশিষ্ঠের ঔরসে এক চর্ম্মকারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ব্রাহ্মণসমাজে আসনলাভে বঞ্চিত হন। পরে বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে তপস্যা করিয়া দেহ স্বর্ণময় হইলে ব্রাহ্মণগণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। অতএব কোন সময়ে শাণ্ডিল্যের বেদনিন্দার যে একটা প্রবৃত্তি হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা নাই। এইরূপ যতই আলোচনা করা যাইবে, শাণ্ডিল্যসম্পর্কিত পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে যে বেদনিন্দা আছে এবং তজ্জন্যও তাহা যে অংশতঃ অবৈদিক তাহার আর অন্যথা করা যায় না।

এখন একটা প্রশ্ন হইতে পারে, উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যার প্রশংসা আছে, আর তদনুসারে বেদান্তসারাদিগ্রন্থেও উপাসনার জন্য শাণ্ডিল্যবিদ্যার নাম করা হইয়াছে, অতএব শাণ্ডিল্যসম্পর্কিত পাঞ্চরাত্র খণ্ডনীয় কেন ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উপনিষদের শাণ্ডিল্য কোন ব্যক্তি নহেন বলিয়াই বিবেচিত হন। যেমন বেদের রামচন্দ্রাদি কোন ব্যক্তি নহেন, কিন্তু রামায়ণের রামচন্দ্র ব্যক্তি-বিশেষ বলা হয়—ইহাও তদ্রূপ।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা আলোচ্য।—কথাটী এই যে, পাঞ্চরাত্রপক্ষপাতিগণ বলেন—"অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

একটী বিশেষ ধারা। অতি প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রকারগণই এই শাস্ত্রানুসারেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছেন; এই শাস্ত্রকে বেদবিরোধী ঘোষণা না করিয়া ইহার সহিত বেদার্থের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য রামানুজ সমাজের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিকতর শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছেন—একথা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন কাল হইতে শাস্ত্রের সহিত শাস্ত্রের সামঞ্জস্যবিধানই সজ্জনগণসমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সহিত বেদার্থের বিরোধ কল্পনা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ভাল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।"

এতদুত্তরে বলা যায় যে, কথাটী বিশেষ চিন্তা না করিয়াই বলা হইয়াছে। তাহার কারণ এই—"অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের একটী বিশেষ ধারা" বলিলে ইহা বেদাতিরিক্তই হইয়া যায়। কারণ, ভারতের সভ্যতাবিকাশের মূল বেদ। যেখানে বেদাতিরিক্ত কিছু হয়, সেই স্থলেই বিশেষ নামকরণ হয়। একমাত্র মীমাংসা ব্যতীত পাঞ্চরাত্র পাশুপত যোগ সাংখ্য ন্যায় বৈশেষিক সবই এইরূপ কিঞ্চিৎ বেদাতিরিক্ত হওয়ায় বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তজ্জন্য অংশতঃ অবৈদিকও হইয়াছে। আর তজ্জন্য সাংখ্যও বৈশেষিকাদির মত, বেদান্তদর্শনে ব্যাসকর্তৃক অংশতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। বৌদ্ধ জৈন চার্ব্বাক ইহারাও সেই বেদ হইতে উদ্ভূত হইলেও বেদ অমান্য করায় ইহাদিগকে সম্পূর্ণ অবৈদিক নামে পরিচিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ অংশতঃ অবৈদিক ও সম্পূর্ণ অবৈদিক শাস্ত্রেরই খণ্ডন কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রে করা হইয়াছে।

যদি বলা যায় পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রদ্বারা যে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, তাহা অংশতঃও অবৈদিক বলা হয় না। শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে অংশতঃ অবৈদিক জ্ঞান করাতেই এই আপত্তি? তাহা হইলে বলিব, তাহাও বলা চলে না; কারণ, যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারাই বলেন যে, "অতি প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রকারগণই এই শাস্ত্রানুসারেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছেন—এই শাস্ত্রকে বেদবিরোধী ঘোষণা না করিয়া ইহার সহিত বেদার্থের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া আচার্য রামানুজ সমাজের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিকতর শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছেন" ইত্যাদি। যদি পাঞ্চরাত্র পূর্ণ বৈদিক শাস্ত্রই হইবে, তবে "প্রাচীন বৈদিকশাস্ত্রকারগণ এই শাস্ত্রানুসারে" চলেন কি করিয়া? এই শাস্ত্র ও বৈদিকশাস্ত্র অবশ্যই ভিন্ন বলিতে হইবে। বস্তুতঃ বৈদিক শাস্ত্র ও পাঞ্চরাত্র যে বিভিন্ন, তাহা তাঁহারা নিজমুখেই বলিয়া ফেলিলেন। সত্য এই ভাবেই প্রকাশ পায়। ইচ্ছা না থাকিলেও বাহির হইয়া যায়।

যদি বলা যায়, উহা বাক্যস্খলন মাত্র, সাংখ্যাদি অন্য শাস্ত্র অংশতঃ অবৈদিক হইলেও পাঞ্চরাত্র সম্পূর্ণ বৈদিক! তাহা হইলে বলিব যে, পাঞ্চরাত্র বহুশাখাসমন্বিত ইহা প্রসিদ্ধ কথা। যে শাখায় জীবোৎপত্তি স্বীকার্য্য হয়, সেই শাখাকেই অবৈদিক বলা হইয়াছে, অন্য শাখাকে বলা হয় নাই। শাণ্ডিল্যের বেদনিন্দার ফলে নরকভোগের কথা যখন পুরাণেই আছে, তখন পাঞ্চরাত্রের শাখাবিশেষের অবৈদিকত্ব দুরপনেয়। শাঙ্করভাষ্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূত্রকারসম্মত, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের উপর যে আক্ষেপ, তাহা ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কি?

আর যদি বলা যায়—বেদ, হিমশৃঙ্গে বিন্দুসরোবরের ন্যায় অমৃতসাগরবিশেষ, তাহা হইতে

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

গঙ্গাদির ন্যায় নানা শাস্ত্রীয় ধারা নির্গত হইয়াছে, সবই বৈদিক? তাহাও কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বেদমূলক বিবিধ শাস্ত্রগুলি বেদার্থের বাহুল্য ও বৈচিত্র্যবশতঃ উৎপন্ন, অথবা অধিকারিভেদে উৎপন্ন? উভয় ক্ষেত্রেই তাদৃশ বিবিধ শাস্ত্রে অবৈদিক অংশ অনিবার্য্য। যেহেতু বেদের চরম তাৎপর্য্য একই। বিবিধ বলিয়া যেগুলি বোধ হয়, সেগুলির যে অবান্তর তাৎপর্য্য, তাহা চরম তাৎপর্য্যের পোষক, বিরোধী নহে। অতএব তাহাদের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধাংশে তাহাদেরও তাৎপর্য্য নাই। অগত্যা সেগুলি অবৈদিক বলিতে হয়। আর যদি অধিকারিভেদে বেদ হইতে বিবিধ শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়, তবে অধিকারীর বুদ্ধিদোষবশতঃ তন্মধ্যে অবৈদিক অংশ স্থান যে পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব বেদমূলক, সাংখ্য যোগ পাশুপত ন্যায় বৈশেষিক পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই কিছু কিছু অবৈদিক অংশের প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী।

এখন বেদের সহিত সামঞ্জস্য করিতে গেলে, এই অবৈদিক অংশের খণ্ডনভিন্ন আর গতি কি আছে? ব্যাসদেবকে অনুসরণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহাই করায় তিনি সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। আর রামানুজাচার্য্য সেই অবৈদিক অংশের অন্যথা ব্যাখ্যা করায় স্বসম্প্রদায় পুষ্ট করিয়াছেন—ইহাই বলিতে হয়। রামানুজাচার্য্যের এতাদৃশ ব্যাখ্যার পরিচয় প্রবন্ধান্তরভিন্ন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এবার সে চেষ্টায় বিরত রহিলাম।

তাহার পর "রামানুজাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সমাজের অধিক শ্রেয়ঃসাধন করিয়াছেন" এই উক্তিটী পরীক্ষা করিয়া এই প্রবন্ধের এই অংশ শেষ করা যাউক। উভয়ের জীবন-চরিত হইতে আমরা দেখিতে পাই—

১। শঙ্কর, বৌদ্ধপ্লাবনে প্লাবিত অসংখ্য পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতকে, যত দেবদেবী এক ব্রহ্মের শক্তির বিলাস বলিয়া বুঝাইয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ করিলেন, আর—

রামানুজাচার্য্য, "আমার নারায়ণই বড়" "নির্গুণ ব্রহ্ম মিথ্যা" ইত্যাদি বলিয়া গৃহবিচ্ছেদের যেমন সূত্রপাত করিলেন; অমনি শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ মস্তক উত্তোলন করিলেন। অধিক কি, ইহারই পর এক বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যেই মাধ্ব নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ পরস্পরবিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে কে ভারতের অধিক উপকারী? কে সমাজের অধিক হিতকারী?

ধর্ম্মের দ্বারা একতা, একটা অত্যন্ত আন্তরিক একতা। ইহা কি সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম ভিন্ন সম্ভব হয়? আর সার্ব্বভৌম কি অপরকে নিজ মতে আনিয়া হয়? না, সকলের নিজ নিজ মতের মধ্যে সংস্কার ও সামর্থ্য অনুসারে সেই সর্ব্ব-অবিরোধী একের সন্ধান দিলে হয়? এ ক্ষেত্রে কাহার ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম হইবার যোগ্য?

২। শঙ্কর বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়া তন্মধ্যে একবাক্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, বেদান্তের নানা গ্রন্থ লিখিয়া শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, শতাধিক দেবদেবীর স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছেন, আর—

রামানুজাচার্য্য শ্রুতিপ্রস্থানের ভাষ্য না করিয়া একখানি বেদার্থ-সার-সংগ্রহ মাত্র গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি করিয়াছেন, উপদেশগ্রন্থ বা দেবদেবীর স্তবস্তুতি কিছুই করেন নাই বলিলেই হয়। একটী স্তব, গীতাভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। অন্য গ্রন্থের মধ্যে গদ্যত্রয় ও বেদান্ত-তত্ত্বসার প্রভৃতিই দেখা যায়। এস্থলে কে ভারতের ও সমাজের অধিক উপকার করিয়াছেন?

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

৩। শঙ্করমতে অন্য সকল সম্প্রদায়ের স্থান আছে, উপযোগিতাও আছে।

রামানুজমতে অন্য মতের স্থান নাই, তাহাদের পরিণাম নরকাদি। কে ভারতের অধিক উপকার করিলেন?

৪। উত্তরভারতে চীনগণের অভিযানে যখন দেবমন্দিরগুলি লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত ও বিগ্রহশূন্য হইয়াছিল, শঙ্কর তখন বিষ্ণু শিব শক্তি প্রভৃতি নানা দেবদেবীর বিগ্রহ সমুদায় যথাপূর্ব্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পূজা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার ফলস্বরূপ আজ বদরিকাশ্রমে নারায়ণবিগ্রহের পূজা চলিয়া আসিতেছে; হৃষীকেশে যজ্ঞেশ্বর বিগ্রহ (বর্ত্তমান ভরতজী) পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছেন; তুঙ্গনাথ, পশুপতিনাথ, চণ্ডীকা ও কালিকা প্রভৃতি দেবদেবীর বিগ্রহ আজ উত্তরাখণ্ডে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অধিক কি, কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ঐ প্রদেশে গিয়াছিলাম, এবং মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাতার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তখন একবাক্যে শুনিয়াছিলাম "এ সব ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।" পুরীধামের প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন—জগন্নাথদেবও শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ ভারতের অন্যান্য বহু স্থলে দেবদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নূতন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তি অতুলনীয়।

পক্ষান্তরে রামানুজাচার্য্য শিব ও শক্তিমন্দিরে প্রবেশই করিতেন না। দর্শন ও স্পর্শনে পাপ বিবেচনা করিতেন। তিনি নিজ পাঞ্চরাত্র মতের পূজা যখন পুরীধামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, তখন ভগবানের আদেশে হনুমান রামানুজাচার্য্যকে কূর্ম্মক্ষেত্রে রাত্রিমধ্যে নিপাতিত করেন, রামানুজাচার্য্য নিদ্রাভঙ্গে শিবলিঙ্গের সম্মুখে পতিত দেখিয়া তিন দিন অনাহার করিয়া চিত্তবৈকল্য নিবারণ করেন। দক্ষিণ দেশেও এক শিবমন্দির সংক্রান্ত ব্যাপারে রামানুজাচার্য্যের এই ভাব দেখা যায়। তিরুপতির শিববিগ্রহকে (যিনি পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় বলিয়া পূজিত হইতেন) বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া প্রচারের মধ্যেও রামানুজাচার্য্যের যে ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। খুব সম্ভব এ সব ভাব রামানুজাচার্য্যের নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি অত্যধিক প্রীতিপরিচয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে সার্ব্বভৌমভাব কোথায়? অতএব কি বলা চলে না যে, আচার্য্যগণের মধ্যে কে অধিকতর ধর্ম্ম ও সমাজের শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছেন?

উভয়ের জীবনচরিত দেখিলে এ জাতীয় বহু বিষয় পাওয়া যায়, অনুসন্ধিৎসু পাঠক আকর গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

বস্তুতঃ এই উপকারের মাত্রা তুলনা করিতে হইলে, তাঁহাদের জীবনচরিত তুলনা করাও আবশ্যক। কিন্তু সে কার্য্য আর এখানে সম্ভবপর নহে। শেষ কথা, মহাপুরুষের চরিত্র এ ভাবে তুলনা করাই উচিত নহে। সকলেই জগতের কল্যাণজন্য আবির্ভূত, অধিকারিভেদে তাঁহাদের মতের আদর বা অনাদর হয় মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ না করিয়া মতমাত্রের খণ্ডন ও স্বমতের উপাদেয়তা প্রদর্শন করাই সমীচীন উপায়। পাঞ্চরাত্র মতের প্রচারই যদি কামনা হয়, তাহা হইলে তাহার উপাদেয়তা প্রচার করিলেই হয়। আর তুলনা করিয়া শ্রেষ্ঠতাপ্রদর্শনের ইচ্ছা হইলে অন্য মত পূর্ব্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিলেই হয়। অমুকের অপেক্ষা অমুক হিতকারী, এরূপ বলা সঙ্গত হয় না।

যদি বলা হয় তবে এরূপ তুলনা, আমিই বা করিলাম কেন? আমারও ত উচিত নহে? তাহার উত্তর এই যে, সম্প্রদায়ের নাম করিয়া কেহ আক্রমণ করিলে, এরূপ অপ্রিয় অথবা অন্যায় আচরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এরূপ আক্রমণ সহ্য করিলে অনভিজ্ঞ বা উদাসীন ব্যক্তি ভাবিবেন তবে বুঝি এ মতে বলিবার কিছু নাই। বস্তুতঃ আক্রমণ আমার পক্ষ হইতে হয় নাই।

অবশ্য ইহারও একটা ভাল দিক্ আছে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরনিন্দা করিতে করিতে স্বমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধি হয়, আর তখন পরনিন্দাপ্রবৃত্তি থাকে না। ভগবান্ করুন এরূপ আলোচনার ফলে বাদীপ্রতিবাদীর স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা বৃদ্ধিই হউক! (ক্রমশঃ)

— শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

মাসপঞ্জি—ভাদ্র, ১৩৪০

দৈব।—

উড়িষ্যায় ভীষণ বন্যা হইয়াছে; যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব হইতেও বন্যার সংবাদ আসিয়াছে। উড়িষ্যার বন্যাপীড়িত অংশ বিশেষরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্থ।

দুর্ঘটনা।—

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, ই, জে বার্জ প্রকাশ্য খেলার মাঠে তিন জন বাঙ্গালী যুবকের গুলিতে হত (১৭)—বিমান-যান পরিচালনায় সুদক্ষ ভারতীয় "এয়ার ফোর্সে" নব নিযুক্ত ভারতীয় যুবক ভূপেন্দ্র সিং ও অমরজিৎ সিং করাচীর নিকটে যাত্রাপরীক্ষায় পড়িয়া মরিয়া গিয়াছেন (১৯)—ইহারা বিলাতে 'রয়েল এয়ার ফোর্স' কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন।

দণ্ড।—

চট্টগ্রাম অস্ত্রলুণ্ঠন মামলার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আসামী সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুদণ্ড এবং স্ত্রী আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-প্রেরণ আদেশ হইয়াছে।

উপবাস পর্ব্ব।—

মহাত্মা গান্ধী জেলে পুনঃ আর এক আমরণ উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন (১), হরিজন আন্দোলনে অবাধে কার্য্য করিবার অধিকার তিনি চাহেন, সরকার বলেন আইন অমান্য নীতি তিনি যদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করেন তবেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া যায়; মহাত্মা তাহাতে কোনও উত্তর দেয় না; পরে প্রথমতঃ তাহাকে পুণা সেসুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় (৫) দুই দিন পর তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে (৭)

উক্তি।—

ভাইসরয় লর্ড ওয়েলিংডন সীমলা রাষ্ট্র পরিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন (১৪) যে, ভারতের সাধারণ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল, সীমান্ত প্রদেশে বিমান হইতে বোমা প্রয়োগ সঙ্গতই হইয়াছে, ইংলণ্ড-জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সূত্রে যে রফা হইবার কথা চলিতেছে তাহার ফল উত্তম হইবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিকল্পনা নব রাষ্ট্র সংস্কার প্রবর্ত্তনের অনেক পূর্ব্বেই কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে—বাঙ্গলার সন্ত্রাসকারীদিগের কার্য্যকলাপ নিঃসন্দেহ সরকার সংযত করিয়া আনিয়াছেন।

মুক্তি।—

পণ্ডিত জহর লাল নেহেরুকে দণ্ডকাল নিঃশেষ না হইতেই মুক্তিদান করা হইল (১৪); মাতার পীড়ার দরুণ সরকার এই করুণা করিলেন বলিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

আইন-কানুন।—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এই প্রস্তাব পাশ করিলেন যে বিশেষ কোনও দক্ষতা ব্যতীত কোনও অ-বাঙ্গালীকে বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না; জুয়া খেলাতে টাকা আমদানী করিয়া তাহাতে সাধারণের উপকার জনক কার্য্য করিবার পক্ষেও এক বিধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে; কলিকাতা করপরেশনের কর্ম্মচারী নিয়োগে রাজনৈতিক ভাব নিরোধ করিতে সরকারের সঙ্কল্পিত আইন যে নির্ব্বাচিত উপসমিতির বিচারাধীন ছিল, তাহা মূল আইন কতকটা নরম করিয়া অভিমত দিয়াছে।—দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে কোন প্রকারে কেহ প্রজাদের অসন্তোষ উৎপাদন করিতে, সংবাদপত্রে অভিযোগ বা রাজ্য মধ্যে কেহ অভিযান না করিতে পারে, এজন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী আইনের খসড়া উপস্থাপিত করিয়াছেন—ভারতের মুদ্রা, বিনিময় ও সাহুকারী রক্ষার জন্য বহু দিনের সঙ্কল্পিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থাপিত হইল (২৪); কলকারখানা নিয়ন্ত্রণ জন্য ফ্যাক্টরী বিলও পেশ হইয়াছে (২৪)ক; লিকাতা মিউ-নিসিপ্যাল বিল পাশ হইল (২৩)। বঙ্গীয় জলপথবিধির এক কানুনপ্রস্তাবও উপস্থিত আছে। কুসীদ ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ পক্ষে একটি আইন হইতেছে।

সীমান্ত-সংঘর্ষ।—

সীমান্তের বৈরভাব অনেক দিন শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে; বিদ্রোহী দলের এক জিরগাতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ইহারা আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাব ত্যাগ করিবে।

শিক্ষা।—

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের একটী ছাত্র দুইটী বিষয়ে এম-এ পাশ করিয়া এক্ষণে এক কলেজে অধ্যাপক, আর একজনও ইতিহাসে এম-এ পাশ করিয়া লেকচারার, আর একজন অনার্স সহ বি-এ পাশ

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

করিয়াছেন। আর একজন ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔষধ প্রস্তুত করণ সম্পর্কিত রসায়ন শাস্ত্রে এক নূতন ডিগ্রী পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইতেছে।

বাণিজ্য।—

প্রতিশোধকল্পে জাপান ভারত হইতে তুলা না কিনিয়া পারস্য হইতে লইতেছে। বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ প্রভাবশালী এক দল ইংরেজ বিলাতী বস্ত্র শিল্পের পক্ষ সমর্থনার্থে এদেশে আসিয়াছেন; জাপানীরাও ইহাতে যোগদান করিল।

নারীসম্ভ্রম।—

ব্যবস্থাসভায় সরকারী সচিব স্যার উইলিয়ম প্রেন্‌টিস্‌ স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯৩২ সনে মোট ২৬০টী নারী সম্ভ্রম ঘাতক ঘটনা এ প্রদেশে ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র ৬৮টী ঘটনায় অপরাধীর শাস্তিবিধান হইয়াছে।

বৈদেশিক

আয়র্লণ্ডে ডি, ভেলারার বিরোধী দলের প্রভাব বৃদ্ধি; ফলে সামরিক প্রতিবিধানের আয়োজন হইতেছে; সামরিক আদালত ও আইন জারি হইয়াছে; বিরুদ্ধ দল নিরস্ত; কিন্তু সমবেত ভাবে ডি, ভেলারাকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। মূল ডেইল সভাতে ইহাদের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে।

ব্রিটেনের বস্ত্রের বাজারে জাপানকর্ত্তৃক আক্রান্ত—a formidable invasion of Britain's cotton, wool and silk markets." (Daily Herald).—ভাই-কাউন্ট গ্রে মৃত্যুমুখে পতিত। ইনি গত মহা সমরের সময় ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন—ব্রিটিশ শিল্পে কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়, বেকার সংখ্যা তিন হাজার কম।

জ্যারম্যানী।—

অস্ট্রিয়া সম্পর্কে জারম্যানী কিঞ্চিত নরম ভাব ধরিয়াছে—নূতন শাসন ব্যবস্থায় ইহুদী বালকগণকে তাহাদের পর্ব্বদিনে বিদ্যালয়ে যাইতে হইতেছে; ইহুদীরা প্রবাসীভাবে জারম্যানীকে বাস করিতে পারিবে, আইনতঃ অধিকার কিছু পাইবে না—অসংখ্য বিমান পোত জারম্যান রাজ্যের চতুঃসীমা নিরীক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে; পোলেণ্ড ও ফরাসী সীমায় ইহাদের বিশেষ দৃষ্টি। হার হিটলারের নেতৃত্বে হঠাৎ এক নাজী কংগ্রেস হইয়া গেল (১৬) আমেরিকার ইহুদীরা জ্যারম্যান পণ্য বর্জ্জন করিয়াছে। অধ্যাপক আইনষ্টিনের মাথা লইবার জন্য নাজীদল পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া এক জনরব উঠে; জারম্যান সরকার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে।

আমেরিকা।—

যুক্তরাষ্ট্রের নায়ক রুজভেল্ট জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছেন—তিনি সামরিক নৌবল বৃদ্ধির যথেষ্ট আয়োজনও করিয়াছেন—চিকাগোতে নিখিল বিশ্ব ধর্ম্ম সম্মিলন বসিবে, বন্দার আইকোয়ার তাহার সভাপতি হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

ফরাসী।—

জ্যারম্যান সীমায় ফরাসী অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত সুদৃঢ় দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে। গত চারি বৎসরে প্রায় চারিশত কোটি ফ্রাঙ্ক এইজন্য ব্যয় হইয়াছে; এ নির্ম্মাণ কার্য্যে বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারগণ নিযুক্ত আছেন—ফ্রান্সের রাজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন হার অতি সাধারণ; অথচ জীবন প্রণালী উচ্চ ও আরাম দায়ক। নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারী দিগের বেতন অপেক্ষাকৃত অধিক। একজন সাধারণ স্কুলের শিক্ষক মাসিক ৯১ টাকাতে কাজ আরম্ভ করে, আর শেষ হয় ১৫৬ টাকাতে; অতি উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীরা ও মাসে ১১ শত টাকার অধিক পায় না।

ইতালীতে।—

সিগনর মুসোলিনী আর একটী দৈব দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইলেন—২৫ খানি বিমান পোতের এক বহর ইতালী হইতে আমেরিকা গমন করিয়াছে; ইহার ৪৯ ঘন্টায় ৬০১৫ মাইল গমন করে; স্বয়ং বিমান সচিব ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন।

ইরাক রাজ ফৈজল মানবলীলা সম্বরণ করিলেন—আফগান রাজ নাদীর সাহ দেশের সৈন্যবল ৮ হাজার হইতে ৬৫ হাজারে তুলিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বিজ্ঞাপন

Dr. I. M. Mallick's (M. A., M.D., B.L.)
Patent

ICMIC COOKER.

CHAPATI-MAKING & FRYING ARRANGEMENT
Simultaneously with Cooking and Baking
HAS REMOVED A LONG-FELT WANT

এক সঙ্গে এক ঘণ্টায় **পাচ রকমের খাদ্য** অল্প খরচে, বিনা পরিশ্রমে রন্ধনকরা যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রন্ধন হয় বলিয়া **স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।**

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বাঙ্গলার নবজাগরণের
সমুজ্জল প্রতীক
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বাঙ্গালী জাতিকে শিল্প-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান নিদর্শন ও পথপ্রদর্শক।

ইহার উৎপন্ন কাপড়
সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টেকসই অথচ সুন্দর ও সুলভ।
ধুতি, সাড়ী, লংক্লথ, টুইল, ম্যাটিং, ক্রেপ, জামার ছিট, বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি যাবতীয় বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

নিজ তত্ত্বাবধানে সর্ব্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ভাবে শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে কেটেলগ্ পাঠান হয়। কয়েকটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধঃ—

১। **মকরধ্বজ** (স্বর্ণসিন্দূর বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটীত)—তোলা ৪৲ টাকা।

২। **বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ**—সের ৩৲ টাকা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার (ট্রামডিপোর লাগ) ও বহুবাজারের মোড়, কলিকাতা।

দন্ত চিকিৎসার সর্ব্বোত্তম স্থান

যোগেশ ব্রাদার্স
২৫নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

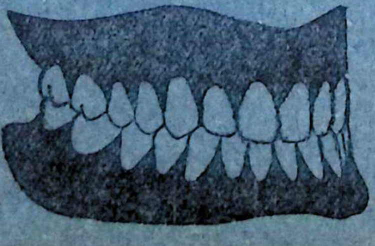

বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলা—রুগ্ন দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা—প্লেটযুক্ত ও প্লেট বিনা কৃত্রিম দন্ত নির্ম্মাণ ইত্যাদি অতি উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য সঙ্গত মূল্যে করা হয়।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

বৃত্তি পরীক্ষা

(পুনর্বিজ্ঞপ্তি)

—:o:—

গত মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি একটী বৃত্তি পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। এক বৎসরের জন্য মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে ২০টী বৃত্তি দেওয়া হইবে জানান সত্ত্বেও কেবল মাত্র ১৪০ জন পরীক্ষা দিবার প্রার্থনা প্রকাশ করে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে শাস্ত্র মানিব কেন ও Reason Science and Shâstras পুস্তক দুইখানি বুঝিতে না পারিয়াই অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় পশ্চাৎপদ হইয়াছে।

অতএব পরীক্ষা সুগম করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তক পরীক্ষার অন্তর্গত করা হইয়াছিল ও পরীক্ষার দিন একমাস পিছাইয়া রবিবার ২৭শে আগষ্ট করা হইয়াছিল।

[১] হিন্দুধর্ম্ম ৪২ পৃষ্ঠা [বাঙ্গলা ও হিন্দী] [২] সংস্কার কাহাকে বলে [কেবল বাঙ্গলা] এই বই দুইখানি নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে নিজে আনিলে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের ইংরাজী Truth কাগজে আছে। এই কাগজের মূল্য ৶৹ ও উহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় কিংবা ৩২ সুকিয়া ষ্ট্রীটে মিলিবে।

জ্ঞাতব্য

পরীক্ষার পুস্তক—(১) শাস্ত্র মানিব কেন or Reason Science and Shâstras

(২) হিন্দুধর্ম্ম (বাঙ্গলা ও হিন্দী) ও (৩) সংস্কার কাহাকে বলে (কেবল বাঙ্গলা)।

তারিখ ছিল—রবিবার ২৭শে আগষ্ট ১৯৩৩।

স্থান ছিল—(১) খেলাতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউশন ৬৪-এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

(২) তেজনারায়ন জুবিলী কলেজ ভাগলপুর।

আবেদনের শেষ তারিখ: ছিল—শুক্রবার ১১ই আগষ্ট ১৯৩৩।

পরীক্ষা সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে চাহিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে আসিলে জানা যাইবে।

যথাসময়ে কলিকাতা ধর্ম্মতলা খিলাতচন্দ্র স্কুলে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭৪ জন হয়। ইহাদের মধ্যেই যথোচিত কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৪৭।২এ দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোড্,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2 Equipment Heritage Foundation, Jalgaon

No. Regd—1789.

Printed at the Sudarsana Jantralaya, by B. Dutta and published by him from
84, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

CC-0. In Public Domain Sri Aurobindo Library, Pondicherry